بسم الله الرحمن الرحيم

IOM

“প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ”

Submitted to
Ustaz Abdul wahid
Subject: RAM 302

Submitted by
Mrs. Mehnaj Parvin
Batch-201
Roll no.- 20103321

সূচিপত্র

লেখকের কলাম

يوم الى بدعوتهم دعا ومن واصحابه آله وعلى والمرسلين الانبياء اشرف على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
وبعد .الدين:

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ আঞ্জাম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের, যিনি "প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ" এসাইনমেন্ট এর কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী । দোয়া করবেন আল্লাহ তা'আলা যেন এসাইনমেন্টটিকে কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, এসাইনমেন্টটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যেও দোয়া করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এসাইনমেন্টের কোন অংশে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে আমাকে অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তীতে তা ঠিক করা হবে।

মেহনাজ পারভীন

ইমেইল: mehnajparvin83@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

‘তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে দেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। অতঃপর বার্ধক্যে। তোমাদের কারো কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও। যাতে তোমরা অনুধাবন কর।’ (গাফির/মুমিন ৪০/৬৭) ।

এই আয়াতটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চিন্তার খোরাক আছে তা যদি বাদও দেই, শুধু আয়াতের সমাপ্তিটি ‘যাতে তোমরা অনুধাবন কর’ এটুকু লক্ষ্য করি, তাহ’লে দেখতে পাব যে, কিভাবে মানুষ মাত্র একফোঁটা তরল পানি থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে বের হয়ে একসময় বড় হয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষে পরিণত হয়, তারপর একদিন বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়। ঠিক একইভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করাটাও মানুষ হবার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

এই আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করে, যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চর্চা করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিল অজপাড়াগাঁ। আর মুসলিম স্পেন ছিল প্রযুক্তির ব্যবহারে শীর্ষে।

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণই। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-রাযী ও ইবনে সীনা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে আল-ফারগানী, সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদূন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা এসেছে যে, **أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ-** ‘তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি

করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী' (রূম ৩০/৮)।

মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টির এই নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহ'লে বুঝতে পারবে যে, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি এমনিতেই হয়নি। এর পিছনে এক বিরাট উদ্দেশ্য আছে এবং সবকিছুই একটি চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। একসময় তাকে আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে জবাব দিতেই হবে। যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে ৪৯ বার 'আকল' ও ১৮ বার 'ফিকর' উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখতে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, **قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ**- 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন' (আনকাবূত ২৯/২০)।

বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল পড়া। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হ'ল 'পড়'। এমনকি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতেই মানবসৃষ্টির উপাদান 'আলাক্ব'-এর মাঝেই বিজ্ঞানের অনেক মর্ম লুকিয়ে আছে। ইসলাম প্রযুক্তির ব্যবহারকে কখনই নিরুৎসাহিত করে না। বরং এর সঠিক ও সুন্দর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মদীনায় নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনে এরকম অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে যে পারসিক কৌশল ব্যবহার করা হয় তা ছিল আরবদের কাছে অপ্রচলিত প্রযুক্তি। এমনিভাবে অন্য যুদ্ধগুলোতেও সামরিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত রণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়। ইসলামী সমাজের বিভিন্ন নীতিমালা যে কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা আজ সুপ্রমাণিত। মহানবী (সাঃ)-এর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি ছিল সর্বাধুনিক ও সর্বকালীন।

তবে প্রতিটি জিনিসেরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। মানুষ চাইলে তাকে যে কোন পথে ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটিকে যেমন ইসলামের খেদমতে ব্যবহার করা সম্ভব। তেমনি খারাপ পথেও তা ব্যবহার করা যায়। লক্ষণীয় যে, আমরা প্রযুক্তিকে কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে।

তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/1370

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ মাখলূক। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি সেগুলিও মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا 'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' (বাক্বারাহ ২/২৯)। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা 'আলা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, মানুষ জগতের যা কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তা 'আলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তা 'আলার তাওহীদের নিদর্শন। এতদসত্ত্বেও তার সঙ্গে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা!

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

"নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ঐসব বুদ্ধিমানের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র" (আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)।

এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি গ্রামে (Global Village) পরিণত হয়েছে। মুহূর্তের মাঝে এক দেশের খবর চলে আসে অন্য দেশে। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত মানুষের সাথে কথা বলা যায় অনায়াসে।

পৃথিবীর এই তাবৎ আবিষ্কার, প্রযুক্তির এই সব উন্নয়ন সবই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে 'মত। যার শুকরিয়া আদায় করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরো অধিক নিয়ামাত দান করব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর (ইব্রাহিম ১৪/৭) ।

শুকরিয়ার সর্বনিম্ন স্তর হল, আল্লাহর নি 'মাতকে সঠিক স্থানে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করা থেকে সাধ্যাতীত বিরত থাকা।

এমন কোন প্রযুক্তি পণ্য বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নেই, যেটা ইসলামের খেদমতে ব্যবহারযোগ্য নয়। তবে স্মর্তব্য যে, প্রতিটি জিনিসকে ভাল কিংবা মন্দ কাজেও ব্যবহার করা যায়। দোষ কিন্তু জিনিসের বা প্রযুক্তির নয়। বরং এখানে ব্যবহারকারী মূলতঃ দায়ী। যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে মন্দ ছবিও দেখ যায়, আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। লক্ষণীয় যে, প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে। আর যদি এই কথা বলে পিছিয়ে থাকি যে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম তাহ'লে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। সব নবী-রাসূলই তাদের যামানায় তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দেয়া বিধান ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহ'লে তা হবে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর।

তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/1370

প্রযুক্তি কি?

প্রযুক্তি বলতে কোন একটি প্রজাতির বিভিন্ন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান প্রয়োগের ব্যবহারিক জ্ঞানকে বোঝায়। নিজের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে প্রজাতিটি কেমন খাপ খাওয়াতে পারছে এবং তাকে কিভাবে ব্যবহার করছে তাও নির্ধারণ করে প্রযুক্তি। মানব সমাজে প্রযুক্তি হল বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের একটি আবশ্যিক ফলাফল। অবশ্য অনেক প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন থেকেই আবার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের অনেক জ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। মানব সমাজের প্রেক্ষিতে প্রযুক্তির সংজ্ঞায় বলা যায়, "প্রযুক্তি হল কিছু প্রায়োগিক কৌশল যা মানুষ তার প্রতিবেশের উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করে।" যেকোন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তা দক্ষভাবে ব্যবহারের ক্ষমতারকেও প্রযুক্তি বলা হয়।

আমরা যে পৃথিবী তে বাস করি তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করি। প্রযুক্তি হল জ্ঞান, যন্ত্র এবং তন্ত্রের ব্যবহার কৌশল যা আমরা আমাদের জীবন সহজ করার স্বার্থে ব্যবহার করছি।



তথ্যসূত্র:

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF

প্রযুক্তির ইতিহাস

প্রযুক্তির ইতিহাস হল সরঞ্জাম এবং কৌশল আবিষ্কারের ইতিহাস এবং মানবতার ইতিহাসের অন্য দিকগুলির অনুরূপ। প্রযুক্তি বলতে ভাষা এবং পাথুরে যন্ত্রগুলির মতো সরল পদ্ধতি থেকে জটিল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৮০-এর দশকের তথ্য প্রযুক্তি পদ্ধতিগুলি বোঝা যায়। প্রযুক্তি শব্দটি গ্রিক শব্দ techne থেকে এসেছে, যার অর্থ শিল্প ও নৈপুণ্য, এবং লোগো শব্দের মানে শব্দ এবং বক্তৃতা। এটির প্রথম প্রয়োগ শিল্পের বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এটি এখন আমাদের চারপাশের পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন অগ্রগতি এবং পরিবর্তনগুলির বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।



নতুন জ্ঞান মানুষকে নতুন জিনিস তৈরি করতে সক্ষম করেছে আবার অপরভাবে, অনেক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা, প্রযুক্তিগুলি দ্বারা সম্ভব হয়েছে যা মানুষকে পূর্বে পৌঁছতে পারেনি এমন স্থানে ভ্রমণ করতে সহায়তা করেছে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা প্রকৃতি বিষয়ক গবেষণা আমরা স্বাভাবিক অনুভূতির অপেক্ষা আরও বিস্তারিতভাবে করতে পারি।

যেহেতু প্রযুক্তির বেশিরভাগই ব্যবহারিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ইতিহাস বিজ্ঞানের ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত। যেহেতু প্রযুক্তি সম্পদ ব্যবহার করে, প্রযুক্তিগত ইতিহাস অভেদ্যভাবে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত।

ঐ সম্পদগুলি থেকে, প্রযুক্তি, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত জিনিসপত্র সহ অন্যান্য সম্পদ উৎপাদন করে। একটি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রযুক্তির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং প্রযুক্তিকে প্রভাবিত করে। এটি অর্থনৈতিক বিকাশের একটি শক্তি এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি ও সম্পদ বিকশিত এবং প্রকল্প করার একটি উপায়। চাকা, চতুর্থ সহস্রাব্দ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু সময় আগে আবিষ্কার, অন্যতম সর্বজনীন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। এই "উর মান" এর বিস্তারিত, আনুমানিক ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, একটি সুমেরীয় রথ।

তথ্যসূত্র:

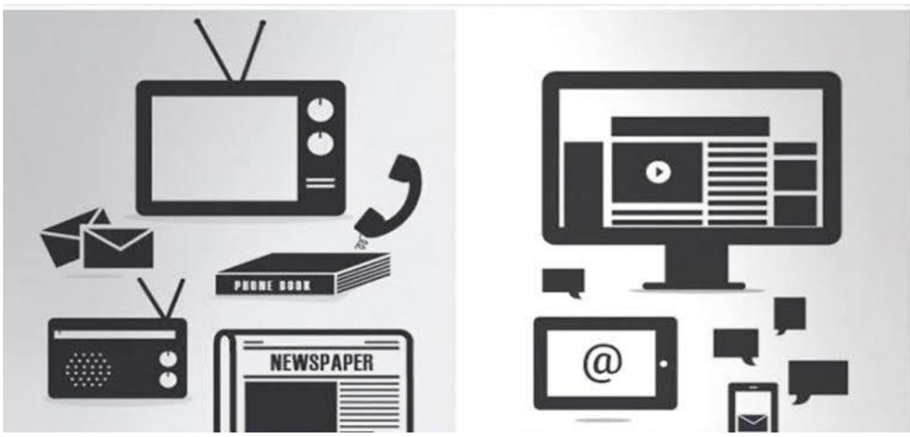
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8

প্রযুক্তি কাকে বলে?

আমরা আগেই জেনেছি যে, আমাদের সমাজে প্রযুক্তি হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগ। যে প্রয়োগের সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আরও দ্রুত, সহজ ও মসৃণ করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

"টেকনোলজি (Technology)" শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ "টেকনে" (যা শিল্প ও নৈপুণ্যের সাথে সম্পর্কিত) ও "লগিয়া" (যা অধ্যয়নের সাথে যুক্ত) শব্দটি থেকে। এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণেই তৈরী হয়েছে "টেকনোলজিয়া" শব্দটির, যার অর্থ হল পদ্ধতিগত চিকিৎসা।

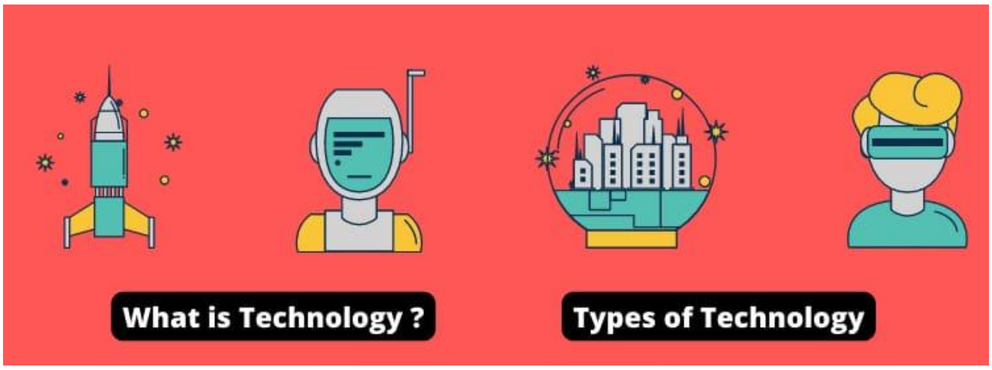
বিগত দুই শতাব্দীতে প্রযুক্তি শব্দটির ব্যবহার চরমভাবে বদলেছে। প্রযুক্তি হল এক ধরণের উপায়- যার সাহায্যে আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে থাকি। প্রযুক্তি, সরাসরি মেশিন (যেমন- কম্পিউটার), কৌশল ও প্রক্রিয়ার (যেমন- আমরা যেভাবে কম্পিউটার চিপ বানাই) বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আমরা বর্তমানে মনে করতেই পারি যে, সমস্ত প্রযুক্তিগুলো কেবলমাত্রই ইলেকট্রনিক- তবে, এখনও পর্যন্ত এটাই হল সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি। কিন্তু, আদিম সভ্যতার প্রেক্ষাপটে, আদিম মানুষদের ব্যবহৃত পাথর বা লোহার হাতুড়ি এমনকি চাকাও ছিল প্রাথমিক মানব প্রযুক্তির দুটো জ্বলন্ত উদাহরণ।



১৯৪০-এর দশকের মধ্যে প্রযুক্তি বা টেকনোলজি কেবলমাত্র শিল্প অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার পরিবর্তে, এটি যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, অস্ত্র, যোগাযোগ ও পরিবহন যন্ত্রগুলোকেও নিজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে। সেইসাথে নিজেদের দক্ষতাগুলোকে বৃদ্ধি করে মানুষ, প্রযুক্তির

উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার ও প্রসার ঘটিয়েছে। আসলে, প্রযুক্তিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, মানব জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে, যা তাদের জীবনযাত্রাকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর ও বাস্তবসম্মত করে তোলে।

আশা করছি, প্রযুক্তি বলতে কি বুঝায় বা প্রযুক্তি মানে কি? বিষয়টা কিছুটা হলেও বুঝতেই পেরেছেন।



তথ্যসূত্র: https://banglatech.info/what-is-technology-in-bangla/

প্রযুক্তির প্রকারভেদ – (Types of technology)

সহজভাবে বলতে গেলে, প্রযুক্তি হল মানুষের উদ্দেশ্য পূরণের একটা উপায়। যেহেতু, প্রযুক্তি সহজ থেকে শুরু করে অতিরিক্ত জটিলও হতে পারে, তাই এর বিভিন্ন প্রকারভেদ করা হয়েছে।

১. তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি:

তথ্য প্রযুক্তি (IT) শব্দটি কম্পিউটার সিস্টেম, সফ্টওয়্যার, ইন্টারনেট ও অন্যান্য অবকাঠামোকে নির্দেশ করে। যা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মূল ক্ষমতাকে সক্ষম করে। এটি একটা ক্রমবর্ধমান ও ক্রমাগত বিকশিত একটা ক্ষেত্র। যেটা ডিজিটাল আকারে ইলেকট্রনিকভাবে তথ্য গ্রহণ, সঞ্চয়, পুনরুদ্ধার, প্রক্রিয়াকরণ কিংবা প্রেরিত সমস্ত যন্ত্রপাতিকে অন্তর্ভূক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কম্যুনিকেশন ডিভাইস, স্যাটেলাইট সিস্টেমের মতো আরও নানান ধরণের পরিষেবা। বর্তমানে, বহু কোম্পানি তাদের কম্পিউটার পরিচালনা, ডেটাবেস তৈরি করা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়িক তথ্য ব্যবস্থার দক্ষতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইটি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে থাকে। কম্পিউটার সফ্টওয়্যারের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, কোম্পানিগুলোকে তথ্য বিশ্লেষণের ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়ে তাদের সার্বিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিগত এক দশকে, কারিগরি বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং-এর ব্যাপারে অনুসন্ধান করে চলেছেন, যাতে কম্পিউটার রিয়েল-টাইম তথ্য ব্যবহার করে আমাদের মতো স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে। এই সময়ে AI মানুষের থেকে অনেক নিখুঁত কাজ করতে সক্ষম; যেমন- ঐতিহাসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়া, ত্রুটি বার করা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে জটিল বিশ্লেষণাত্মক কাজ করা ও ইত্যাদি। বর্তমানে, ব্লকচেইন হল এই প্রযুক্তির সবথেকে নিরাপদ ও উন্নতমানের ডাটাবেস বা তথ্য সংরক্ষণের উপায়। যা যেকোনো ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ককে সেরা তথ্যের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও ট্রেসেবিলিটি দিতে সক্ষম। এছাড়াও, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-কে এই তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের পরবর্তী প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য বিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

২. জৈবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি:

জৈবপ্রযুক্তি হল এক ধরণের ব্যাপক বিস্তৃত পরিসর। এই প্রযুক্তিকে জীবন্ত প্রাণী বা তাদের অংশগুলো থেকে সমাজের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য তৈরি করতে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। বায়োটেকনোলজি সমাজের উপকারের জন্যে ডায়াগনস্টিক, কৃষি, পরিবেশগত ও ফার্মাসিউটিক্যালের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে প্রাণীদের জীবন্ত কোষ ও সেলুলার উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। এমনকি, এই বিদ্যা প্রাণীদের জেনেটিক ডেটা পরিবর্তন করতেও ব্যবহার করা হয়। যাতে, মানুষের রোগগুলোকে মডেল করে অধ্যয়ন সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, থেরাপিউটিকস, ওষুধ, পুষ্টির যৌগ, পরিবেশ-বান্ধব রাসায়নিক উপকরণ, জৈব জ্বালানী ও অভিনব কার্যকরী উপাদানগুলো জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টিও করা যায়। জিন এডিটিং, বায়োপ্লাস্টিক, বায়োএনার্জি প্রভৃতি হল এই প্রযুক্তির অন্যতম আবিষ্কার।

৩. পারমাণবিক প্রযুক্তি বা নিউক্লিয়ার টেকনোলজি:

পারমাণবিক প্রযুক্তি হল এমন এক ধরণের প্রযুক্তি- যা বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে নিউক্লিয়াসের কিছু নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবর্তন এনে তাকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই প্রযুক্তি চরমভাবে ব্যবহার করা হয়।

৪. যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কম্যুনিকেশন টেকনোলজি:

সাম্প্রতিককালে, যোগাযোগ প্রযুক্তি মূলত হল আইটি প্রযুক্তিরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষ মেশিনের মাধ্যমে বার্তা বা তথ্য স্থানান্তর করতে পারে। তথ্যের এই প্রক্রিয়াকরণ মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে, সমস্যা সমাধান করতে ও মেশিন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। নেটওয়ার্ক-এর উন্নতি, প্রধানত কম্পিউটিং ডিভাইসের সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রগুলোর মধ্যে বেশ কতগুলো শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষভাবে নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে আর তথ্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি কোনো ব্যক্তিগত বা পাবলিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য বিনিময়, স্থানান্তর ও প্রদান করাকে যথেষ্ট সহজ করে তুলেছে। এমনকি,

এই প্রযুক্তি ই-সম্পদ ও গুণগত পরিষেবাগুলোর মান উন্নয়নেও যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থাপনা করেছে। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, টেলিটেক্সট, ভিডিওটেক্সট, ইন্টারনেট, ওয়্যারলেস তথ্য স্থানান্তর, ও জিপিএস হল এই প্রযুক্তির চরমতম অবদান।

৫. ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি:

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও নীতিগুলোর প্রয়োগের মাধ্যমে ঘটানো বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, সিস্টেমের নকশা, সরঞ্জাম, উৎপাদন, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা, পরিষেবা, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার কৌশলগত উন্নয়ন। এই প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিক থেকে শুরু করে আবাসিক ও কারখানা পর্যন্ত সমস্ত শিল্পেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্মার্টফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার, পাওয়ার সাপ্লাইয়ার, রাডার, মাল্টিমিটার, ইন্টারেক্টিভ সেন্সর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সবই এই প্রযুক্তির দান।

৬. চিকিৎসা প্রযুক্তি বা মেডিক্যাল টেকনোলজি:

বিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা রোগ, আঘাত কিংবা অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধের সমাধান তৈরি করে থাকি। চিকিৎসা প্রযুক্তি মূলত চিকিৎসার সরঞ্জাম, সিস্টেম, সুবিধা ও চিকিৎসা পদ্ধতির উপর নজর দিয়ে থাকে। এই প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত মেডিকেল যন্ত্রপাতির মধ্যে পড়তে পারে কোনো উন্নততর অপারেশনের যন্ত্র, ইমপ্লান্ট, বিকারক বা কোনো সফ্টওয়্যার। সিরিঞ্জ থেকে শুরু করে প্রেসার মাপার যন্ত্র, মেডিকেল ইমেজিং প্রযুক্তি যথা- এক্স-রে ও এমআরআই মেশিন পর্যন্ত, সমস্ত চিকিৎসা যন্ত্রপাতিগুলোই রোগ নির্ণয়, পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও রোগের উপশমেও যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। এই প্রযুক্তির আরও একটা বড় দান হল 3D প্রিন্টিং। গত এক দশকে, রোবোটিক্স চিকিৎসাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মেডিকেল রোবটগুলো চিকিৎসকদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। অস্ত্রোপচারের সময় এই আধুনিক রোবোটিক অস্ত্রগুলো ডাক্তারদের আরও ভালোভাবে ও দক্ষ পদ্ধতিতে অপারেশন করতে সাহায্য করে।

৭. যান্ত্রিক প্রযুক্তি বা মেকানিক্যাল টেকনোলজি:

যান্ত্রিক প্রযুক্তি, কার্যকরী যান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করতে ও গতি নিয়ন্ত্রণ বা প্রেরণের জন্য যান্ত্রিক অংশ আর উপকরণগুলো একত্রিত করার কৌশল হিসেবে কাজ করে। যান্ত্রিক রোবট, থ্রিডি প্রিন্টার, পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্যবহার করে গাড়ি তৈরির করাও এই প্রযুক্তির অন্যতম সেরা অবদান। প্রধানত, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস্টরা প্রোডাক্টের নকশা তৈরী, মেটেরিয়াল বিজ্ঞান ও ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি থেকে প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট ও প্রোডাকশন মেশিনারি তৈরি করার জন্য এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করে থাকেন।

৮. উপকরণ প্রযুক্তি বা মেটেরিয়ালস টেকনোলজি:

উপকরণ প্রযুক্তি হল একটা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক কৌশল; যা কাঁচামাল থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আকার ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্যে উপকরণের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে থাকে। যেহেতু, নানান উপকরণের নানান বৈশিষ্ট্য থাকে, তাই একাধিক উপকরণ মিশিয়ে কার্যকরী বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যা নতুন অ্যাপ্লিকেশনের জন্ম দিয়ে থাকে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে কোনো মেশিনের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্যে, তার উপকরণগুলোকে অবক্ষয় ও অন্যান্য ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্যে তৈরী করা হয়।

তথ্যসূত্র: https://banglatech.info/what-is-technology-in-bangla/

প্রযুক্তির ক্ষেত্রসমূহ

আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর। আমরা আমাদের চারপাশের সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পারি। যার ফলে তৈরী হয়েছে প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্র, যাদের সাহায্যে মানবসভ্যতা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে।

- **এরোস্পেস প্রযুক্তি:** মহাকাশ অভিযানের জন্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ যান তৈরি এবং চালনা। নভোযান উৎক্ষেপণ, উচ্চ গতি সম্পন্ন আকাশযান, বিমান, নভোযান নির্দেশনার জন্য ব্যবহৃত ভূ-কেন্দ্রিক উপকরণসময় তৈরি এই প্রযুক্তির কাজ। ভৌগোলিক যোগাযোগ এবং তথ্য চালনা পদ্ধতি এখান থেকেই উন্নয়ন লাভ করে।

- **কৃষি প্রযুক্তি:** এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথাগত ট্রাক্টর এবং চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাথে আধুনিক ল্যাপটপ এবং গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম-এর সমন্বয় ঘটায়। খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তলিয়ে দেখা এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিই এর মূল কাজ।

- **জৈব প্রযুক্তি:** এটি জীবনের মূল উপাদান এবং একক যেমন, কোষ, জিন এবং ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে অধ্যয়ন করে । এর মাধ্যমে নতুন খাদ্য এবং ওষুধ, মানুষের জিনের নকশা ইত্যাদি তৈরি করা হয় যাতে রোগ প্রতিরোধ এবং জৈবিক ঝুঁকি নির্ণয় করা যায়।

- **নির্মাণ প্রযুক্তি:** নির্মাণ প্রযুক্তি পৌর প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি কে একত্র করে বসবাসের এবং কাজের নিরাপদ পরিবেশ তৈরি, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা করে।এটি দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, জন-পরিবহন ব্যবস্থা, টানেল, পানি পরিশোধন, ব্রিজ ইত্যাদির ডিজাইন এবং নির্মাণ নিয়ে কাজ করে।

- **প্রকৌশল প্রযুক্তি:** ইলেকট্রনিক্স এবং বলবিদ্যা থেকে শুরু করে জেট ইঞ্জিন এবং আকাশযান পর্যন্ত প্রকৌশল প্রযুক্তি সমস্ত কিছু তৈরি করে যা আমাদের পৃথিবীকে

চালায়। এই বিস্তারিত ক্ষেত্র বস্তু কিভাবে কাজ করে তা বুঝার জন্য এর বিশেষত্ব সহ গণিত, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির নীতি গুলো কাজে লাগায়।

- **পরিবেশগত প্রযুক্তি:** পরিবেশগত প্রযুক্তি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুর গুনাগুন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নির্ভরযোগ্যতা বুঝতে সক্ষম করেছে।পরিবেশের উপর মানুষের ক্রিয়া-কলাপ এর প্রভাব ও শক্তির নবায়নযোগ্য উৎস এর সঠিক ব্যবহার পরিদর্শন এবং বুঝতে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

- **ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা:** জিআইএস এবং জিপিএস রক্ষণশীল নকশা প্রযুক্তিকে আমাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। জিপিএস বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্ণয় ও পরিভ্রমণ করতে ভূগোল এবং কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এর অনুষাঙ্গিক প্রযুক্তি জিআইএস কম্পিউটার থেকে উৎপন্ন স্থল ও জল পরিবেশের নকশা তৈরি করে যা অন্য কোন বিকল্প উপায়ে করা সম্ভব নয়।

- **তথ্য প্রযুক্তি:** তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) হলো আজকের কম্পিউটারাইজড ও ওয়্যারলেস দুনিয়ার কেন্দ্র যার মধ্যে আমরা বসবাস করি।এটির যেমন একটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ইলেকট্রনিক্স তত্ত্বের সমন্বয়ে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার তৈরি করছে তেমনি একটি প্রযুক্তি হিসেবে বর্তমানে অন্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রগুলোকে সচল করছে। আইটি যেকোনো ধরনের তথ্য তৈরি, জমা ও আদান প্রদানে ব্যবহৃত হয় যেমন - বিজনেস ডাটা, ভয়েস কমিউনিকেশন, ফটোগ্রাফি ও গ্রাফিক্স ইত্যাদি।

- **উৎপাদন প্রযুক্তি:** আমরা যে খাদ্য খাই, যে গাড়ি চালাই, যে কম্পিউটার ও ওষুধ ব্যবহার করি ওদের জীবন নিরাপদ ও সহজ করার জন্য এই সমস্ত কিছু একটি সুনির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলাফল।উৎপাদন প্রযুক্তি কম্পিউটার ও অর্ধপরিবাহী এবং এদের উপাংশ তৈরি করে। এটি যান্ত্রিক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করে।

- **নৌ প্রযুক্তি:** নৌ প্রযুক্তি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল কে সমন্বয় করে পানির নিচের জগতে বিচরণ করে।নৌ প্রযুক্তিবিদ সাবমারসিবল রোবট, সোনার এবং আন্ডারওয়াটার স্যাটেলাইট ব্যবহার করে পানির নিচের সামুদ্রিক পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক শক্তির উৎস বুঝতে সক্ষম হন।

- **মাইক্রো প্রযুক্তি ও ন্যানো প্রযুক্তি:** মাইক্রো প্রযুক্তি প্রচলিত যন্ত্রপাতি কে ক্ষুদ্র লেভেলে পরিচালিত করে। এই প্রযুক্তি এমন ক্যামকর্ডার ও কম্পিউটার তৈরি করেছে যা হাতের মুঠিতে মধ্যে রাখা সম্ভব। ন্যানো প্রযুক্তি আরো এক ধাপ এগিয়ে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে।

- **রাসায়নিক প্রযুক্তি:** রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল যেমন তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে পরিশোধিত করে প্রচলিত বিভিন্ন জ্বালানি থেকে শুরু করে বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক বহনযোগ্য শক্তির উৎস উৎপন্ন করছে। এই প্রযুক্তি বিভিন্ন উপাদান বিশুদ্ধকরণ এর ক্ষেত্রে ও ব্যবহৃত হয়।

- **যাতায়াত প্রযুক্তি:** যাতায়াত প্রযুক্তি মানুষ, পণ্য এবং সেবা কে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করে যেমন - কার, ট্রাক, প্লেন, ট্রেন, বাইক।এটি পরিবেশের উপর যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভাব নিয়েও আলোচনা করে।

তথ্যসূত্র:

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF

আধুনিক প্রযুক্তি কি? (Modern technology)

প্রযুক্তি বরাবরই উন্নতির পথে এগিয়ে চলে আর এটা সবসময়েই প্রগতিশীল। এক্ষেত্রে, আধুনিক প্রযুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এইভাবে যে, আধুনিক প্রযুক্তি হল পুরোনো প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তির সংযোজন। এ মূলত, মডার্ন টেকনোলজি সর্বতোভাবেই গতিময় ও সমাজে মানব সভ্যতার দক্ষতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা তারসমেত টেলিফোনের কথা কল্পনাও করতে পারিনা। আমাদের এখনকার লেটেস্ট বা সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি হল মোবাইল ফোন। যেটা আমরা সারা পৃথিবী-রাজ্যই নিজেদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারি ও যেকোনো স্থানে বা সময়ে বসে বিনা বাধার যার সাথে খুশি যোগাযোগ করতে পারি। তাই, স্মার্টফোন হল এই জমানায় আধুনিক প্রযুক্তির সবথেকে নিখুঁত উদাহরণ। অর্থাৎ, আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের মুখোমুখি যোগাযোগকে নিশ্চিত করে। এর সাহায্যে আমরা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম, এমনকি আমরা যে ধরণের পরিষেবা পেতে চাইছি, সেগুলো আমরা আরও সহজে অ্যাক্সেস কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

তাছাড়াও, এই আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু ব্যবহার করি, তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবেই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত। তাই, আমরা চাইলেও কোনোভাবেই এই আধুনিক প্রযুক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারি না।



তথ্যসূত্র: https://banglatech.info/what-is-technology-in-bangla/

আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং সুফল

যে কোন প্রযুক্তির ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় -

- কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সমাধান করে।
- জীবনকে সহজতর করে তুলতে সক্ষম।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের সুফল মানবসভ্যতার প্রতিটি স্তরেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যার প্রমান, সামাজিক, আর্থিক, যোগাযোগ থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার সকল পরিমন্ডলেই অতীতের তুলনায় অধিকতর উৎকর্ষতা এবং বিকাশ সাধন।

নিচে সামাজিকক্ষেত্রে প্রযুক্তির কিছু গুরুত্ব ও সুফলের উল্লেখ করা হল -

- অপচয় রোধ
- সময় সাশ্রয়ী
- তথ্যের প্রাপ্যতা
- মানবসম্পদের উন্নয়ন
- দক্ষতা বৃদ্ধি
- তাৎক্ষণিক যোগাযোগ
- সহজতর জীবনযাপনের সুযোগ



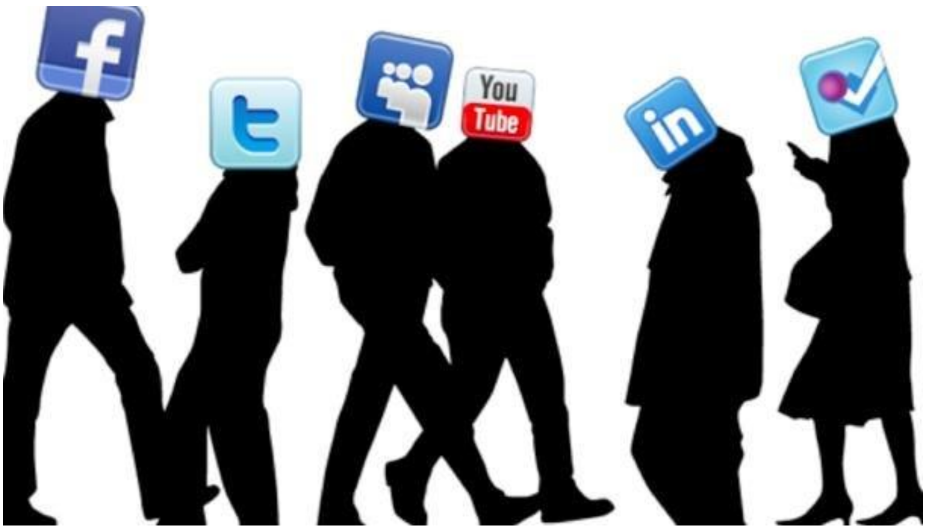
তথ্যসূত্র:

https://www.grammarbd.com/a/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC#:~:text=%E0%A6%86%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%20%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82%20%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AB%E0%A6%B2,%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%B0%20%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BE%20%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%20%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A5%A4

প্রযুক্তির কুফল

সব কিছুরই ভাল-খারাপ দিক রয়েছে। তেমনই অনেক ভালোর পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিরও কিছু খারাপ দিক রয়েছে। প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকগুলা হলো:

- যুবসমাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন খারাপ ভিডিও দেখে।
- অযথা কাজে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে।
- এর মাধ্যমে ক্রাইম বাড়ছে।
- মানুষ দিন দিন অলস হয়ে পড়ছে, বসে থাকতে থাকতে।
- এর মাধ্যমে হ্যাকাররা বিভিন্ন জিনিস হ্যাক করে ফেলে সব মূল্যবান তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে।
- কম্পিউটারে ভাইরাস ছড়াচ্ছে।
- কারো গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
- অনেকেই এর প্রতি আসক্ত হয়ে লেখাপড়ায় অমনুযোগী হয়ে যায়।
- অনেকক্ষন কম্পিউটার বা ফোন স্ক্রিনের দিকে চাওয়ার দরুন চোখের ক্ষতি হওয়া।
- অনলাইনে প্রতারণা বেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি।



প্রযুক্তির ফাঁদ কি?

নেট মানে জাল, জাল মানে ফাঁদ নেট এর আভিধানিক অর্থ জাল, জালে আটকানো, জালে ধরা।

ফাঁদ অর্থ বিপদে ফেলবার গুপ্ত কৌশল, ছল, জাল।

বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ এখন প্রযুক্তির হাতে! যদি বলি, মানবজাতি আজ প্রযুক্তির হাতে বন্দী, অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। প্রযুক্তির বিস্তার এখন শুধু জীবনের বাইরে এবং জীবনের চারপাশে নয়, বরং জীবনের ভিতরে এবং জীবনের গভীরে। যদি বলি, জীবনের যতটা গভীরে মানুষের সবচে' নিকটজনেরও প্রবেশাধিকার নেই, মানুষের তৈরী প্রযুক্তি সেখানেও পৌঁছে যায় সহজে এবং অবাধে; যদি বলি, ভুল হবে না। মা-বাবা নিজেও জানেন না, প্রযুক্তির স্রোতে তাদের সন্তান কোথায় ভেসে চলেছে! শিক্ষকের জানা নেই, ছাত্রের জীবন, চিন্তা, চেতনা ও গতিবিধি কতটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে, আর কতটা প্রযুক্তির দখলে! এপর্যন্ত সম্ভবত কারোই দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ নেই। কারণ এটা তো চোখের দেখা উন্মুক্ত সত্য এবং জীবনের অঙ্গনে ঘটে যাওয়া নির্মম বাস্তবতা!

আলোচনার জটিল মোড় শুরু হয় এখান থেকে যে, জীবনের জন্য প্রযুক্তি উপকারী না ক্ষতিকর? কল্যাণের পথ না ধ্বংসের গহ্বর?

প্রযুক্তির যাত্রা তো শুরু হয়েছে বহু যুগ আগে। জীবনের সুযোগ সুবিধা, আরাম আয়েশ ও আনন্দ-বিনোদনের যাবতীয় আয়োজন; জীবনের গতি ও গতিবিধির ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী যাবতীয় উপায় উপকরণ, এমনকি যুদ্ধের ভয়াবহ বিস্তারে এবং মারণাস্ত্রের বিশ্ববিধ্বংসী শক্তির উদ্ভবের পিছনেও রয়েছে প্রযুক্তির 'দান ও অবদান। আজকের যুগে প্রযুক্তির উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে মোবাইল, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। যে প্রযুক্তির ফাঁদে আমরা সবাই আটকা পড়েছি।



স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অনলাইন এক্টিভিটিজ হচ্ছে বোতল থেকে বের হওয়া সেই দৈত্য যাকে বোতলে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব নয়; সবকিছু ধ্বংস করে, সবকিছু ছারখার করে তারপরই হয়ত ক্ষান্ত হবে এ দৈত্য। কিংবা এটা হচ্ছে বিপথগামী প্রতিভা ফ্রাঙ্কস্টাইনের সেই অপসৃষ্টি যা নিজের স্রষ্টাকেই সংহার করতে উদ্যত।

অসহায়ভাবে নিজেদের কর্মফল প্রত্যক্ষ করা ছাড়া সম্ভবত এখন আমাদের কোন উপায়ও নেই; শুধু এই যে, বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মানবজাতির স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন যদি মানবজাতির রক্ষার কোন উপায় করে দেন। হতাশার চোরাবালিতে আটকে গিয়ে এখন আমরা সর্বান্তকরণে কামনা করি, মহান করুণাময় তাই যেন করেন।

তথ্যসূত্র: https://www.ourislam24.com/2022/08/03/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6-2/

প্রযুক্তির মরন ফাঁদ

বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মানুষের জীবনে এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। পৃথিবীর এমন কোনও প্রান্ত পাওয়া যাবে না যেখানে এই তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন চোখে পড়বে না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও রয়েছে তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া। মানুষের জীবনের কাজের গতি এবং খরচ দুই কমে গেছে এই তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের কারণে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে বাংলাদেশ। তথ্য প্রযুক্তির এই উন্নয়নের মিছিলে বাংলাদেশও শামিল হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক বাস্তবতার ওপর ভর করে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে।

তবে এই প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনকে ভালো কাজের পাশাপাশি কিছু দুষ্টচক্র ব্যবহার করছে তাদের অসাধু উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। আর এই অসাধু চক্রের হাতে পড়ে কিছু মানুষের জীবনে নেমে আসছে ভয়াবহ বিপর্যয়। অভিনব নানা উপায়ে প্রযুক্তির ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছেন দুষ্টচক্র। দুষ্টচক্র দ্বারা কৃত এমন অনেক মরণ ফাঁদের নাম রয়েছে। মরণ ফাঁদের কবলে পড়ে পৃথিবীজুড়ে বহু মানুষের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। এই মরণ ফাঁদের থাবায় বাংলাদেশের বহু মানুষও আক্রান্ত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

https://www.banglatribune.com/columns/651807/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6

প্রযুক্তি আমাদের জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ?

বর্তমানের যুগকে বলা হয় তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানের এ যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ন্যুনতম জ্ঞান না রাখাটা অনেকটাই জেনে শুনে পাপ করার সামিল। প্রযুক্তি হচ্ছে সেই সকল উপাদান যা মানুষকে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানবজীবনকে সহজ করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কলম তৈরির প্রযুক্তি আবিস্কারের ফলে মানবজাতি তার চিন্তা শক্তিকে সহজেই লিখিত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। ধীরে ধীরে সেই প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ফলেই আজ আমরা ছাপার মেশিনে লেখা ছাপাতে পারছি। তেমনি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ আমাদের জীবনকে করে তুলেছে সহজ ও শান্তিময়। কিন্তু প্রযুক্তি একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিকে আবার অভিশাপও। প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ মানব সভ্যতাকে হাজার বছর এগিয়ে দিলেও, শুধু এই সভ্যতাতেই, নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে মানবজাতি হাজার বছর পিছিয়ে গিয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই স্রষ্টাপ্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী। মহান আল্লাহ পবিত্র ক্বুরআনে বলেছেন,

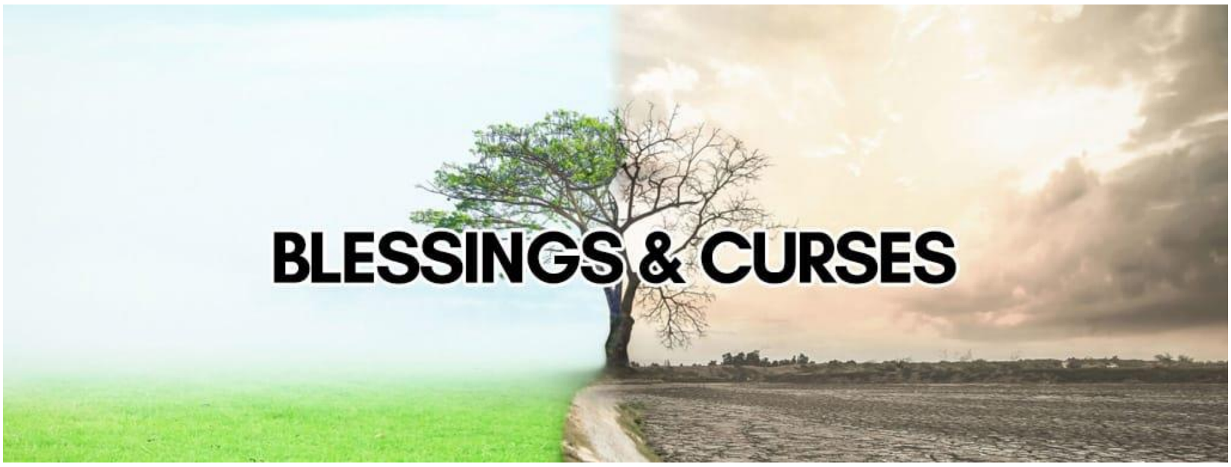
صَـٰدِقِينَ ۚ كُنتُم إِن هَـٰٓؤُلَآءِ بِأَسْمَآءِ أَنۢبِـُٔونِى ۚ فَقَالَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ كُلَّهَا ٱلْأَسْمَآءَ ءَادَمَ وَعَلَّمَ

(٣١)

"আর আল্লাহ আদমকে শিখালেন সমস্ত বস্তু সামগ্রির নাম (সুরা বাকারা ৩১)।" অর্থাৎ সৃষ্টির শুরতেই স্রষ্টা নিজেই মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে দিলেন। এবার সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ সেই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করল বিভিন্ন প্রযুক্তির। প্রযুক্তির এই ক্রমবর্ধমান উন্নতি সম্পর্কে নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের সামনে আজ প্রযুক্তির আকাশচুম্বি উন্নতি দিনের আলোর মতোই দৃশ্যমান। সভ্যতার ক্রমবিকাশে নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ খুব কমই ঘটেছে। মূলত আবিষ্কৃত প্রযুক্তির বিকাশই আমাদের বর্তমান উন্নতির সোপান।

বাংলাদেশেও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। গত দশ বছরের হিসাব যদি করা হয় তবে দেখা যাবে বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির দিকে বেশ এগিয়ে গিয়েছে। সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সি.আর.আই) এর গবেষণা অনুযায়ী গত দশ বছরে পুরো দেশজুড়ে

৫,২৮৬ টি ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করা হয়েছে যেখানে সাধারণ জনগণ খুব সহজেই ইন্টারনেটভিত্তিক কাজগুলো করতে পারছে। দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ এবং ৯৫ শতাংশ জায়গা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক থ্রিজি পেড়িয়ে ফোর-জি ছুঁয়েছে এবং সরকার একে আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা করছে। ২০০৬ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১.৬ মিলিয়ন যা ২০১৮ তে এসে ৮৬ মিলিয়নে পৌঁছেছে। আইসিটি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ফলে বেকারত্ব দূর হয়েছে এবং বেশ ভালো পরিমাণে অর্থ আমাদের অর্থনৈতিক খাতে যুক্ত হচ্ছে। প্রযুক্তির আশীর্বাদে আমাদের দেশ এগিয়ে গিয়েছে এ কথায় আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এই আশীর্বাদের সাথে সাথে প্রযুক্তি আমাদের জন্য অভিশাপও ডেকে নিয়ে এসেছে। ঠিক যেন অমৃতের সাথে উত্তলিত হওয়া হল বিষ।



প্রযুক্তির সহজলভ্যতার ফলে আমাদের সমাজে আজ সৃষ্টি হয়েছে অস্থিতিশীলতা এবং নিরপত্তাহীনতা। নৈতিক অধঃপতনে পতিত হয়েছে আমাদের যুবসমাজ। এমনকি ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুরা ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার ফলে ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং এর ফলে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে অনেকেই ভারাসাম্যহীনতার শিকাড় হচ্ছে এবং আত্মহত্যা, মাদক সেবন ইত্যাদি অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। “একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় বর্তমানে ইন্টারনেটের তথ্যভান্ডারের প্রায় ২৫ শতাংশই পর্নোগ্রাফি। প্রায় ২০ কোটি ওয়েবসাইটের মধ্যে পাঁচ কোটি ওয়েবসাইটই পর্নোগ্রাফির ওয়েবসাইট। শিশুদের নিয়ে তৈরি অশ্লীল ছবির ওয়েবসাইট রয়েছে ১ কোটি ৫০ লাখের বেশি। ১০ লাখের বেশি শিশুর ছবি রয়েছে এসব সাইটে। ১০ লাখের মতো অপরাধী এসব অবৈধ ব্যবসায় যুক্ত (প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সামাজিক

অবক্ষয়, আমাদের সময়, প্রকাশকাল: ২৯ মার্চ ২০১৭)।" এই শেষ নয়, ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা আমাদের যুবসমাজকে খুন, ছিনতাই, অপহরণসহ অন্যান্য অপরাধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

যুবসমাজের এ ধরনের অধঃপতনের পুরোটা দোষ আমি প্রযুক্তির উপর দিব না। একটি সুঁই দিয়ে আপনি যেমন কাপড় সেলাই করতে পারেন তেমনি অন্যের ক্ষতিও করতে পারেন। সুঁইয়ের এখানে কোনো দোষ নেই। তেমনি প্রযুক্তিও অনেকটাই আপনার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বতর্মানে আমাদের অভিভাবকগণ তাদের কিশোর-কিশোরীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে গিয়ে তাদের এতটাই স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে যে তারা আজ আত্মাহীন সভ্যতার উন্মুক্ত শিকার। তাদের মধ্যে ছোট-বেলা থেকেই নীতি নৈতিকতার অভাব থাকার ফলে তারা ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারছে না। তারা নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয় না কারণ তারা সেই শিক্ষা পায়নি। সেই শিক্ষা তারা পেতে পারতো ধর্ম থেকে কিন্তু বর্তমানের ধর্মহীন বস্তবাদী সভ্যতায় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তাদের কাছে পৌঁছায়নি। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে করতে আমরা এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছি যে আমরা নিজেরাই যে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি সেটা বুঝতে পারছি না। আমাদের মধ্যে সচেতনার অভাব বেশ প্রকট। এর ফলে আমাদের শিশু-কিশোরা কী করছে সেদিকে আমরা খেয়াল না করে তাদের প্রযুক্তির সাথে অবাধ মেলামেশাকে বেশ ভালোভাবেই মেনে নিয়েছি এবং ভাবছি তারা এ যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর ফলে তাদের আত্মা যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখছে কয়জন অভিভাবক? একটু ঘেটে দেখলেই পাওয়া যাবে আত্মহত্যার ঘটনা ১০ বছর আগে যা ঘটতো তার চেয়ে এই বিগত বছরগুলোতে বেশি ঘটেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, আত্মিক শূণ্যতা ও হতাশা।

বর্তমানের সভ্যতার আরেক নাম বস্তুবাদী সভ্যতা। বস্তুবাদী এই সভ্যতায় প্রতিটি বিষয়ই বস্তুগত এবং স্বার্থকেন্দ্রীক। এর ফলে আমাদের সমাজের মানুষগুলোই পাশ্চাত্যের অনুকরণে সেই একই বিষয় চর্চা করে আসছে। কিন্তু এই অন্ধচর্চা আমাদের বন্ধ করতে হবে। প্রযুক্তির অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। অভিভবাকগণের সচেতনতার পাশাপাশি সচেতন হতে হবে আমাদের কিশোর ও যুবসমাজকে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা যদি প্রকৃত শিক্ষা না দিতে পারি, যদি তাদের নৈতিকতা বৃদ্ধি করতে না পারি তবে আমাদের ভবিষ্যত হবে চরম দূর্গতিপূর্ণ। সচেতনার পরপরই আমাদের প্রয়োজন হবে সঠিক নৈতিক শিক্ষা যা খুব সহজেই ধর্ম থেকে পাওয়া যায়। প্রতিটি ধর্মই অন্যায় ও অশ্লীলতার

বিরুদ্ধে কথা বলে। আমাদের শিশু-কিশোরদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে। তাদের সামনে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য তুলে ধরতে হবে। তারা আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি। তাদের জীবনের একটি লক্ষ্য রয়েছে, উদ্দেশ্য রয়েছে। এই দেশ, এই জাতি তাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। তারা যদি আজ এই দেশ ও জাতির কল্যাণ করার জন্য নিজেদের তৈরি না করে প্রযুক্তি অপব্যবহার করে মাদক, অশ্লীলতা, অনৈতিক কর্মকা- ইত্যাদির দিকে পা বাড়ায় তবে এই জাতি অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

অতএব এখনই আমাদের এই ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। পাশ্চত্যের দাজ্জালীয় সভ্যতার অনুকরণ ত্যাগ করে একটি সঠিক আদর্শ ধারণ করা উচিত যার মাধ্যমে আমাদের যুবসমাজ তাদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তারা হয়ে উঠবে এক একজন, মানবতার কল্যাণে-দেশের কল্যাণে, নিবেদিত প্রাণ। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তির শিক্ষা তাদের সাথে সাথে বর্তমান জাতিকেও এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিবে যার কথা অনেকেই কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। তাই আসুন আমরা এই বিষয়ে সচেতন হই এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের অবদান রাখি।

তথ্যসূত্র:

https://www.hezbuttawheed.org/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%B6-2/

প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

বিশ্বের দ্রুত ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সাথে সাথে যারা প্রযুক্তির অ্যাক্সেস পেয়েছে, প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবও সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আবেদন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক কাজগুলি অর্জনের জন্য ব্যক্তিদের দ্বারা স্থাপন করা কৌশলগুলি প্রযুক্তিকে বোঝায়। এটি একটি সুইচ বা আরও জটিল সরঞ্জামের টুকরো হিসাবে সহজ হতে পারে। যাই হোক না কেন, প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করে তোলে কারণ এটি বিভিন্ন একাধিক উদ্দেশ্যে সহায়তা করে, সময় এবং শ্রম বাঁচায়।

যদিও প্রযুক্তির কিছু দিক অনেকাংশে উপকারী এবং ইতিবাচক হয়েছে, তবুও সত্যটি রয়ে গেছে যে প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব (যা প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং অপব্যবহারের ফলে জন্ম নিয়েছে) ভিত্তি লাভ করছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমানো উচিত।

প্রযুক্তির নয়টি নেতিবাচক প্রভাব

আমরা অনেকেই আমাদের উপর প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে এক বা অন্যভাবে অনুভব করি, নীচে আলোচনা করা হল আমাদের জীবনে এর প্রভাবগুলির কিছু তালিকা।

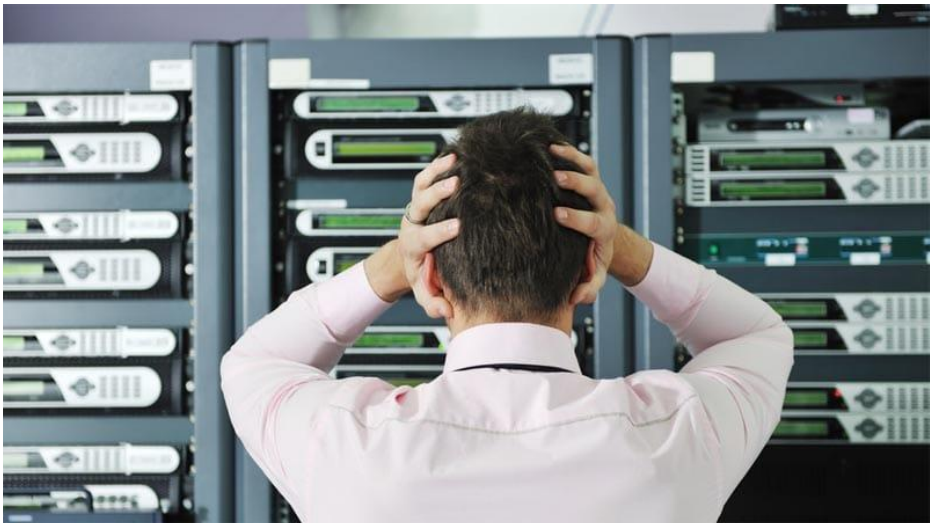
- ঘুম সমস্যা
- ডিজিটাল চোখের স্ট্রেন
- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা
- দরিদ্র অঙ্গবিন্যাস
- শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পেয়েছে

- মনোযোগের অভাব

- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

- অনুরতি

- হিংস্রতা



ঘুমের সমস্যা:

এই বর্তমান যুগে ঘুমের ব্যাধির একটি মৌলিক কারণ হল আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস (প্রযুক্তি)। কারণ ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, টেলিভিশন ইত্যাদি আমাদের ডিভাইস থেকে নির্গত আলো মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে এবং আলো নিভে যাওয়ার পরেও এটি সক্রিয় রাখে। এই আলো শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং ছন্দে ব্যাঘাত ঘটায় এবং ঘুমের ক্রিয়াকলাপ সীমিত করে এবং ঘুমিয়ে পড়া আরও কঠিন করে তোলে।

এছাড়াও, আরেকটি নেতিবাচক দিক হল যে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট সার্ফিং, কাজ, টেক্সট প্রাপ্তি, ই-বুক পড়া বা মুভি দেখার জন্য খুব দেরি করে থাকি। এমনকি যখন আমরা ডোজ বন্ধ করি, আমাদের চোখ খোলার পরে আমরা কার্যকলাপ চালিয়ে যাই। আমাদের ডিজিটাল গ্যাজেটগুলি চাপা দিয়ে একটি ভাল রাতের ঘুমকে অগ্রাধিকার দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।

এই ধরণের আচরণে নিযুক্ত হওয়া নিয়মিত আমাদের ঘুমের ধরণকে ব্যাহত করে এবং ধীরে ধীরে ঘুমের সমস্যা বা একটি ব্যাধির দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ হল আমাদের মস্তিষ্কের মেলাটোনিন (ঘুমের হরমোন) উত্পাদন পরিবর্তন করা হয়েছে। ঘুমের ব্যাধিগুলি স্মৃতিশক্তি হ্রাস, দুর্বল কাজ বা একাডেমিক কর্মক্ষমতার সাথেও যুক্ত হয়েছে এবং এটি ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ঘুমের ব্যাধির লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে অনুপযুক্ত সময়ে ঘুম, রাতে ঘুমাতে অসুবিধা, দিনের ক্লান্তি, বিরক্তি, উদ্বেগ ইত্যাদি।

ডিজিটাল চোখের স্ট্রেন:

অ্যাসথেনোপিয়া যা চোখের ক্লান্তি বা চোখের স্ট্রেন নামেও পরিচিত, সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র ব্যবহারের ফলে আমাদের চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ স্ক্রীন টাইমের কারণে যখন এই অবস্থা দেখা দেয় তখন একে ডিজিটাল আই স্ট্রেন বলা হয়।

একটি দুর্বল বজ্রপাতের অবস্থা, গ্যাজেটের দুর্বল অবস্থান এবং দীর্ঘ স্ক্রীন টাইমের মাধ্যমে উচ্চ আলোর কারণে চোখ স্ট্রেসেড হয়ে যেতে পারে। ফোন, ট্যাবলেট, টেলিভিশন, ল্যাপটপ

ইত্যাদির মতো স্ক্রীনের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে থাকলে মানুষ কম পলক ফেলতে থাকে। এর ফলে চোখ শুষ্ক ও চাপা পড়ে যায়।

এছাড়াও, যাদের চোখের দুর্বল অবস্থা রয়েছে তাদের গ্যাজেট ব্যবহার করার সময় আরও দ্রুত চোখের স্ট্রেনের সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। চোখের স্ট্রেনের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে আলোর সংবেদনশীলতা, আলোর সাথে সম্পর্কিত মাথাব্যথা, চোখ জ্বালাপোড়া, চোখ চুলকানো, জল, শুকনো চোখ ইত্যাদি।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা:

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি বিভিন্ন অবস্থা বা ব্যাধিকে বোঝায় যা একজন ব্যক্তির আচরণ, মেজাজ এবং/অথবা চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে রয়েছে হতাশা, উদ্বেগ, PTSD ইত্যাদি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিযোগিতা এবং তুলনার কারণে, ব্যবহারকারীরা নিজেদেরকে আরও ভাল আলোতে তুলে ধরার জন্য এবং তাদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়ানোর জন্য সামগ্রী পোস্ট করে যা তাদের সমবয়সীদের বৃত্তের মধ্যে থাকার অনুভূতি দেয়। এবং যখন প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না, তখন তাদের অবস্থা নিয়ে বিষণ্নতা এবং উদ্বেগ সামাজিক মাধ্যম উপস্থিতি সম্ভবত সেট করা হতে পারে.

এছাড়াও, সময়ের সাথে সাথে বিষন্নতা এবং উদ্বেগ বাড়াতে নেতিবাচক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া দেখানো হয়েছে যখন ইতিবাচক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বিষণ্নতা এবং উদ্বেগ কমাতে দেখানো হয়েছে। অনলাইনে আরও নেতিবাচক দুষ্টুমি এবং মিথস্ক্রিয়া রয়েছে এবং এটি অনেক লোককে বিষণ্নতা এবং উদ্বেগের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অনলাইন বৈধতা খোঁজার সময়, আমরা শারীরিকভাবে এবং আমাদের চারপাশে থাকা বন্ধুদের মূল্যবান নেটওয়ার্ক মিস করি যা দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা আমাদের উপর প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলির মধ্যে একটি। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে পেশীতে টান, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, কাঁপুনি, দুঃস্বপ্ন, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি।

দরিদ্র অঙ্গবিন্যাস:

দুর্বল ভঙ্গি এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে এলাকায় চাপ তৈরির ফলে মেরুদণ্ড ভুলভাবে শরীরে অবস্থান করে। প্রযুক্তি তার নিজস্ব অঙ্গবিন্যাসকে প্রভাবিত করে না তবে প্রযুক্তি প্রাপকদের দ্বারা কীভাবে ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তিদের দ্বারা ডিভাইস এবং গ্যাজেটগুলি যেভাবে এবং পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় তা তাদের দুর্বল ভঙ্গিতে নেতিবাচকভাবে অবদান রাখে, এবং সময় বাড়ার সাথে সাথে এটি শেষ পর্যন্ত এমন হতে পারে musculoskeletal সমস্যা.

এই গ্যাজেটগুলি ব্যবহার করার সময় সামনের দিকে কুঁকড়ে এবং নীচের দিকে তাকিয়ে মেরুদণ্ড এবং ঘাড়ে অপ্রয়োজনীয় পরিমাণে বোঝা চাপলে খারাপ ভঙ্গি এবং ব্যথা হতে পারে। দুর্বল ভঙ্গির লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে উপরের বা নীচের পিঠে ব্যথা, শরীরে ব্যথা, সামনের দিকে বা পিছনের দিকে ঝুঁকে থাকা মাথা, পিছনে কুঁকড়ে যাওয়া, ঝুঁকে পড়া, গোলাকার কাঁধ ইত্যাদি। দুর্বল ভঙ্গিও প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলির মধ্যে একটি।

শারীরিক কার্যকলাপ হ্রাস:

ডিজিটাল প্রযুক্তি এমন একটি শীর্ষস্থানীয় জিনিস হিসাবে স্থান পেয়েছে যা আরও বেশি লোককে এক জায়গায় আটকে রেখেছে এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করেছে। একজন ব্যক্তি যত বেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে তত বেশি তারা একটি আসীন জীবনধারা বিকাশ করে। শারীরিক কার্যকলাপ হ্রাস টাইপ 2 ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং বিপাকীয় সিন্ড্রোমের উচ্চ ঝুঁকির সাথে যুক্ত বলে বলা হয়।

প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ভিডিও গেম খেলা, টেলিভিশন দেখা, ইন্টারনেট সার্ফিং এবং সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহার গবেষকদের দ্বারা একজনের দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাতে দেখা গেছে যার ফলে শারীরিক কার্যকলাপ, শারীরিক সামাজিকতা এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া হ্রাস পায়। শারীরিক কার্যকলাপ যা সামগ্রিক শারীরিক শরীরের উন্নতির জন্য প্রয়োজন, রক্তচাপ, শরীরের ওজন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্যদের মধ্যে স্থিতিশীল করার জন্য শারীরিক কার্যকলাপ হ্রাস বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এটি প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলির মধ্যে একটি। শারীরিক কার্যকলাপ হ্রাসের সতর্কতা লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে তবে উচ্চ রক্তচাপ, পিঠে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, মেজাজের পরিবর্তন, অতিরিক্ত ওজন, প্রাক-ডায়াবেটিক, টেনশন, জয়েন্টে ব্যথা এবং/অথবা উচ্চ চিনির মাত্রা অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:

প্রযুক্তি তাদের একসাথে রাখা বা আনার চেয়ে অনেক বেশি পরিবারকে আলাদা করেছে। এর কারণ হল আমরা প্রযুক্তির উপর এতটাই নির্ভর করতে এসেছি যে কারো কারো জন্য মুখোমুখি যোগাযোগ এবং মানুষের যোগাযোগ প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তি যা মানুষকে একত্রিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল তার বিপরীত ফলাফল হয়েছে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন বয়সের গোষ্ঠীর জন্য একেবারেই আলাদা, তরুণ প্রজন্ম এটি বেশি অনুভব করে।

অনুরতি:

শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে এমন একটি নির্দিষ্ট উপায়ে আচরণ করা বা এমন পদার্থ ব্যবহার করা বন্ধ করতে অক্ষমতা হল আসক্তি। আসক্তি শুধুমাত্র পদার্থ ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বিস্তৃতভাবে রাসায়নিক আসক্তি এবং আচরণগত আসক্তি নামে দুটি প্রকারে বিভক্ত।

রাসায়নিক আসক্তি বলতে বোঝায় সেই ধরনের যেখানে একটি পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যখন আচরণগত আসক্তি বলতে বোঝায় প্যাটারড আচরণকে যার সামান্য বা কোন সুবিধা নেই যা একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রযুক্তির ব্যবহার তার ব্যবহারের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি এবং আসক্তির পাশাপাশি অন্যান্য আচরণগত আসক্তি যেমন ঘন্টার পর ঘন্টা ভিডিও গেম খেলা দেখা, ইন্টারনেট সার্ফিং এবং কাজ ত্যাগ করা, পর্নোগ্রাফি এবং পছন্দের প্রতি আসক্ত হওয়াকে ট্রিগার করেছে। এছাড়াও, এটা প্রমাণিত যে প্রযুক্তি মানুষের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মস্তিষ্কে নিউরোকেমিক্যাল অসামঞ্জস্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গবেষকরা আরও খুঁজে পেয়েছেন যে তাদের স্মার্টফোনে আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নেতিবাচক পরিবর্তনগুলি প্রদর্শিত হয়।

আসক্তির সাথে যুক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে খারাপ কাজ বা স্কুলের পারফরম্যান্স, অভ্যাস বা পদার্থ খাওয়া বন্ধ করতে অক্ষম, শরীর বা আচরণে শারীরিক পরিবর্তন, আঘাত করা বা আত্মরক্ষামূলক হওয়া।

হিংস্রতা:

সহিংসতা একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা যা প্রতি বছর এক বিলিয়নেরও বেশি লোককে তাদের জীবন হারায়। নিজের বা অন্যের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে শক্তি বা শারীরিক শক্তির ব্যবহার যা মৃত্যু বা আঘাতের সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যায় তা হিংসা। WHO সহিংসতাকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করে যেমন স্ব-নির্দেশিত সহিংসতা, আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতা এবং যৌথ সহিংসতা।

প্রক্রিয়া যেখানে একজন নিজের ক্ষতি করে তা স্ব-নির্দেশিত সহিংসতাকে বোঝায়। যদিও আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠী দ্বারা অন্য ব্যক্তির (গুলি) উপর যে

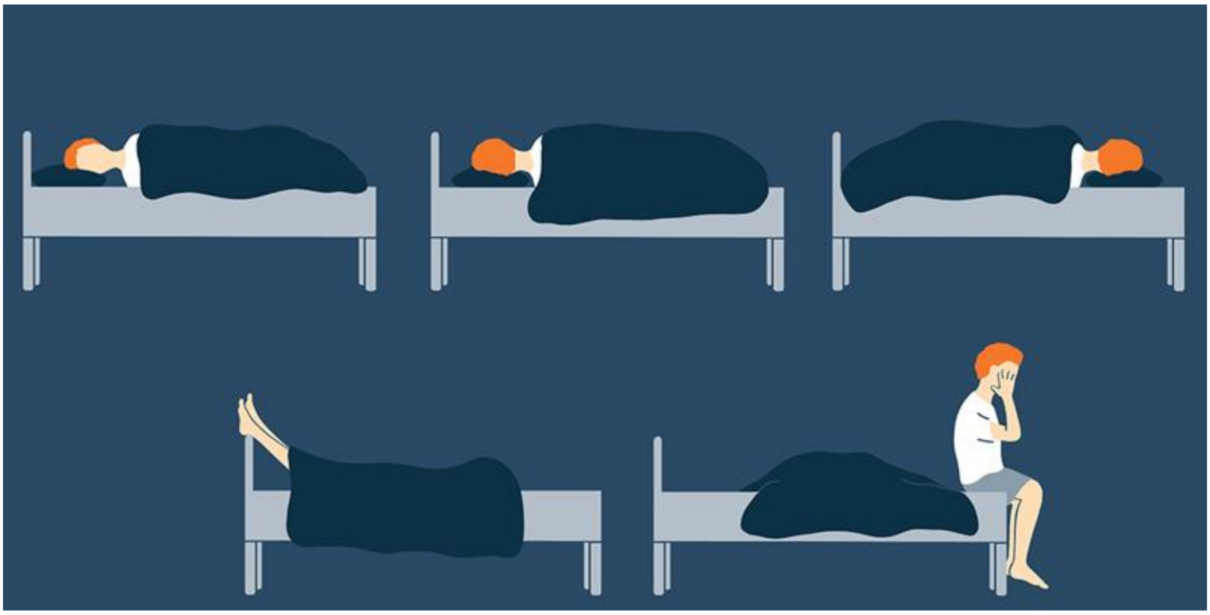
কোনো ধরনের ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত। সবশেষে, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা একদল ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের কাজটি সম্মিলিত সহিংসতাকে বোঝায়।

এই বিভাগগুলি আরও চারটি স্বতন্ত্র প্রকারে বিভক্ত হয় যথা শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং অবহেলা সহিংসতা।

প্রযুক্তি (সোশ্যাল মিডিয়া) ব্যবহার করে, সহিংসতা দ্রুত সূচিত হয়েছে এবং সম্প্রদায় এবং দেশগুলিতে মারাত্মক প্রতিবাদ ও আক্রমণকে উস্কে দিয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার দুষ্টু ব্যক্তিদের অন্য ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গুজব এবং অপবাদ প্রচার করার জন্য জায়গা দিয়েছে যার ফলে বন্য বিস্তার ঘৃণামূলক অপরাধ, ধর্মীয়, আন্তজাতিক এবং লিঙ্গ-সম্পর্কিত অপরাধ।

প্রযুক্তিকে এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে অনলাইন এবং অফলাইন সমন্বয় সহিংসতায় ভূমিকা রাখতে দেখা গেছে। সহিংসতা তাই প্রযুক্তির একটি প্রধান নেতিবাচক প্রভাব।

তথ্যসূত্র: https://stayinformedgroup.com/bn/negative-effects-of-technology/



প্রযুক্তির আসক্তিতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে তরুণ প্রজন্ম

প্রযুক্তির আশীর্বাদে সভ্যতা হয়ে উঠেছে উন্নত থেকে উন্নতর, যোগাযোগমাধ্যমে ঘটেছে এক অবিস্মরণীয় বিপ্লব। ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, আকাশ, ডিসলাইন, ভিডিও প্রভৃতির দরুন পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। তবে খুবই কম বাজেটে সব থেকে বেশি সুবিধা দিতে পারে মোবাইল ফোন, যার মূল্যটা সবার সাধ্যের মধ্যেই থাকে। মোবাইল এখন শুধু কথা বলার যন্ত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই বরং ইন্টারনেট ব্রাউজিং, চ্যাটিং, অডিও, ভিডিও, গেমিংসহ প্রায় সকল প্রকার সুবিধার কারণে তরুণ-তরুণীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ঝোঁকটা একটু বেশিই। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে এক প্রকার বাধ্য হয়েই অভিভাবকরা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছে এই মোবাইল নামক যন্ত্র, আর সন্তানরা এই ছোট্ট যন্ত্রের অপব্যবহারে ধ্বংস করে ফেলেছে নিজেদের নৈতিকতা এবং হয়ে উঠছে বেপরোয়া।



গবেষণায় দেখা গেছে বয়ঃসন্ধিকালে তরুণ-তরুণীরা প্রেম নামক প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছে, কেউ কেউ মোবাইলে কথা বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি সারা রাত পার করে দিচ্ছে, কেউ পড়াশোনা ফাঁকি দিয়ে চ্যাটিং করছে অথবা ক্লাসে শেষ বেঞ্চে বসে শিক্ষকের চোখ ফাঁকি দিয়ে মোবাইলের অপব্যবহার করছে।

তবে যুবসমাজ ধ্বংসের সব থেকে ভয়ঙ্কর ফাঁদ হলো পর্নোগ্রাফি। ১৪-২২ বছরের কিশোর-কিশোরী বা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশ জড়িয়ে পড়ছে এই মোবাইল পর্নোগ্রাফি বা ব্লু ফিল্মের আসক্তিতে। ইন্টারনেটের সুবাদে এবং বিভিন্ন অলিতে-গলিতে গড়ে ওঠা মোবাইল সার্ভিসের দোকান থেকে মেমোরিতে গান লোড করার নামে খুবই সহজে এবং অল্প টাকায় লোড করে নিচ্ছে এসব অশ্লীল ভিডিও। আর এসব নগ্ন ভিডিও একসঙ্গে দল বেঁধে দেখছে তরুণরা এবং ব্লুটুথ মাধ্যমে একে অপরকে শেয়ার করছে ত্রাণসামগ্রীর মতো, যা একপর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের প্রতিটি কোনায় কোনায়।

তবে এটি শুধু ছেলেদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকছে তা নয় বরং মেয়েদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে পড়ছে এই আসক্তিতে। ২০১৭ সালে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' নামক এক সংস্থার জরিপে দেখা গেছে অষ্টম-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়াদের মধ্যে ৭৭ ভাগ শিক্ষার্থী পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত, তারা পর্নোগ্রাফি ছবি, অডিও, ভিডিও এবং টেক্সট আকারে ব্যবহার করে। অন্য একটা জরিপের ফলোআপে দেখা যায়, নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখেন ৯০ ভাগ। এসব কাজ করতে গিয়ে যেমন কথা বলা, মেমোরি লোড দেওয়া, অথবা ডাটা প্যাক কেনার টাকা জোগাতে তরুণ প্রজন্ম পা বাড়াচ্ছে অবৈধপথে। ফলে খুব অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে যৌন চাহিদা এবং বাড়ছে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইল, অপহরণসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ। বর্তমান সময়ে আরেকটি অভিশাপ তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যার নাম অনলাইন গেমিং ও টিকটক আসক্তি। এই আসক্তি যুবসমাজকে এমন ভাবে টানছে, যেন তাদের খাদ্য না দিলেও থাকতে পারবে কিন্তু মোবাইল আর ইন্টারনেট ছাড়া বাঁচতেই পারবে না। অভিভাবকদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রের কমনসেন্স মিডিয়া নামক সংস্থা অধিক কিশোর-কিশোরীর ওপর গবেষণা করে দেখেন প্রায়ই ৫৯ ভাগ কিশোর-কিশোরী ইন্টারনেটে আসক্ত। নেটে আসক্তির শিকার ২২ বছর বয়সি অষবী বলেন- এটি মাদকাসক্তির মতো স্পষ্ট নয় কিন্তু তার থেকেও ভয়ঙ্কর।

এ ছাড়াও বিশেষ করে ইন্টারনেট ও গেমিংয়ে আসক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও যুব সম্প্রদায়, পাবজি-ফ্রি ফায়ার, ফেসবুক, ইন্টারনেট, মেসেঞ্জার, টিকটকেই এখন তাদের ব্যস্ত সময় কাটে। বিভিন্ন দোকান, মোড়ে ও শহরের অলি-গলিতে ব্রডব্যান্ড লাইন, ফ্রি ওয়াই-ফাই, বিভিন্ন

ইন্টারনেট প্যাকেজ কিনে নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়। অভিভাবক, এলাকার মুরুব্বি, শিক্ষক, বড় ভাই কারও কথায় তারা কর্ণপাত করে না। সেই সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাদের এ ব্যস্ততা। দুপুরে কোনোরকম গোসল করে, কেউ খেয়ে আবার কেউ না খেয়েই বসে পড়ে গেম আসরে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অনলাইন গেম, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার বা ভিডিও গেমের ক্ষতিকর ব্যবহারকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর আগে ২০১৩ সালে (ডিএসএম-৫) বিষয়টিকে 'ইন্টারনেট গেমিং ডিজঅর্ডার' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

বিশ্বজুড়ে প্রকাশিত ১৬টি গবেষণায় দেখা গেছে তরুণ প্রজন্মের ৪.৬ শতাংশ গেমিং এ আসক্ত, যার মধ্যে ৬.৮ শতাংশ কিশোর এবং ১.৩ শতাংশ কিশোরী। (জে ওয়াই ফ্যাম ২০১৮)

অন্যদিকে ভাইরাল হওয়ার প্রবণতায় ঝুঁকে পড়ছে তরুণ সমাজ। রাতারাতি জনপ্রিয় হতে টিকটক, লাইকি বেছে নিচ্ছে অনেকেই। টিকটককে কেন্দ্র করে সংসার ভাঙছে, আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে অহরহ, এমনকি ঘটেছে হত্যাকাণ্ডও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই টিকটক ভিডিও এক ধরনের নেশা। এই নেশা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদকের চেয়ে ভয়াবহ। ভার্চুয়াল এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে অনেকেই নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে বিপথে যাচ্ছে তরুণ-তরুণীদের সিংহভাগ। তাদের কেউ কেউ বিশেষ মুহূর্ত ধারণ করে আপলোড করছে না বুঝেই, ফলে ছড়িয়ে পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব।

তরুণ বয়সে যেখানে আত্মবিশ্বাস, সুচিন্তা, নৈতিকতা, পরিশীল ও গবেষণামূলক মনমানসিকতা গড়ে তোলা দরকার, সেখানে এসব পর্নোগ্রাফি, ইন্টারনেট, গেমিং, টিকটক আসক্তির মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে যুবসমাজ, পড়াশোনা ও সুন্দর ক্যারিয়ার থেকে বিচ্যুত হয়ে জড়িয়ে পড়ছে মাদকসেবীদের দলে, বিকৃত রুচির চর্চা, সামাজিক লাজলজ্জা পরিহার করে তরুণ-তরুণীরা অবাধ মেলামেশার উগ্র আধুনিকতায় মিশে দূষিত করে তুলেছে এই সুশীল সমাজটাকে। অতিরঞ্জিত আধুনিকতা ও কু-সংস্কৃতির চক্রে পড়ে রাত-বিরাতে জনসম্মুখ কিংবা নাইটক্লাবে তারা অবাধে মেলামেশাটাকে বৈধ মনে করছে। মোবাইল,

ল্যাপটপ, ট্যাব, ইন্টারনেট আসক্তির মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে, যার প্রভাবে তরুণ প্রজন্ম অনিদ্রা, অপুষ্টি, খর্বদেহ, মেধাশূন্যতাসহ নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের মেধা বিকাশ ও চিন্তার পরিধি সঙ্কোচিত হয়ে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রুচিশীল চিন্তার বিপরীতে জৈবিক চাহিদাগত চিন্তার মাত্রা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বেশি। চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে এসব আসক্তির কারণে তরুণরা শারীরিক ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, একপর্যায়ে অতি আক্রমণাত্মক, বদমেজাজি ও খিটখিটে করে তোলে। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষকদের সঙ্গে তৈরি হয় দূরত্ব, হতাশায় ডুবে গিয়ে মেধাশূন্য হয়ে পড়ে, তারুণ্যসম্পদ একপর্যায়ে হয়ে ওঠে হুমকি স্বরূপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ও সমাজ অপরাধ গবেষক তৌহিদুল হক বলেন, এই ডিজিটাল আসক্তির কারণে আগামী দিনে দেশ নেতৃত্ব শূন্যতায় ভুগতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নেতিবাচক প্রভাবগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এসব আসক্তি থেকে দূরে থাকার জন্য পরিবারের সচেতনতা তৈরি করতে হবে, তথ্যপ্রযুক্তি ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে, এবং আধুনিকতার নামে প্রযুক্তির অপব্যবহার না করে, ধর্মীয় দিক গুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়াতে পারলেই মিলবে মুক্তির মঞ্জিল।

প্রতিটি ধর্মের মানুষই একটি নিজস্ব প্রথা ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। সব ধর্মের সদাচারের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেট এসব প্রথা কিংবা সংস্কৃতিকে উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা ইহকালের পাশাপাশি পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করেন। আধ্যাত্মিকতা তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, প্রতিটি কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে, সেই জবাবাদিহিপূর্ণ মনোভাব থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো ধর্মকে হেয় করা, কারও ব্যক্তিত্বে আঘাত করা, গুজব ছড়ানো, মিথ্যা প্রচার করা, অপসংস্কৃতির চর্চা, অনৈতিক সম্পর্ক গড়া, কোনো অন্যায় কাজ করা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ। এসব কাজ নানা ধরনের অস্থিরতার জন্ম দেয়। যা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়, এমন অনৈতিক কাজ থেকে নিজে বিরত থাকার পাশাপাশি অন্যকেও বিরত রাখতে হবে। ইন্টারনেট জগতে বিচরণের ক্ষেত্রে সবাইকে আরও সতর্ক হতে হবে।

তথ্যসূত্র: https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=156041

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। এর অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এটার অপব্যবহারের কথা বলে এটাকে পরিত্যাগ করারও কোন উপায় নেই। বরং আমাদেরকে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বস্তুততঃ প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।



সব নবী-রাসূলই তাদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রচার-প্রসার করেছেন। উম্মতকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মূসা (আঃ)-এর সময় জাদুর প্রভাব ছিল অধিক। মূসা (আঃ) সে যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা ব্যবহার করে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে অসংখ্য জাদুকর আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। ঈসা (আঃ)-এর সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল বেশী। তিনি তাই আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে দেখানোর মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করেছেন । وَ اِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ الطِّیۡنِ کَهَیۡـَٔۃِ الطَّیۡرِ بِاِذۡنِیۡ فَتَنۡفُخُ فِیۡهَا فَتَکُوۡنُ طَیۡرًۢا بِاِذۡنِیۡ وَ تُبۡرِیُٔ الۡاَکۡمَهَ وَ الۡاَبۡرَصَ بِاِذۡنِیۡ ۚ وَ اِذۡ تُخۡرِجُ الۡمَوۡتٰی بِاِذۡنِیۡ অর্থ: আর যখন আমার

আদেশে কাদামাটি থেকে পাখির আকৃতির মত গঠন করতে এবং তাতে ফুঁক দিতে, ফলে আমার আদেশে তা পাখি হয়ে যেত। আর তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে এবং যখন আমার আদেশে তুমি মৃতকে জীবিত বের করতে। (মায়েদাহ ৫/১১০)।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ ধরণীতে এসে মুশরিক, ইহুদী সহ সবাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দানে তিনি তৎকালীন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। ছাফা পাহাড়ে উঠে তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। সে যুগে সাহিত্যের প্রভাব ছিল বেশী। তিনি উচ্চাঙ্গের আরবী সাহিত্যের ব্যবহার করেও মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

একটি দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রধান চালিকাশক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কারে ও ব্যবহারে অগ্রসরতা। যে জাতি যত বেশী উন্নত সে জাতি তত বেশী শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী। ইসলাম প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি শিক্ষালাভ করা যেতে পারে। কিন্তু স্বনির্ভর হওয়ার শক্তি পঙ্গু করে পরজাতির মুখাপেক্ষী থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নয়নের একমাত্র সোপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আবশ্যক।

তথ্যসূত্র: http://imam.gov.bd/singlepost/5031

প্রযুক্তির অপব্যবহার

মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাপনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। তবে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ইসলাম চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সঠিক ব্যবহার ও এর সুফল আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এর কবল থেকে পরিত্রাণের আশাও অকল্পনীয় বৈ কি। প্রযুক্তির এই নে 'মতগুলো আজ আযাবে পরিণত হচ্ছে।

এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।-

মোবাইল:

প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হ'ল মোবাইল যা মানুষের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্বকে জয় করেছে। কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এখন কথা বলার চেয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্নতাকে উসকে দেয়া, ব্লাকমেইলিং, অশ্লীল কার্যকলাপ যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যে স্মার্ট ফোন ব্যক্তিকে স্মার্ট করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারত, তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম উপকরণ।

মোবাইল সিম কোম্পানীগুলোর লোভনীয় অফার ও এসবের অপব্যবহার তরুণ সমাজকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভুলেই যাচ্ছে পরকালে এসব কথা ও কাজের হিসাব হবে এবং এসবের রেকর্ড থাকবে। আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ– 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' (ক্বাফ ৫০/১৮) ।



আধুনিককালে পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। তারবিহীন এ ফোন এখন মানুষের হাতে হাতে। পারস্পরিক যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাকাটা, পড়ালেখাসহ বিভিন্ন তথ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। কম্পিউটারের মত মোবাইল এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর কল্যাণে ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে মানুষের চাল-চলন, আচার-আচরণ, বুদ্ধি ও মননে। মোবাইল আমাদের জীবন চলার পথ সাবলীল করেছে। জীবনে এনে দিয়েছে এক গতিময়তা। বিশ্বায়নের এ যুগে মোবাইলের কল্যাণে দুনিয়া মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। অত্যাধুনিক নানা প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে বাযারে আসছে নিত্য-নতুন মোবাইল। ইন্টারনেটও যুক্ত হয়েছে এ মোবাইলে। তাই এ মোবাইল ফোনেই মানুষের জন্য ইমেইল, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করা সহজসাধ্য হয়েছে। নানা প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছে। কম্পিউটার, টিভি, রেডিও, ভিসিডি, ক্যামেরা, টর্চ লাইট সব কিছুর কাজই করছে মোবাইল। তাই মোবাইল এক উপকারী যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/8331

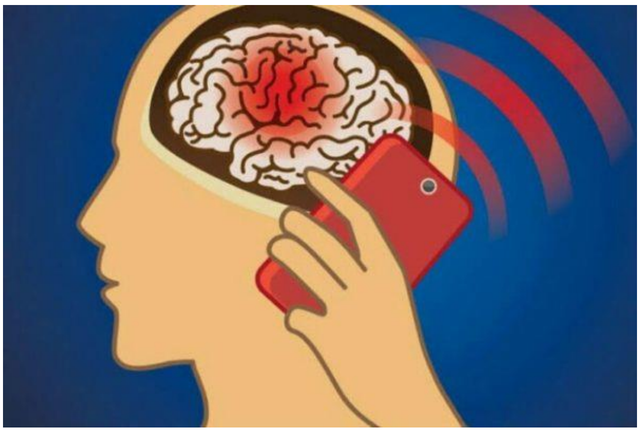
মোবাইল ফোনের অপব্যবহার

বর্তমানে মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে এই মোবাইল।

এই স্মার্টফোনগুলো (smartphone) হল এমন যন্ত্র যা শুধুমাত্র যোগাযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই একটা মাত্র ডিভাইসেই আমরা পাচ্ছি নানান ধরণের ফাঙ্কশন। যেমন– ক্যাল্‌কুলেটর, রেডিও, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রবেশাধিকার, অনলাইন ব্যাঙ্কিং, ওয়েবসিরিজ, সিনেমা দেখার ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে নানান ধরণের অনলাইন শপিং অ্যাপ ও আরও কত কিছু। প্রতিটি ফাঙ্কশনের উপলব্ধতা আমাদের জীবনকে অনেকটাই সহজতর ও দ্রুততর করে তুলেছে। ইন্টারনেট-নির্ভর মোবাইল পরিষেবা আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের অ্যাক্সেস দেয়। এর ফলে, মোবাইল ফোনের ব্যবহার আমাদের জীবনে যথেষ্ট সার্থকতা নিয়ে আসে আর জীবনের অনেক অমূল্য সময় বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু, যেকোনো জিনিসের যেমন ভালো ও খারাপ দিক আছে – তেমনই, আমাদের সমাজেও মোবাইলের ভালো ব্যবহারের, পাশাপাশি বিভিন্ন অপব্যবহারও হচ্ছে।

১. মোবাইল ব্যবহারে চরম আসক্তি:

কোনো জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার কিন্তু তার অপব্যবহারকেই দর্শায়। আর, মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার আপনাকে আসক্ত করে তুলতে পারে, যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ। এর ক্রমাগত ব্যবহার আপনাকে উদ্বেগ, একাকীত্ব ও আত্মসম্মানহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। মোবাইলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে এর থেকে দূরে থাকলে হলে, আপনার মনে হতাশা, রাগ, বিরক্তি, ও অধৈর্যভাব তৈরী হতে পারে। দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত স্মার্টফোনের ব্যবহার আপনার ঘুমও কেড়ে নিতে পারে। যার ফলে, আপনার স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে, পরিষ্কারভাবে চিন্তার ক্ষমতাও কমে যেতে পারে। এমনকি, আপনার জ্ঞানীয় ও শেখার দক্ষতাও কমতে পারে। আর, মনোবিজ্ঞানীদের মতে, স্মার্টফোন আসক্তি হল একটা ব্যাধি।



যা মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মানুষের মধ্যে তৈরী হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সারাদিনে ২ ঘন্টার বেশি সময় মোবাইলের পিছনে খরচ করা অনুচিত। তবে, শিশু, টিনএজার ও যুবক-যুবতীরাই এই মোবাইল আসক্তির প্রধান শিকার হয়।

২. সাইবার ক্রাইম:

আমরা কম-বেশি সবাইই, এই সাইবার ক্রাইম কথাটির সাথে পরিচিত। আসলে, এটি হল এক ধরণের অপরাধমূলক কাজকর্ম; যেখানে অপরাধীরা কম্পিউটার বা ডিভাইসের নেটওয়ার্কের অপব্যবহার করে অন্য ব্যক্তির ডিভাইসে থাকা তথ্য অবৈধভাবে চুরি, জালিয়াতি, অধিকার গ্রহণের চেষ্টা ও নানান অপরাধ সংঘটিত করে। এই ধরনের অপরাধ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করেই হয় বলে, প্রাথমিকভাবে অনলাইনেই গুলো ঘটে। অনেক দুঃশ্চরিত্র মানুষ সারা দুনিয়াতেই ছড়িয়ে রয়েছে, যারা টেকনোলজি ও মোবাইল প্রযুক্তির অপব্যবহার করে নানানভাবে অন্য মানুষের ক্ষতি করে। তারা নিরাপরাধ মানুষদের টাকা চুরি করে, সমম্মানহানির চেষ্টা করে, হুমকি দিয়ে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এমনকি, এরা মানুষের ব্যাঙ্কের বিবরণ ও ক্রেডিট কার্ড নম্বরের মতো ব্যক্তিগত তথ্য বের করার জন্যে বিভিন্ন স্বনামধন্য কোম্পানীর নাম নিয়ে, ফোন করে তাদের প্রতারণাও করে থাকে।



৩. অশ্লীল, অমানবিক বিষয়বস্তুতে স্বাধীন প্রবেশাধিকার:

অশ্লীল বস্তু দেখাকে যতই অবৈধ বলে ঘোষণা করা হোক, চোরা-পথে ইন্টারনেট ও মোবাইল অপব্যবহার করে বহু মানুষই বিষেশ করে যুবক সমাজ ব্যাপকভাবে এই ধরণের অশ্লীল বস্তু দেখে থাকে। ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস সকলের কাছেই প্রায় মুক্ত হওয়ায়, এখানে এইসব বিষয়বস্তু দেখার জন্যে কোনো সীমাবদ্ধতাও থাকে না। তাই, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু থেকে শুরু করে যেকোনো ব্যক্তিরাই এই অশ্লীল কনটেন্ট দেখার ফলে, তাদের মনের উপর কুপ্রভাব পড়তেই পারে। যার থেকে জন্ম নিতে পারে নানান ধরণের মানসিক বিকার। এর ফলে, সমাজ ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে পারে। এছাড়াও, বর্তমানে নানান ধরণের ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও বিভিন্ন অশ্লীল দৃশ্য দেখানো হয়, যা অপ্রাপ্তমনস্কদের মানসিক ক্ষতি করতে পারে।

৪. অনলাইন গেমিং ও গ্যাম্বলিং-এর নেশার আবদ্ধ হওয়া:

অনলাইন গেমে হেরে গিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা তো আমরা আগেই শুনেছি। বিশেষ করে, ব্লু ওহেল কিংবা মোমো অনলাইন গেমের কথা মনে আছে তো? তাই, মোবাইলের অপব্যবহারের আরেকটি দিক হল অনলাইন গেমিং ও গ্যাম্বলিং-এর নেশা। ভিডিও গেম, যথা- রিয়েল-মানি গেমিং, টোকেন বাজি ধরা, সোশ্যাল ক্যাসিনোয় খরচ করা, কিংবা অনলাইন জুয়া হল মোবাইল গেমিং আসক্তির নিকৃষ্টতম উদাহরণ। সমীক্ষা বলছে যে, ভিডিও গেম থেকে আমরা সাইবার বুলিং, গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ, কনসোল, কম্পিউটার ও ডিভাইসের থেকে



ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, ওয়েবক্যাম থেকে অবৈধ নজরদারি, অনলাইন অপরাধের শিকার থেকে শুরু করে ম্যালওয়্যার ও নানান ক্ষতিকারণ ইন্টারনেট ভাইরাসের সম্মুখীনও হতে পারি। যেটা পুরোপুরিভাবেই মোবাইলের অপব্যবহারের মধ্যেই পড়ে।

৫. হিংসাত্মক চিন্তা-ভাবনার মাত্রাতিরিক্ত প্রচার:

নানান সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার করে জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে হিংসাত্মক সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠী সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রাখে। কারণ, মোবাইলের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার সাংগঠনিক যোগাযোগের খরচ কমায়, যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও কার্যকর উপায় প্রদান করে আর সংগঠিতভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে মানুষকে নানাভাবে অনুপ্রেরিত করে। যে গোষ্ঠীগুলো আগে থেকেই সহিংসতা প্রসারে সক্ষম, তাদেকে মোবাইল ফোনগুলো কম খরচে, আরও বেশি করে হিংসাত্মক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা সোশ্যাল মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করে এরকম বিদ্বেষমূলক চিন্তাভাবনার প্রচার করে থাকে।

৬. অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া:

মোবাইলের অপব্যবহার মানুষকে বিভিন্ন ভয়ানক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে তাদের নিজের অজান্তেই ঠেলে দেয়; যথা – দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার, ডেটা হ্যাকিং ও আরও গুরুতর সামাজিক অপরাধ। কিংবা, সাধারণভাবে দেখতে গেলে, পরীক্ষায় মোবাইলের সাহায্যে চিট করা কিংবা অতিরিক্ত চ্যাটিং করে সময়ের অপচয় করা; সেই হিসাবে অপরাধী কার্যকলাপের মধ্যে না পড়লেও, নৈতিকতার দিক থেকে এগুলো কিন্তু অবশ্যই এক ধরণের অপরাধ।



৭. ডার্ক ওয়েবের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা:

ডার্ক ওয়েব হল ইন্টারনেটের একটি এনক্রিপ্ট করা অংশ। যেটা আমরা সাধারণ সার্চ ইঞ্জিন থেকে ব্যবহার করতে পারি না। কারণ, এটি অ্যাক্সেস করার জন্য নির্দিষ্ট কনফিগারেশন বা অনুমোদন লাগে। এই ওয়েব আসলে বিপজ্জনক না, বরং এই নেটে থাকা মানুষজন অনেকক্ষেত্রেই গুরুতর অপরাধের সাথে লিপ্ত থাকে। ডার্ক ওয়েবের বিপদ তখনই আসে, যখন আপনি এটিকে অ্যাক্সেস করার সময় সতর্ক না থাকেন। এখানে আপনি সহজেই হ্যাকারের শিকার হতে পারেন কিংবা নিজের অজান্তেই ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে দিতে পারেন। ফলে, আপনার মোবাইলকে অপব্যবহার করেই আপনি এই ধরণের অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন। এখান থেকে মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে। কারণ, এখানে যে ধরণের অবৈধ কার্যকলাপ হয়, তা আপনার মনে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। মূলত, নানান ধরণের অপরাধের প্রধান আড্ডাখানা হল এই ডার্ক ওয়েব।



তথ্যসূত্র: https://banglatech.info/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0/#:~:text=%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%20%E0%A6%AD%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95,%E0%A6%93%20%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93%20%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A5%A4

ফাঁদ পেতে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র

প্রতিদিনই মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারকারী অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। প্রতারকরা এমনভাবে ফাঁদ পাতে যে, গ্রাহক কিছু বুঝে ওঠার আগেই অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়। অনেক সময় 'এসএমএস' দিয়ে ব্যালান্স যোগ হওয়াসহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে সরাসরি টাকা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'হেল্পলাইন' থেকে ফোন করে অ্যাকাউন্ট হালনাগাদ, নতুন অফার চালুসহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহককে দিয়ে কয়েকটি 'বাটন' চাপিয়ে কৌশলে টাকা স্থানান্তর করে নেওয়া হচ্ছে অন্য অ্যাকাউন্টে। পরে সেই অ্যাকাউন্ট আর খোলা পাওয়া যাচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল অপারেটরদের চাকরিচ্যুত কর্মীদের কেউ কেউ এই প্রতারণার সঙ্গে জড়িত।



সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদির সমকালকে বলেন, অ্যাকাউন্ট হালনাগাদ বা অন্য কোনো কারণে বিকাশের পক্ষ থেকে কাউকে ফোন করা হয় না। এ বিষয়ে জনসচেতনতার লক্ষ্যে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো সন্দেহজনক লেনদেন হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করে বিকাশ। অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো হয়। অনেকের অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা লেনদেন আটকে দেওয়া হচ্ছে। তবে এসবের পাশাপাশি অপরাধীদের

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা গেলে এ ধরনের প্রতারণা কমানো সম্ভব। এ জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিতদের সেবার আওতায় আনতে মোবাইল ব্যাংকিং চালুর অনুমতি দেওয়া হয়। দ্রুততম সময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর সুযোগের ফলে অল্প সময়ে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এই ভালো উদ্যোগের অপব্যবহার করে একটি চক্র নানা উপায়ে প্রতারণা করছে। প্রতারণা বন্ধে একই ব্যাংকে একাধিক অ্যাকাউন্ট না খোলা, লেনদেন সীমা কমানোসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়ছে।

প্রতারণার নানা পদ্ধতি

সাধারণত চারটি পদ্ধতিতে প্রতারণা হচ্ছে। কিবোর্ড বা সার্ভিস পরিবর্তনের নামেই গ্রাহকরা বেশি প্রতারিত হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতারক মোবাইল ফোনে নিজেদের মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের কল সেন্টারের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, কল সেন্টারের নামে ফোন দিয়ে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট হালনাগাদ করার জন্য নানা তথ্য চাওয়া হয়। উন্নত সেবা পেতে সার্ভিস পরিবর্তনের জন্য অফার করা হয়। প্রতারক মোবাইল ফোনের কিবোর্ড বা বাটনে বিভিন্ন অক্ষর বা সংখ্যা চাপতে বলে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন তথ্য দিতে বলা হয়। কয়েকটি সংখ্যা দেওয়ার এক পর্যায়ে ভেরিফিকেশনের নামে একটি মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে তা ডায়াল বা মেসেজ অপশনে গিয়ে 'ওকে' বাটন চাপতে বলে। এভাবে প্রতারকের দেওয়া নম্বরটিতে অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা স্থানান্তর হয়ে যায়।



মোবাইল নম্বর স্পুফিং কল বা মেসেজ পদ্ধতিতে ভুয়া 'বিকাশ' থেকে অ্যাকাউন্টে টাকা যোগ হওয়ার মেসেজ পাঠানো হয়। অ্যাকাউন্টে টাকা যোগ না হলেও ওই মেসেজটি মোবাইল মনিটরে ভেসে থাকে; যাতে মনে হবে কেউ অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রতারক চক্র স্পুফিং মেসেজ পাঠিয়ে টার্গেট করা গ্রাহকের মোবাইল নম্বরে ফোন দিয়ে বলবে- 'ভুলে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে এসেছে'। ওই টাকা ফেরত পাঠাতে একটি নম্বর দিয়ে নানা অনুরোধ জানাবে। নিজের অ্যাকাউন্টে আদৌ টাকা যোগ হয়েছে কি-না তা যাচাই না করে টাকা ফেরত পাঠালেই বিপদ ।

লটারি বা অফার জেতার নামে প্রতারণা হচ্ছে। একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে বলা হবে, ওই নম্বরে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠালে এক মিনিটের মধ্যেই ফিরতি মেসেজে লটারির বড় অঙ্কের টাকা আসেব। মূলত এভাবে টাকা পাঠানোর পর ওই নম্বর আর চালু পাওয়া যাবে না। 'জি্বনের বাদশা' পদ্ধতির প্রতারণাটা পুরনো। এ পদ্ধতিতে নিজেকে জি্বনের বাদশা পরিচয় দিয়ে সাধারণত ভোররাত বা গভীর রাতে ফোন দেওয়া হয়। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে নিজেকে জি্বনের বাদশা পরিচয় দিয়ে নানা ধর্মীয় কথাবার্তা বলা হয়। এক পর্যায়ে সন্তান বা নিজের মৃত্যু ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি করা হয়।

প্রতারকরা তথ্য নেয় যেভাবে : ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি ও স্যোসাল ক্রাইম বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, তারা বেশ কিছু অভিযোগ তদন্ত করে দেখেছেন, বিকাশ বা অন্য কোনো মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের অসাধু কর্মীরা প্রতারকদের হাতে গ্রাহকের গোপন তথ্য তুলে দেয়। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরি গেছে এমন কর্মীরাও এসব তথ্য ফাঁস করে। পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টরাও প্রতারকদের তথ্য দিচ্ছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার মাসুদুর রহমান সমকালকে বলেন, পাড়া-মহল্লার অলিগলিতে মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টের দোকানের সামনেই অবস্থান করে প্রতারক চক্রের সদস্যরা। কোনো ব্যক্তি বিকাশে টাকা পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ, প্রেরক ও প্রাপকের মোবাইল নম্বর টুকে নিয়ে দ্রুত চক্রের অন্য সদস্যের কাছে পাঠিয়ে দেয় তারা। এর কিছুক্ষণ পরই প্রতারক প্রাপককে ফোন দিয়ে টাকার অঙ্ক, সময় এবং প্রেরিত ফোন নম্বরটি উল্লেখ করে জানায়, টাকাটা মূলত তার কাছে ভুলে চলে গেছে। তা দ্রুত ফেরত দিতে অনুরোধ করা হয়।

যে কারণে ঠেকানো যাচ্ছে না প্রতারণা : সাইবার ক্রাইম ইউনিটের এক পরিদর্শক বলেন, একজন ব্যক্তি যে জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খুলছেন_ সেটা আদৌ ওই গ্রাহকের কি-না তা মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো যাচাই করে না বা তাদের সে সুযোগ নেই। চিহ্নিত করার পর কোনো প্রতারকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হলেও সেই প্রতারক একই জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নম্বর দিয়ে সহজেই নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছে। এতে মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণাটা কমানো যাচ্ছে না। ওই কর্মকর্তা বলেন, অভিযুক্ত মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র ও সিম রেজিস্ট্রেশনের তথ্য যাচাই করে দেখা গেছে_ যার মোবাইল নম্বরটি দিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে ওই ব্যক্তি এর কিছুই জানে না। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি জনপ্রিয় হলেও এ ক্ষেত্রে অনিয়ম ও প্রতারণা ঠেকাতে বিশেষ কোনো আইন নেই। তাই কোনো প্রতারককে গ্রেফতার করে প্রচলিত আইনে প্রতারণা মামলা দেওয়া হয়। এতে তারা সহজেই জামিনে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র: https://samakal.com/todays-print-edition/tp-first-page/article/1702270159

বিকাশ প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায়

বিকাশ প্রতারণা ও বিকাশ কি?

bKash(বিকাশ) হচ্ছে মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সহজে দ্রুত টাকা পাঠানো এবং উঠানোর অন্যতম পদ্ধতি।ডিজিটাল ক্যাশ মিডিয়া হিসেবে বাংলাদেশে বিকাশ অত্যন্ত জনপ্রিয়।আমরা জানি অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাক্তির আর্থিক লেনদেন বিকাশের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।যতই এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, প্রায় অনেককেই বিভিন্ন ধরণের প্রতারণা এবং ধোকাবাজির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।আপনাদের মোবাইল ফোনে ফোন করে বিকাশ প্রতারকগণ যে ভাবে প্রশ্ন করে প্রদারতা করে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলোঃ-



বিকাশ প্রতারক চক্রঃ-

আপনি লটারি জিতে গেছেন, পাসওয়ার্ড দরকার।আপনার একাউন্টে ভুল করে টাকা চলে গেছে, টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিন।আমি জীনের বাদশা, আমার বিকাশ একাউন্টে ১০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দে তুই শোনার কলস পাবি।এজেন্ট আপনার একাউন্টের পাসওয়ার্ড চাইলো আর আপনি দিয়ে দিলেন এমন বোকামো করবেন না। আপনার কাছে একটি সিরিয়াল নাম্বার এসেছে, সেটি দিন আর সাথে সাথে আপনিও তা দিতে রাজি হয়ে গেলেন।



প্রতারিত হলে করণীয়ঃ-

মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কেউ প্রতারিত হলে প্রতারণাকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এছাড়া সম্প্রতি ঢাকা মহানগর পুলিশের চালু হওয়া Hello CT অ্যাপস এ গিয়ে সাইবার ক্রাইম অথবা আন্তঃদেশীয় অপরাধ/জালিয়াতি অপশনে ঢুকে আপনার অভিযোগটি সরাসরি লিখুন। বর্তমান সময়ে দ্রুততম সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানোর অন্যতম জনপ্রিয় একটি মাধ্যম হলো মোবাইল ব্যাংকিং। আর এই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমেই প্রতিদিন ঘটছে অহরহ প্রতারণার । একটি চক্র অত্যন্ত সু-কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা। মোবাইল ব্যাংকিং বিশেষ করে বিকাশের মাধ্যমেই এ প্রতারণা ঘটছে সবচেয়ে বেশি। সারা দেশে বিকাশের এ রকম হাজারো চক্র আর প্রতারক সিন্ডিকেট রয়েছে তারা প্রতি নিয়ত এমন চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।মূলত ক্ষুদে বার্তা এসএমএসের মাধ্যমেই এই কাজটি করা হয়।আপনাকে তারা ফোন করে বলবে ভুল করে বিকাশে টাকা চলে গেছে ।এরকম কথা বলে সেই টাকা ফেরৎ পাওয়ার আশায় গ্রাহকের ফোনে কল দিয়ে অনেক আকুতি মিনতি করে টাকা হাতিয়ে নেয় একটি চক্র।বিকাশ প্রতারক সব সময় বিকাশের দোকানের আশপাশে ঘুরাঘুরি করে। কোন ব্যক্তি বিকাশ করতে এলে কৌশলে যে নম্বরে বিকাশ করা হচ্ছে সে নম্বরটি জেনে তৎক্ষনাৎ লিডারকে ফোনে ঐ নম্বরটি জানিয়ে দেন। তিনি প্রথমে ঐ নম্বরে ফোন করে কাতর স্বরে বলেন- ভাই একটু আগে আপনার ফোনে ভুল করে বিকাশে ১০ হাজার টাকা চলে গেছে। দয়া করে একটু ব্যালেন্স চেক করুন। কিছুক্ষণ পরেই আবার ঐ ব্যক্তিকে ফোন করে বলা হয় ব্যালেন্স চেক করেছেন? তিনি তখন বলেন- না আমার ফোনে

তো পাঁচ হাজার টাকাই এসেছে। ভুল করে অন্য কোন টাকা আসেনি"।তাদের আসলে এতটুকুই জানার প্রয়োজন থাকে। অ্যামাউন্ট জানার সাথে সাথে ওই নম্বরে ভূয়া ফরওয়ার্ডকৃত ১০ হাজার টাকার একটি এসএমএস চলে যাবে। পরে আবারও তাদের লিডার তাকে ফোন দিয়ে বলে- ভাই দয়া করে এখন একটু ব্যালেন্সটা চেক করুন। পরে দ্বিতীয় বারের মেসেজ দেখে ওই টার্গেটকৃত ব্যক্তি ব্যালেন্স চেক না করে এসএমএস দেখেই বলেন- হ্যাঁ, ৫ হাজার টাকা বেশি এসেছে। তখন অনেক আকুতি মিনতি করে ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়- ভাই আমি একজন গরীব মানুষ । দয়া করে টাকাটা ফেরৎ দিন। না হলে আমার অনেক ক্ষতি হবে। তখন টার্গেটকৃত ব্যক্তি ব্যালেন্স চেক না করেই সাথে সাথে কথিত টাকা পুনরায় প্রতারকের মোবাইলে বিকাশ করে দেন।

টাকা পাঠানোর সময় যে সকল বিষয় লক্ষণীয়

(১) অবশ্যই ভালো ও বিশ্বস্ত বিকাশ এজেন্ট থেকে টাকা পাঠাবেন।

(২) টাকা পাঠানোর সময় লক্ষ্য রাখবেন, পাশের কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে কিনা। এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

(৩) আপনার প্রেরিত টাকার অংক সঙ্গে সঙ্গেই বা টাকা পাঠানোর আগে প্রাপককে জানিয়ে দিন।

(৪) দ্বিতীয়বার মোবাইলে কোন মেসেজ আসলে সেটি যাচাই করুন এবং ব্যালেন্স চেক করুন।

(৫) কোন ব্যক্তি বিকাশের টাকা ভাঙ্গাতে আসলে সে ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হোন প্রয়োজনে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি রেখে দিন।

(৬) প্রতিটি লেনদেনের পর বিকাশ থেকে প্রেরিত মেসেজের মাধ্যমে পাওয়া ব্যালেন্স ইনফরমেশন এবং আপনার কাঙ্খিত ব্যালেন্সের মিল আছে কিনা তা যাচাই করে নিন।

(৭) লটারী জেতা, পুরস্কার বা প্রতিযোগিতা এই ধরণের কোন মেসেজ বা ফোন কলে সাড়া দিবেন না।

(৮) খেয়াল রাখতে হবে বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠালে মেসেজের উপরে অবশ্যই bkash লেখা থাকবে। কিন্তু ফরোয়ার্ডকৃত মেসেজে কখনোই bkash লেখা থাকে না।



তথ্যসূত্র:

https://www.bdlawnews.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE/

WhatsApp Scam: ফের মেসেজিং মাধ্যমকে হাতিয়ার করে জালিয়াতির চেষ্টা!

বর্তমানে স্মার্টফোনে অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন থাক বা না থাক, WhatsApp (হোয়াটসঅ্যাপ) ইনস্টল থাকবেই। কারণ এই ইন্টারনেট নির্ভর যুগে প্রায় প্রত্যেকের জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি। এই মুহূর্তে এর প্রায় ২.৫ বিলিয়নের কাছাকাছি অ্যাক্টিভ ইউজারও রয়েছে। কিন্তু এই বহুল ব্যবহারের জেরে প্রায়শই সাইবার অপরাধীরা WhatsApp-কে হাতিয়ার করে ইউজারদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে চলেছে। যতদিন যাচ্ছে, ততই এটি সাইবার আক্রমণের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠছে। এই কারণে, হ্যাকারদের মস্তিষ্কপ্রসূত নানান ধরনের কৌশলের সৌজন্যে ঘটা WhatsApp স্ক্যামের ফলে ইউজারদের গুরুত্বপূর্ণ ডেটা এবং কষ্টার্জিত অর্থ চুরি হওয়ার খবর আকছার টেক দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করছে। সেক্ষেত্রে অস্বস্তির ব্যাপার হল যে, সম্প্রতি আবারও এরকম একটি বিপজ্জনক WhatsApp স্ক্যামের খবর প্রকাশ্যে এসেছে। অসমের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা CID (সিআইডি) সমস্ত ব্যবহারকারীদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করেছে। এদিকে সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, কার্যত পুরনো ধাঁচেই ইউজারদের বোকা বানাতে চাইছে স্ক্যামাররা।



সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ডেটার পাশাপাশি নিজেদের কষ্টার্জিত ধনরাশিকে সুরক্ষিত রাখতে চাইলে এই ধরনের ভুয়ো মেসেজের রিপ্লাই না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অসমের সিআইডির কর্মকর্তারা। সেইসাথে তারা একথাও জানিয়েছেন যে, বারংবার যদি এই ধরনের মেসেজ আসতে থাকে, তাহলে ইউজাররা যেন অবিলম্বে সাইবার সেলে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি

WhatsApp কর্তৃপক্ষের কাছেও নিজেদের অভিযোগ দায়ের করেন। আসলে, নিত্যনতুন ফন্দিফিকিরের সাহায্যে WhatsApp-কে হাতিয়ার করে হ্যাকারদের ক্রমবর্ধমান জালিয়াতি আটকাতে, চোখকান খোলা রাখার পাশাপাশি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করাই হল এক এবং একমাত্র উপায়!

তথ্যসূত্র: https://techgup.com/tech-news/new-whatsapp-scam-trying-to-cheat-user-cid-warns-know-full-details/

প্রযুক্তির ছোবল

প্রযুক্তির ছোবল কীভাবে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করছে এর একটি ভয়াবহ নমুনা হিসেবে সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে একটি অনলাইন সুইসাইডাল গেম।

পত্রপত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে, এই গেমটির কারণে বিশ্বের নানা দেশে ঘটেছে অনেক কিশোর-তরুণের আত্মহত্যার ঘটনা । বাংলাদেশেও দুয়েকটি ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। অনুসন্ধানে আরো কিছু ছেলে-মেয়ের আসক্তির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রযুক্তির ভালো দিক যেমন আছে তেমনি আছে ভয়াবহ ক্ষতির দিকও। এখন আমাদের নিরাপদ গৃহকোণগুলোও আর নিরাপদ নেই। বিশ্বের সকল ভালো-মন্দের একেকটি 'জানালা' আমাদের ঘরগুলোতেও স্থাপিত হয়ে গেছে। ভালো-মন্দের বিচার ও প্রযুক্তির মুখে লাগাম পরানোর সদিচ্ছা বা সক্ষমতা না থাকায় আমাদের তরুণ প্রজন্ম পরিণত হচ্ছে মন্দের সহজ শিকারে। আলোচিত গেমটি এর সাম্প্রতিক নমুনা।

জানা গেছে ফিলিপ বুদেইকিন নামক জনৈক রুশ যুবক এ খেলার উদ্ভাবক। সে ছিল মনোবিজ্ঞানের একজন ছাত্র। একসময় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। গেমটির প্রচলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার বক্তব্য, 'সমাজে যাদের কোনো গুরুত্ব নেই তাদের আত্মহননের প্ররোচনা দেয়ার মাধ্যমে সমাজকে পরিষ্কার করার জন্য এটা করা হয়েছে।' তার এই বক্তব্যেও আছে তরুণ প্রজন্মের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং তাদের মাঝে হতাশা বিস্তারের এক সূক্ষ্ম প্রয়াস। পৃথিবীতে যে কত হিংস্র স্বভাবের মানুষ রয়েছে আর কতভাবে যে এরা চরিতার্থ করে এদের জিঘাংসা ও পাশবিকতা কে তার হিসাব রাখে?

নানা দেশের যে সকল কিশোর-তরুণ এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছে তারা সম্ভবত কল্পনাও করতে পারছে না যে, সে এক হিংস্র মানুষের জিঘাংসার শিকার মাত্র। কেন তুমি নিজের ক্ষতি করে আরেকজনকে তার পাশবিকতা চরিতার্থ করার সুযোগ দিবে? ওই হিংস্র পশুটি তার হিংস্রতা ও পাশবিকতার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরুক, তুমি কেন তার জ্বালা জুড়াতে যাবে? তার জীবনে যদি ব্যর্থতা থাকে, লাঞ্ছনা থাকে সেটার দায় তার নিজের। হে সরল কিশোর, হে সম্ভাবনাময় তরুণ! তুমি কেন বলি হতে যাবে এক পাপিষ্ঠের পাপ-ইচ্ছার?

জীবন তো মূল্যহীন নয়। এই জীবনকে কাজে লাগিয়েই তো আমাদের অর্জন করতে হয় আখেরাতের সফলতা। কাজেই কেউ যদি তোমাকে জীবন থেকে নিরাশ করে তাহলে বুঝতে হবে, সে বন্ধু নয়, শত্রু। সে এক ছদ্মবেশী দুর্বৃত্ত যে তোমাকে লুণ্ঠন করতে চায়।

জীবনে দুঃখ-বেদনা থাকে। সম্মান-অসম্মান, সফলতা-ব্যর্থতা, সক্ষমতা-অক্ষমতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ভালো লাগা-খারাপ লাগা এই সবই জীবনের একেকটি অনুষঙ্গ। এই সব নিয়েই জীবন। আর সে কারণেই জীবন বিচিত্র, বর্ণিল। জীবনে ব্যর্থতা আছে বলেই সাফল্য এত আনন্দের। অপ্রাপ্তি আছে বলেই প্রাপ্তি এত আরাধ্য। সবার জীবনেই থাকে ব্যর্থতা ও অপ্রাপ্তি। থাকে বিচিত্র উপায়ে। প্রত্যেকে শুধু নিজের সুখ-দুখই পূর্ণরূপে জানে ও উপলব্ধি করে বলে অন্যের সাথে তার নিজের তুলনাটা প্রায়শ সঠিক হয় না। অন্যের সকল অবস্থা জানা নেই বলে কখনো কারো এই ধারণা জাগতে পারে যে, ওরা সবাই সুখী, সফল, পরিবারে ও সমাজে প্রয়োজনীয়, কিন্তু আমি দুখী, ব্যর্থ, সবার কাছেই অপ্রয়োজনীয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওরাও কিন্তু অন্যকে দেখে এই রকমের একটি নিঃশ্বাস মোচন করছে।

এই যে অতৃপ্তি, মানসিক যন্ত্রণা এটা দূর হয় ঈমানী চেতনার দ্বারা। এই চেতনা যত দুর্বল হয় যাতনাও তত বাড়তে থাকে। তো এই যাতনাগ্রস্ত মানবমনের এই দুর্বল অংশে খোঁচা দিয়ে যারা রক্ত ঝরায়, বঞ্চনা-অপমানের স্মৃতি ও উপলব্ধিগুলোকে জাগ্রত করে, অবশেষে জীবন থেকেই নিরাশ ও বিমুখ করে তোলে এরা অনেক বড় পাপী। এরা ইবলিসের দোসর, মানবতার শত্রু। মানবকে শেষ করবার জন্য এরা হাত দেয় মানুষের সবচেয়ে কোমল জায়গা তার হৃদয়ে।

দুরাচার পাপাত্মা ইবলীস যে মানবের সবচেয়ে বড় শত্রু সে কীভাবে কাজ করে? সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। কুরআনের ভাষায় একে বলা হয়েছে 'ওয়াসওয়াসা'। ইবলীস মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়, তাকে ভয় দেখায়, আনন্দের আশা দেয়, আর এভাবেই ধীরে ধীরে

তাকে অন্যায় কর্মে প্ররোচিত করে। হায়! আমরা যদি চিনতাম আমাদের চরম শত্রুকে! হায়! আমরা যদি বুঝতাম জীবনের পরম মূল্য!

মানুষের মন বড় সংবেদনশীল জায়গা। এটি ভালো ও মন্দের অবতরণস্থল। তাই ভালো-মন্দের পরিচয় সম্পর্কে যে মন সচেতন, ভালোকে গ্রহণ করার আর মন্দকে বর্জন করার জন্য যে মনে আছে অতন্দ্র প্রহরা ঐ মনে মন্দ তার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূক্ষ্ম বাস্তবতা কী সহজ ভাষায় বয়ান করেছেন-

'আদমের বেটার (মনে) শয়তানের স্পর্শও লাগে। লাগে ফেরেশতার পরশও। শয়তানের স্পর্শ হচ্ছে, অনিষ্টের প্ররোচনা আর সত্যে অবিশ্বাস, পক্ষান্তরে ফেরেশতার পরশ হচ্ছে, কল্যাণের উৎসাহ ও সত্যে বিশ্বাস। তো যে (তার মনে) ফেরেশতার পরশ অনুভব করে সে যেন বিশ্বাস করে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এবং যেন আল্লাহর প্রশংসা করে আর যে ভিন্ন কিছু অনুভব করে সে যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে।' এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ

জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯৮৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৯৭

একজন মুসলিম একথাও জানেন যে, শয়তান শুধু জিন-জাতিতেই নয়, মনুষ্য জাতিতেও আছে। 'ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দেয়ার কাজটিও শুধু জিন্ন শয়তানই করে না, মানুষ শয়তানও করে। কুরআন মাজীদ বলছেন (তরজমা) বল, আমি আশ্রয় নিচ্ছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে মন্ত্রণা দেয় লোকের অন্তরে, জিন্নের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে। সূরা নাস (১১৪) : ১-৩

তো উভয় শ্রেণির কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় নেয়া জরুরি। যে আল্লাহর আশ্রয় নেয় তার কোনো ভয় নেই। আল্লাহ তাআলাই অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। যে দুঃখ-বেদনা কেউ শোনে না তা আল্লাহ শোনেন, যে দুঃখ-বেদনা কেউ মোচন করে না তা আল্লাহ মোচন করেন। আল্লাহই সকলের দুঃখ-বেদনা মোচনকারী, আল্লাহর স্মরণই বেদনা হারক, হতাশা বিদূরক।

মানবের সবচেয়ে আপন তাঁর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমেই মানুষ তার ক্ষতির সূচনা করে। প্রত্যেকে যদি নিজের জীবন ও কর্মে একটি মানদ- অনুসরণ করে তাহলে এ জাতীয় অনেক ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব। মানদ-টি হচ্ছে- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ 'আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য নয়।' অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার কারণে যে সকল বিপদের শিকার হয় এর সিংহভাগের সূচনা হয় আল্লাহর নাফরমানীর দ্বারা। কৌতুহলবশত এবং উত্তেজনাবশত এরা প্রথমে 'ছোট' পাপটি করে, এরপরই জড়িয়ে যায় প্রতারণার জালে। একপর্যায়ে ফিরে আসতে চাইলেও আর তা পারে না। এর অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। শুধু মাদকাসক্তি ও ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনাগুলোই যদি বিশ্লেষণ করা হয় যে, কীভাবে একটি সম্ভাবনাময় তরুণ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ল কিংবা কীভাবে একটি ফুটফুটে মেয়ে ধর্ষিতা হয়ে গেল, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, কৌতুহল, প্ররোচনা, প্রলোভন, উত্তেজনা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে ভিকটিম স্বেচ্ছায় এক দুই কদম এগিয়ে গেছে, এর পরই প্রতারণার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। অথচ সর্বাবস্থায় মাদক থেকে, পর্দালঙ্ঘন থেকে দূরে থাকার বিধান ইসলামে রয়েছে। শুরু থেকেই এই বিধান দৃঢ়ভাবে পালন করলে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ প্রতারণার শিকার হতে হত না। কাজেই কোনো ডাকে সাড়া দেয়ার আগে এবং কারো আদেশ বা অনুরোধ রক্ষার আগে তা শরীয়তে বৈধ কি না ভেবে দেখা প্রয়োজন।

আলোচ্য গেমটিতেও ছেলে-মেয়েরা এ্যাডমিনের হুকুম পালন করে নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হচ্ছে, নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করছে এবং সবশেষে আত্মহত্যার হুকুমও পালন করছে। এই সবগুলো কাজই নাজায়েয। আর আত্মহত্যা তো এক ভয়বহ কবীরা গুনাহ। কাজেই যে-ই এসবের আদেশ করুক, কোনো মুসলিম তা পালন করতে পারে না। মুসলিম তো পালন করবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আদেশ।

প্রত্যেক মুসলিমকে অন্যায় আদেশ প্রত্যাখ্যান করার সাহস অর্জন করতে হবে। অন্যায় আদেশ পালনে কোনো গৌরব নেই। গৌরব তা প্রত্যাখ্যান করতে পারাতে।

কাজেই হে কিশোর! হে তরুণ! ভেঙ্গে ফেল আচ্ছন্নতার শৃঙ্খল! মুষ্ঠিবদ্ধ কর তোমার হাত। আর দৃপ্তকণ্ঠে বল, না, না, না। কারো অন্যায় হুকুম পালন করব না। নিজের অমিত সম্ভাবনাকে ধ্বংস করব না। যে আমাকে ধ্বংসের প্ররোচনা দেয় সে আমার বন্ধু নয়, শত্রু। সে আমার প্রভু

নয়, আমার প্রভুর দাস। আমার প্রভু এক লা-শরীক আল্লাহ। আমি তাঁরই সকাশে সমর্পিত। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত।

প্রযুক্তির এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো আবারো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের একটি বড় অংশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে কি ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে যত বিলম্ব করবে ততই বিপদ বাড়তে থাকবে। আমরা দেশের উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের মোবারকবাদ দিতে চাই তারা গেমটি বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ সকল বেহায়াপনা ও ঈমান বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধেও তাদের এমন সুয়োমোটো উদ্যোগ কামনা করে।



তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/2038/

প্রতারণায় নতুন নতুন ফাঁদ

দেশে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে প্রতারণা। নানা ধরনের প্রতারণার ফাঁদ পেতে চারদিকে ওঁৎ পেতে রয়েছে নানা প্রতারক চক্র। ভয়ঙ্কর সব প্রতারণার অভিযোগ থাকলেও নেই প্রতিকার।এমন কোনো খাত নেই যেখানে প্রতারকরা তাদের জাল বিস্তার করেনি। মোবাইল ব্যাংকিং থেকে শুরু করে অনলাইনে পণ্য বিক্রি, চাকরির প্রলোভন এমনকি কথিত তন্ত্রমন্ত্র সাধনার নামে সিদ্ধিলাভ সর্বত্রই প্রতারণা। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণার মাত্রা দিন দিন বাড়ছে।

মামলার পর গ্রেফতার হলেও দ্রুত জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও বেপরোয়া হয়ে উঠছে এ চক্রের সদস্যরা। শুধু রাজধানীতে পাঁচ শতাধিক প্রতারক চক্র সক্রিয় রয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত শুধু র‌্যাব-পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে ১০ হাজারের বেশি প্রতারক। প্রতারক চক্র অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কারো নম্বর ক্লোনিং করতে পারে। ফলে সহজেই সাধারন মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন।

অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতারণা কমাতে আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি বাড়াতে হবে সামাজিক সচেতনতাও।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, যেসব মানুষ অনলাইন প্রতারণার শিকার হন, তাদের ৭০ ভাগই মামলা করতে চান না। ফলে ভয়ংকর সব প্রতারণার অভিযোগ থাকলেও নেই প্রতিকার। আবার মামলার পর গ্রেপ্তার হলেও দ্রুত জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও বেপরোয়া হয়ে উঠছে চক্রের সদস্যরা।

ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার হাফিজ আক্তার ইনকিলাবকে বলেন, প্রতারকরা সহজ প্রস্তাবে লোকজনকে লোভের ফাঁদে ফেলে প্রতারিত করছে। সাধারন মানুষ লোভ সামলাতে পারলে প্রতারণা কমে যাবে।

তিনি আরো বলেন, দিনে দিনে প্রতারণার ধরন পালটায়। কেউ প্রতারণার শিকার হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি লোভ পরিহার করে আরও সচেতন হওয়ার কথাও বলেন তিনি।

ডিবির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ইনকিলাবকে বলেন, প্রতারকদের গ্রেফতারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষকে এসব বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। প্রতারক চক্রের কবল থেকে মুক্ত থাকতে সচেতনতার বিকল্প নেই।

সিআইডি ও ডিবির কর্মকর্তারা বলছেন, সাধারণত সহজ-সরল মানুষ এবং শিক্ষিত বেকার যুবকই তাদের টার্গেট। সুযোগ বুঝেই নানা ছলচাতুরী ও প্রলোভনে তারা প্রতারণা করছে। এসব প্রতারণার মধ্যে কম খরচে বিদেশ পাঠানো, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে চাকরি, বিকাশ কিংবা মোবাইল ফোনে বড় পুরস্কার জেতার অফার, জাদুর বাক্সে টাকাকে ডলারে রূপান্তর, কম দামে ভালো জিনিস বিক্রির নামে পুরোনো কাপড় গছিয়ে দেয়া, অনলাইনে বিনিয়োগ করে দ্রুত অধিক মুনাফা অর্জন ও ভাগ্য পরিবর্তন ইত্যাদি বিচিত্র ও অভিনব কৌশলে প্রতারণা করে এরা।



তথ্যসূত্র:

https://m.dailyinqilab.com/article/512505/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6

প্রযুক্তির ফাঁদ, জীবন বরবাদ:

• ফেসবুক:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগের চেয়ে নারী-পুরুষের অবৈধ যোগাযোগ, নারী-পুরুষের অর্ধনগ্ন ছবি বা ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরানিবত করছে। অথচ অশ্লীলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ- 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' (নূর ২৪/১৯)।



সুশীল বাবু নতুন করে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট কিনেছেন। সারাজীবন এনালগ মোবাইলে আঙুল চাপতে চাপতে হাঁফিয়ে উঠেছেন। ছোটখাটো চাকরি করেন বলে শৌখিনতাকে এতদিন জলাঞ্জলি দিয়েছেন। নিজে ভালো মোবাইল সেট চিনতে পারবেন কি-না তা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই অফিসের পিয়ন সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে গিয়েছিলেন। পিয়ন পদে চাকরি করলেও প্রযুক্তি বিষয়ে সুখ্যাতি আছে সিরাজের।

সামর্থ্যরে মধ্যে ভালো একটি মোবাইল সেট কিনে বাড়ি ফেরেন তিনি। প্যাকেট খুলে মোবাইল সেটটি বের করার পর আঙুল চাপতে থাকেন। একটি টিপতে আরেকটিতে টিপে ফেলছেন। স্বামীর হাত থেকে মোবাইল সেটটা কেড়ে নিয়ে স্ত্রী বলতে লাগলেন, এতক্ষণ ধরে কী করছ? এদিকে দাও। আমি চেষ্টা করি।

স্ত্রী বলল, মোবাইল ফোন টেপাটেপি করতে করতে সব শেখা হয়ে যায়। দেখো, ক'দিন পরে তুমিও দক্ষ হয়ে যাবে। তবে সাবধান। উল্টাপাল্টা কিছু যেন না হয়।

-মোবাইল ব্যবহারের সঙ্গে উল্টাপাল্টার কী সম্পর্ক!

-সম্পর্ক আছে। কিন্তু সাবধান। ফেসবুকে অযথা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট রিসিভ করো না। বিশেষ করে মেয়েদের!

-ওহ, এই কথা! আমাদের কি আর সেই বয়স আছে?

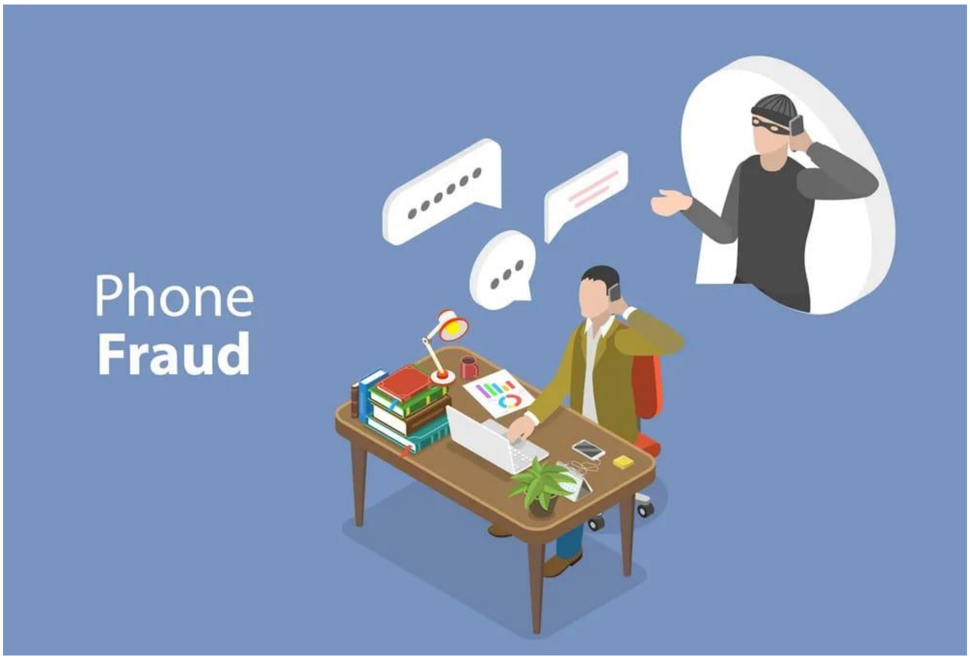
-যে যুগ পড়েছে। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। চোখের সামনে রোজ কত অঘটনই তো ঘটছে।

পরদিন অফিসে পৌঁছে সুশীল বাবু নিজের চেয়ারে বসে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল সেটটা আলতোভাবে বের করে নরম আঙুলে টিপতে লাগলেন। পাশের কলিগদের দৃষ্টিগোচর হলে সবাই চেয়ার থেকে উঠে এসে মোবাইল সেটটা দেখে খুব প্রশংসা করতে থাকেন। সুশীল বাবু খুশি হন।

ফেসবুকে নিজের মন্তব্য লিখে সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পেরে তিনি আনন্দিত। বন্ধু তালিকায় সব বয়সী নারী-পুরুষের উপস্থিতি রয়েছে। আনন্দ বেশিদিন টেকে না। তার ক্ষেত্রেও সেরকম কিছু ঘটল। হঠাৎ একদিন তার ফেসবুক আইডি থেকে অশ্লীল ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। লগইন করার পর বন্ধুরা মেসেঞ্জারে ছবিগুলো পাঠিয়ে তাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে। সিরাজের নম্বরে কল করেন তিনি। সে তড়িঘড়ি করে সুশীল বাবুর বাসায় চলে আসে।

এরপর সুশীল বাবুর ফেসবুক আইডিতে ঢুকে স্ট্যাটাস লিখল সিরাজ- প্রিয় ফেবু বন্ধুরা, আমার আইডি হ্যাক হয়েছে। কিছু আপত্তিকর ছবি/ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে। কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না।

স্ট্যাটাস দিয়ে সিরাজ মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে। ততক্ষণে সুশীল বাবুর মোবাইলে একের পর এক কল আসতে শুরু করে। তিনি সবাইকে একই রকম সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়ে স্বস্তি খুঁজছেন!



তথ্যসূত্র: http://www.kholakagojbd.com/banglawash/39554

ফেসবুকে প্রতারণার নানা ফাঁদ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ফেসবুকের জুড়ি নেই। এটির উদ্দেশ্য মূলত পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা, সর্বোপরি নিজ নিজ কাজের বাইরে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানো হলেও বাংলাদেশে ফেসবুক এখন মৌলিক অধিকারগুলোর মতো হয়ে গেছে। ফেসবুকভিত্তিক কাজকর্ম ছাড়াও, খেলাধুলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতিসহ এমন কোনো বিষয় নেই যার চর্চা হয় না ফেসবুকে। ফেসবুক দিয়ে বহু ইতিবাচক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা গেলেও অসাধু ব্যক্তিরা ফেসবুককেও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে পরিণত করেছে। এর মাধ্যমে বহু ভালো কাজ হলেও প্রতারিত হওয়ার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

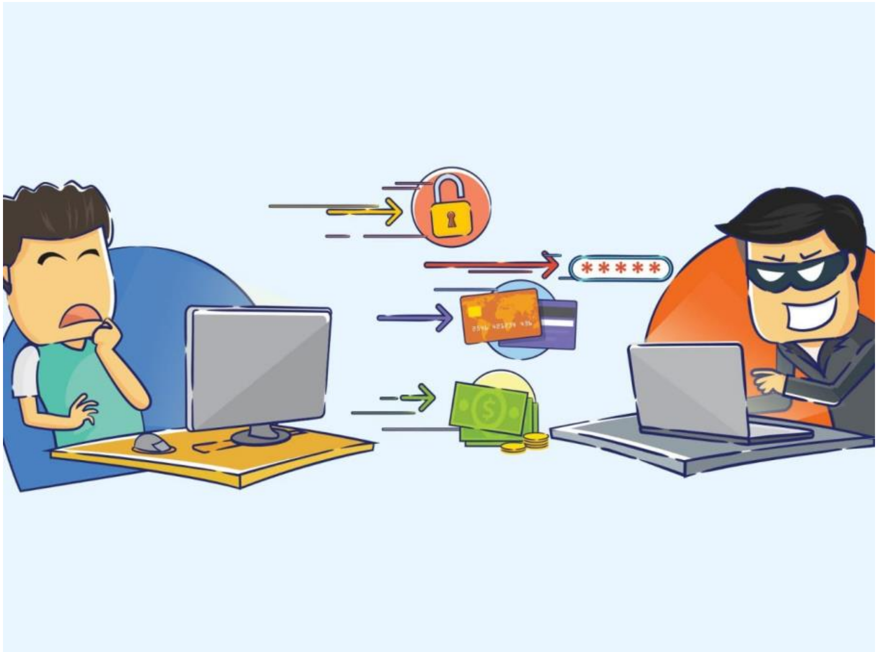


ফেক আইডি খোলার মাধ্যমে নানা রকম ফাঁদ পাতছে প্রতারকরা। যাদের মিথ্যা ও প্রতারণামূলক কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে প্রতারিত হচ্ছে বহু সহজ সরল মানুষ। এদের মধ্যে তরুণ-তরুণীরাই বেশি।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে প্রতারণা করার মাধ্যমে অর্থকড়ি হাতিয়ে নেওয়া, বিপদে পড়ার কথা বলে সাহায্য চেয়ে মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা করা, চটকদার পণ্যের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের

অজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পণ্য না দেওয়া কিংবা ক্রয়কৃত পণ্যের পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে দেওয়া, অধিক সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে বিদেশে পাঠানোর লোভ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা।

এছাড়াও আইডি হ্যাক করে অর্থ আদায় করা, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুজব ছড়িয়ে নিরীহ মানুষদের হয়রানি করাসহ ধর্মীয় উসকানির মাধ্যমে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা, মিষ্টি মধুর কথাবার্তার মাধ্যমে সহজ সরল মানুষদের দিয়ে অপরাধজনক কর্মকাণ্ড করাসহ সকল অপরাধজনক কাজ করার জন্য ফাঁদ পাতে অপরাধীরা।



পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবসহ যেকোনো ইতিবাচক কাজ করার জন্য ফেসবুকের জুড়ি নেই। সকলেই এখন ফেসবুকে সক্রিয় থাকার কারণে সহজেই এবং কমমূল্যে যোগাযোগ করা, কথাবার্তা বলার অন্যতম মাধ্যম এখন ফেসবুক। আরও অনেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থাকলেও ফেসবুকের সহজলভ্যতার কারণে স্বল্পশিক্ষিত কিংবা সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষও ফেসবুক ব্যবহার করতে পারছে। কিন্তু এর অপব্যবহারকারীর সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য দেশ থেকেও বেশি অপরাধজনক কর্মকাণ্ড হয় ফেসবুক দিয়ে। ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসার পসরা সাজিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণার সংখ্যাও এখানে বেশি।

বহু প্রবাসীও ফেসবুক প্রেমের ফাঁদে পড়ে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। বিভিন্ন ব্যবসার চটকদার বিজ্ঞাপন, প্রেমের ফাঁদসহ নানা ধরনের প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসে আছে অপরাধীরা, যাদের ফাঁদে পা দিলেই বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হতে হয়।

তাই ফেসবুক ব্যবহারের সময় সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই। যেকোনো ধরনের রহস্যজনক কোনো কিছুর আভাস পেলেই পরিচিতজনদের মাধ্যমে তা যাচাই করা এবং আইনের আশ্রয় নেওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র: http://www.kholakagojbd.com/public-opinion/44587#:~:text=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%87%20%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0,%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%2C%20%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%20%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A7%87

ফেসবুক-ইউটিউবে প্রতারণার সাগরে ভাসছে মানুষ

ঘর থেকে দুই পা ফেলতেই হরেক প্রতারণার বেড়াজালে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ। ডিজিটাল, অ্যানালগ সব প্রতারণায় মানুষের জীবন বিপর্যস্ত।

শুধু বাইরে নয়, ঘরেও থাকা যাচ্ছে না নিরাপদ। ডিজিটাল দুনিয়ার বড় অংশ জুড়েই প্রতারণার ফাঁদ। ফেসবুক, ইউটিউবসহ নানামুখী অনলাইন প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে যা খুশি তা হচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে অভিযোগের শেষ নেই। নারী, শিশু ও সম্মানিত মানুষেরা অনলাইনে নানাভাবে হয়রানির শিকার। ডিজিটাল প্রতারণা নিয়ে অভিযোগের পাহাড় পুলিশের।

কখনো সুপরিচিত কোনো নারীর ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবি নিয়ে ফেক আইডি খুলে তাতে আপলোড করা হচ্ছে আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও। ফেসবুকে ই-কমার্স পেজ খুলে বিশাল মূল্যছাড়ের লোভ দেখিয়ে ক্রেতা থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে পণ্যই পাঠানো হচ্ছে না। আবার কখনো সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান ব্যক্তি বা তারকাদের নিয়ে আপত্তিকর ও বানোয়াট ভিডিও বানিয়ে ছাড়া হচ্ছে ফেসবুক, ইউটিউবে। পরে দাবি করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের চাঁদা। জীবনযাত্রার সব ক্ষেত্রই প্রতারণার অক্টোপাসে বন্দী হয়ে পড়ছে, পদে পদে ওত পেতে থাকছে নানামুখী বিপদ। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নানা রকমের অন্তত ২০০ প্রতারক সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের কাছে প্রতিদিন সহস্রাধিক লোক প্রতারণার শিকার হন। ডিএমপিভুক্ত থানাগুলোর লিপিবদ্ধ মামলা-জিডি ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতারণার খবরের সূত্র ধরে এ পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে।



জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রতারণাও' ইদানীং ডিজিটাল রূপ পেতে শুরু করেছে। এখন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড যেমন জালিয়াতি করে অন্যের অ্যাকাউন্ট খালি করা হচ্ছে, তেমনি গলা কাটা পাসপোর্ট তৈরি, বিদেশি ভুয়া ওয়ার্কিং পারমিট ও নিয়োগপত্র প্রস্তুত করলেও সহজে তা জাল প্রমাণের উপায় থাকে না। জাল টাকার ছড়াছড়ি আছে বাজারজুড়ে। মোবাইল ফোনে লাখ লাখ টাকা লটারি পাওয়ার প্রলোভনযুক্ত মেসেজ বানিয়েও প্রতারণা করা হচ্ছে অহরহ। আছে বিকাশ প্রতারণা ভূরিভূরি। নানা কূটকৌশল-বুদ্ধির ফাঁদে শুধু যে গ্রামীণ এলাকার সহজ-সরল মানুষজনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা নয়, শহুরে শিক্ষিত সচেতন বাসিন্দারাও এসব প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে চলছেন অহরহ। বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে প্রতারণার নানা বেহালচিত্র। দেখা গেছে, খোদ রাজধানীতেই প্রতিনিয়ত চলছে কমবেশি ৭০ থেকে ৭৩ রকমের প্রতারণা। সন্তান প্রসব থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি, বিয়ে এমনকি মৃত্যুর পর লাশ দাফন- সব ক্ষেত্রেই প্রতারণার একচ্ছত্র দাপট রয়েছে। সাংবাদিক হিসেবে ভুয়া পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করছেন অনেকে।



প্রতারকরা নারীসম্পৃক্ত নানা অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি টাকাপয়সা হাতিয়ে নেওয়ার মওকা পাচ্ছেন। নানা প্রলোভনে নতুন কৌশলে অপহরণ-মুক্তিপণ আদায় ও ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটাচ্ছে দুর্ধর্ষ নারী অপরাধী চক্র। কখনো কখনো গায়ে পড়েই কারও

সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি করছেন, 'কু' প্রস্তাব দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ তুলেও পথেঘাটে বিভিন্ন টার্গেট ব্যক্তিকে জিম্মি করে টাকা আদায় করছেন এ চক্রের সদস্যরা। নারী অপরাধী সিন্ডিকেটের সদস্যরা বিভিন্ন কৌশলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলে এবং নিয়মিত ব্ল্যাকমেলিং করে চাহিদামাফিক সবকিছু হাতিয়ে নেন। সম্মানী ব্যক্তিদের কাছে নারী সিন্ডিকেট সবচেয়ে ভয়ংকর আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকে, ফিল্মে অভিনয়ের জন্য অনেকেই মরিয়া। তরুণ-তরুণীদের এ রকম স্বপ্ন ও সাধকে পুঁজি করে অনেকেই প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। নাটক ও সিনেমার লাইনে টাকা ঢেলে নিঃস্ব হচ্ছেন অনেকে। লম্পটদের খপ্পরে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন তরুণীরা। রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারা সর্বস্ব খুইয়ে দেন। কারও কারও পরিণতি হয় আরও ভয়াবহ। নিরুপায় হয়ে তাদের সোসাইটি গার্ল বা কলগার্লের জীবন বেছে নিতে হয়, কারও কারও জীবনে নেমে আসে আরও ভয়ংকর অন্ধকার। এমনকি জীবন হারানোর ঘটনাও ঘটে অহরহ।



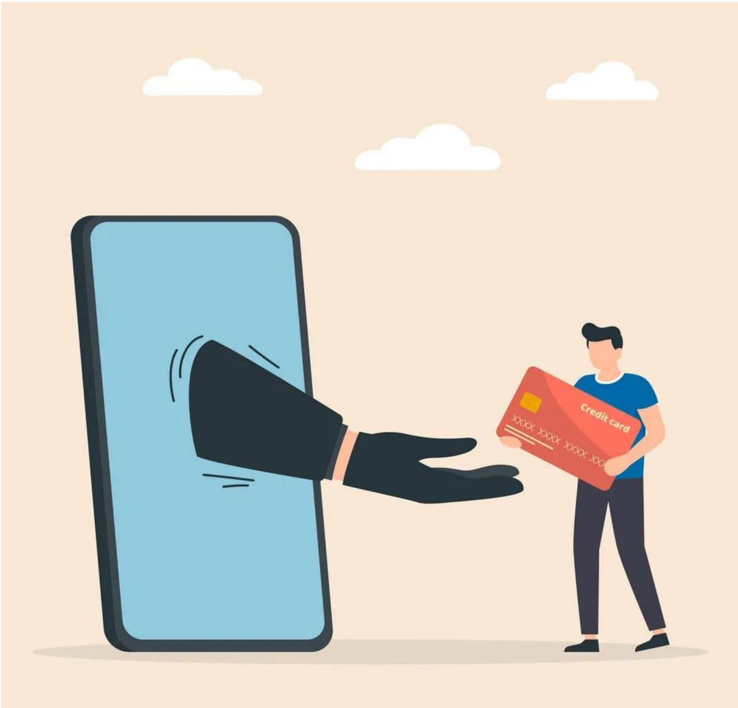
মাত্র ১০ হাজার টাকা বুকিং দিলেই ফ্ল্যাটের মালিক হওয়া যাবে। আবার ৩ লাখ টাকা দিয়েই কক্সবাজার কিংবা কুয়াকাটা সি-বিচে পাঁচ তারকা হোটেলের অংশীদার হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ! ইত্যাদি লোভনীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করে শত শত লোক থেকে বিনিয়োগের টাকা সংগ্রহ করে নিচ্ছে বিভিন্ন ভুঁইফোড় কোম্পানি। একপর্যায়ে ফ্ল্যাটের কথিত দলিলও হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু

বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও পাঁচ তারকার হোটেল সুইট থেকে আয়ও করতে পারে না, ফ্ল্যাটও নিতে পারে না কেউ। ইমিগ্র্যান্ট ভিসার লোভ দেখিয়ে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে অনেককে। বেকার যুবক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তাও রয়েছেন এ তালিকায়। তাদের থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয় ৪ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত। কানাডার ইমিগ্র্যান্ট ভিসা দেওয়ার নামে অভিনব কায়দায় টাকা নেওয়া হয়। প্রতারিতরা বিষয়টি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করলে অনেককে চেক দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। পরে আকরাম টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ফার্মগেট, বনানীসহ অন্যান্য অফিস রাতের আঁধারে গুটিয়ে নিয়ে সিন্ডিকেট সদস্যরা পালিয়ে যান। বিভিন্ন ম্যারেজ মিডিয়ার সহযোগিতায় প্রতরাণার ফাঁদ এখনো চলছে বহাল তবিয়তে।

সুন্দরী নারীদের সঙ্গে নিয়ে ম্যারেজ মিডিয়ার ছদ্মাবরণে গড়ে তোলা প্রতারক চক্রের মূল টার্গেট হচ্ছেন ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী এবং সরকারি কর্মকর্তারা। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত লোকজন প্রতারণার শিকার হলে অনেকেই সামাজিক সম্মানের কারণে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান না। প্রায় দেড় যুগ ধরে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) ব্যবসার নামে দেশজুড়ে রাতারাতি বড়লোক বনে যাওয়ার জন্য সীমাহীন ছোটাছুটি চলছে। ফ্ল্যাট, বাড়ি, গাড়ি, এলসিডি টিভি আরও কত কি পেয়ে যান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপ পর্যায়ের এজেন্টরা আর তৃণমূল পর্যায়ের লাখ লাখ গ্রাহক কোটি কোটি টাকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ইউনিপেটুইউ, ইউনিগেটওয়ে বাংলাদেশ, নিউওয়েসহ আরও শতেক নামে এমএলএম দোকান খুলে প্রতারণা চললেও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ বাধা দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। সর্বশেষ শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে আইটিসিএল নামের একটি এমএলএম প্রতিষ্ঠান ৭ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে তাদের সব অফিস তালাবদ্ধ করে দেয়। দীর্ঘ চার বছর চেষ্টার পর র‌্যাব সদস্যরা আইটিসিএলের মূল হোতা শফিকুর রহমানকে গ্রেফতার করলেও ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেউ।

এদিকে ফেসবুক ট্রাভেলার গ্রুপ খুলে ভয়ংকর প্রতারণার ফাঁদ পাতছে আরেকটি চক্র। এরা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নানা পন্থায় হাতিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ভুক্তভোগী এক যুবককে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত বিপণন প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন, ইবের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসার প্রস্তাব দেন প্রতারক জাকারিয়াসহ তার সহযোগীরা। তার পরই ডোমেইন কেনানো, ওয়েবসাইট বানানোর নামে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় ওই যুবকের। ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগের ওয়েব বেজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন

টিমের একজন কর্মকর্তা জানান, যত বেশি ডোমেইন তত বেশি মুনাফার প্রলোভন, একে একে ৪২টি ডোমেইন বিক্রি করে এক ব্যক্তি থেকেই হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ৩০ লক্ষাধিক টাকা।



প্রতারকদের কল্যাণে গ্রাহকরা ফা, ডেভিডফ, ভার্সাচি, নাইকি, অ্যাডিডাস ইত্যাদি বিশ্বমানের যে কোনো পণ্য ফেলনা দামে রাজধানীর ফুটপাথ থেকেই সংগ্রহ করতে পারছেন। বিশ্বের এমন কোনো ব্র্যান্ডের পণ্য নেই যা ফার্মগেটের ফুটওভার ব্রিজ বা গুলিস্তানের ফুটপাথে পাওয়া যায় না। 'বাটা' জুতার 'রাটা' সংস্করণ, 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি'র জায়গায় 'কেয়ার অ্যান্ড লাভলি'ও সুলভে মেলে! প্রতারকরা তাদের কাজে এতটাই সিদ্ধহস্ত তাদের প্রতারণা রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। নানা বুদ্ধির কৌশলে প্রস্তুতকৃত প্রতারণার ফাঁদে শুধু যে গ্রামীণ সহজ সরল, অজ্ঞ-অসচেতন মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা নয়, শহুরে শিক্ষিত সচেতন বাসিন্দারাও এসব প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে চলেছেন অহরহ। বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে নানা বেহালচিত্র। বহুমুখী প্রতারক এক মনির হোসেনের সন্ধান মিলেছে। তিনি নিজেকে কখনো ম্যাজিস্ট্রেট, কখনো সেনা অফিসার, আবার কখনো সচিবসহ সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে দেদার প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন মন্ত্রীর জাল স্বাক্ষর, জাল সার্টিফিকেট, ভুয়া দলিল তৈরির অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অসংখ্য

অভিযোগ আর জিডি-মামলা করেও তার প্রতারণার ধকল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না মানুষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয়বস্তুকে এমন নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হয় যে অবিশ্বাস করার প্রশ্নও কারও মাথায় আসে না।

বিদেশগামী অনেক শ্রমিকের বেলায় দেখা গেছে, এজেন্টরা টাকা নিয়ে শ্রমিকদের গলা কাটা পাসপোর্ট ধরিয়ে দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসার নকল জলছাপ ও লোগো এত সুন্দর করে প্রতারকরা পাসপোর্টে বসিয়ে দেন যে মনে হবে অরিজিনাল। বিষয়টি শেষমেশ ধরা পড়ে এয়ারপোর্ট পাস করার মুহূর্তে। ততক্ষণে শত শত শ্রমিকের লাখ লাখ টাকা নিয়ে প্রতারক চক্র উধাও। বিভিন্ন রোগকে পুঁজি করেও চলছে জমজমাট প্রতারণা ব্যবসা। এসবের মধ্যে গোপন রোগের চিকিৎসা সবচেয়ে বেশি হিট।

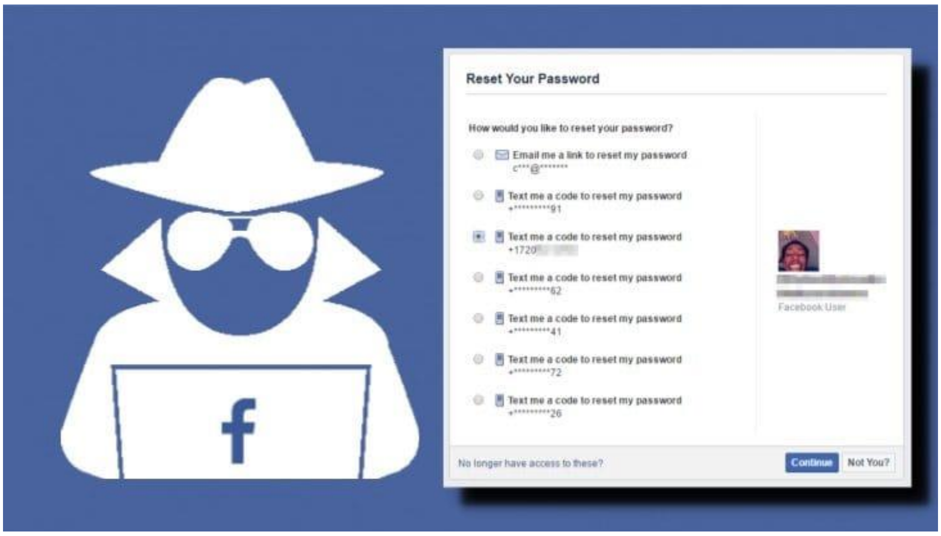
তথ্যসূত্র:

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/863590.details

ফেসবুক আইডি হ্যাক হলে কী করবেন

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেসবুক। ফেসবুকে ব্যক্তি বা সমাজ থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। সোশ্যাল সাইট ফেসবুক নিয়ে অনেকেরই অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন ধরেনর ছদ্ম নাম ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ লুণ্ঠন করা।

এসমস্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভিক্টিম হয় মেয়েরা। এছাড়াও বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে আইডি হ্যাকিং হচ্ছে কিছুটা ফিশিং সাইট ব্যবহার করে এবং ইয়াহু, আউটলুক ক্লোন করে, বেশ কিছু পাবলিক ফিগারের আইডি হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে ফেসবুকের রুলস মেনেই।



বিশেষ করে যারা অনলাইনে লেখালেখি করে তাদের আইডিগুলোর পাশাপাশি সেলেব্রিটি এবং ব্লু ভ্যারিফাইড আইডিগুলো হ্যাকের দিকে স্প্যামারদের লক্ষ্য থাকে। হ্যাকিংয়ের শিকার আইডিগুলো অনেক সময়েই রিকভারি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে আইডি থেকে প্রাপ্ত পার্সোনাল ছবি এর মাধ্যমেই ঘটে বিপত্তি।

অনেক সময় হ্যাকিংয়ের শিকার হন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা। ফলে রাজনৈতিক বিষয়কে হেয়প্রতিপন্য করে নানান ধরনের পোস্ট করা হয়ে থাকে। ফলে হ্যাকিংয়ের শিকার ব্যক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে অপরাধ গবেষণাবিষয়ক সংগঠন ক্রাইম রিসার্চ অ্যানালাইসিস ফাউন্ডেশন (ক্রাফ) টেকনিক্যাল টিমের সদস্য বিএম ইয়ামিন এ ব্যাপারে বলেন, হ্যাক হওয়া আইডির মালিকরা দ্রুততার সঙ্গে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে রাখা উচিত।

যাদের আইডি হ্যাক হয় সেসব আইডিতে ইমেইল সংযুক্ত থাকলে ৭২ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত রিকভারি করা যায়। যেসমস্ত আইডিগুলো রিকভারি করা সম্ভব হয় না সেই আইডিগুলো জিডির ওপর ভিত্তি করে ফেসবুক থেকে নিষ্ক্রিয় করারা সুযোগ থাকে যেন পরবর্তীতে আরও বড় হ্যারাসমেন্ট সৃষ্টি না হয়।

তথ্যসূত্র:

https://www.jugantor.com/tech/219473/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8

ফেসবুক আইডি হ্যাক রোধে করণীয়

১. পাসওয়ার্ড রক্ষা করতে হবে: কখনও পাসওয়ার্ড কারো সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না। এমন পাসওয়ার্ড নির্বাচন করুন যা অনুমান করা কঠিন। কখনই নিজের নাম বা সাধারণ শব্দ পাসওয়ার্ডে ব্যবহার করা উচিত না।

ফেসবুক পাসওয়ার্ডটি শুধু ফেসবুকের জন্য ব্যবহার করা উচিত। অন্য কোনো সিকিউরিটির ক্ষেত্রে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে তা প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

২. অন্য কেউ যেন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে না পারে তাই অতিরিক্ত নিরাপত্তা (Login Approvals) ব্যবহার করতে পারেন। এজন্য ফেসবুকের Two step verification পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।

৩. ই-মেইল অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখতে হবে।

৪. ব্যবহার শেষে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে অবশ্যই লগ আউট করতে হবে।

৫. নিউজ ফিডে অথবা মেসেঞ্জারে সন্দেহজনক কোনো লিংক দেখলে সঙ্গে সঙ্গে রিমুভ করে দিতে হবে। নিশ্চিত না হয়ে যেকোনো গেম, অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যদের পাঠানো কোনো লিংকে ক্লিক করা উচিত না।

৬. ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিকল্প ই-মেইল আইডি যুক্ত করুন। যদি আপনার প্রোফাইল কোনো কারণে হ্যাকও হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ফেসবুক আপনার দ্বিতীয় ই-মেইলে আপনার অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের জন্য তথ্য পাঠাবে।

৭. অপরিচিত কারোর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করার আগে তার প্রোফাইল চেক করে নিতে হবে।

৮. একেবারে ব্যক্তিগত কোনো ছবি, তথ্য (ফোন নম্বর, ঠিকানা, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি) ফেসবুকে শেয়ার করা উচিত না।

৯. আপনার পোস্ট কারা দেখতে পারবে তা সতর্কভাবে নির্বাচন করতে হবে।

১০. পাবলিক কম্পিউটারে (সাইবার ক্যাফে, ল্যাব ইত্যাদি) ফেসবুক ব্যবহার না করাই ভালো। তবে ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারের পর লগ ইন হিস্টোরি মুছে দিতে হবে।



ভুক্তভোগীর করণীয়:

ফেসবুক হ্যাকের মাধ্যমে হয়রানি কিংবা বিড়ম্বনার শিকার হলে কালক্ষেপণ না করে নিকটস্থ থানা পুলিশকে অবহিত করুন এবং জিডি অথবা মামলা করুন।

তথ্যসূত্র: https://www.banglanews24.com/share/news/bd/750275.details

অনলাইন প্রতারণা

এখন হচ্ছে প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারে জনজীবন বর্তমানে অনেকটাই সহজ ও সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির সহায়তায় আমরা খুব সহজেই জটিল কাজগুলো নিমেষেই সমাধান করতে পারছি। যেমন, শপিং করতে হলে আমাদের প্রথমত শপিং মলে যেতে হবে, শপিং মলে যাওয়ার সময় পড়তে পারে দীর্ঘ যানজট, যা অনেক সময় বিরক্তিকর একটি ব্যাপার। শপিং মলে পৌঁছে দোকানে দোকানে ঘুরে কাপড়চোপড় পছন্দের একটি ব্যাপার তো থাকছেই, যা অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নত ব্যবহারের ফলে এখন গড়ে উঠেছে অনলাইন শপিং। নেই কোনো যানজটের ভোগান্তি, নেই মূল্যবান সময়ের অপচয়। ইন্টারনেট ও ফেসবুকের সহায়তায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কাপড় পছন্দ করে নিমেষেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করে সহজে প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে। সময়ের ব্যবধানে এর ব্যবহার এখন উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে। যার ফলে দেশের বড় বড় বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যন্ত এখন অনলাইনে তাদের কার্যক্রম চালু করেছে।



শুধু যে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু নয়, বরং ছাত্রছাত্রীরা নিজের ভরণপোষণ নিজে বহন করার জন্য গড়ে তুলছে অনলাইন ব্যবসা। বিভিন্ন ধরনের পণ্য অবাধে

কেনাবেচার কার্যক্রম চালিয়ে নিজে এবং অন্যদের লাভবান করে নিচ্ছে একমাত্র প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারে। তাদের বেশির ভাগেরই নেই কোনো নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বা দোকান। নেই মাসে মাসে দোকান ভাড়ার ভোগান্তিসহ নানা রকম জটিলতা। প্রযুক্তির এমন সদ্ব্যবহারের মধ্যে গড়ে উঠছে প্রতারণার ফাঁদও। এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে অসৎ লোক ও অসাধু ব্যবসায়ী। তাদের মায়াজালে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতা অনলাইন ব্যবসার নামে বিভিন্ন রকম প্রতারণার চক্রে চরম ভোগান্তিতে পড়ছে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই। অনলাইন জগতে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেও অনেক সময় বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কখনো ক্রেতা টাকা পরিশোধের পর পাচ্ছে ভুয়া পণ্য। কখনো কখনো বিক্রেতা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অগ্রিম অল্প টাকা পরিশোধিত করে পাচ্ছে পণ্য ডেলিভারি। কুরিয়ার ডেলিভারির সময় বিভিন্ন রকম মারধরের মাধ্যমে পণ্য ও টাকা উভয়ই আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। মারধর বা হেনস্থা তো আছেই। এমন ঘটনা কিন্তু ঘটছে।



পরিশেষে বলতে চাই, অনলাইনে প্রতারণার শিকার রোধ করতে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতা অনলাইন কেনাবেচায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। সরকারের সাইবার সিকিউরিটিকে আরও বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। অনলাইন বেচাকেনা করতে হলে রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্ট বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং প্রতারণার অভিযোগ উঠলে সেটিকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে দেশের ই-কমার্সের পরিসর আরও বাড়বে ও

শক্তিশালী হবে। কেউ যাতে অনলাইন প্রতারণার শিকার না হয় এমন প্রত্যাশা রাখছি সরকারের কাছে।

যারা প্রতারণা বা ধোঁকাবাজির সঙ্গে জড়িত, তাদের পরিণাম যে ভয়াবহ তা স্পষ্ট করা হয়েছে হাদিসের বর্ণনায়। নবি পাক (সা.) বলেন, 'ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামী।' (বাযযার) অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'পাঁচ ব্যক্তি জাহান্নামী হবে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে যে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাবস্থায় কারও ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে ধোঁকা দেয়।'(সহিহ মুসলিম)

হাদিসে আরো বর্ণিত আছে- হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ধোঁকাবাজ ও প্রতারণাকারী জাহান্নামে যাবে। (বায়হাকি) প্রতারক শুধু জাহান্নামীই নয়। বরং সে নবি করিম (সা.) এর উম্মত থেকেও খারিজ হয়ে যায়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নের হাদিস থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের লোক নয়। আর যে কেউ কাউকে প্রতারিত করবে, সেও আমাদের লোক নয়। (সহিহ মুসলিম)

জেনে রাখা উচিত যে, প্রতারণার সুনির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র নেই। বরং নানাভাবে প্রতারণা করা হয়ে থাকে। কথাবার্তা, কাজকর্ম, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভেজাল মেশানো, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, মানুষকে ঠকানো, লটারি জেতার কথা বলে প্রতারণা, মাছ ও সবজিতে ফরমালিন মেশানো, জাল টাকা চালিয়ে দেওয়া, ওজনে কম দেওয়া, বেশি দামের জিনিসের সঙ্গে কম দামের জিনিস মিশিয়ে দেওয়া, মিথ্যা হলফ করে অন্যের হক নষ্ট করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া প্রভৃতি। এককথায়, যে কোনোভাবে যে কোনো প্রাণীকে ঠকানোই মানে ধোঁকা।

তথ্যসূত্র:

https://www.swadhindesh.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B9-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/

ধোঁকা-প্রতারণা ইসলামে নিষিদ্ধ

ধোঁকা দেওয়া কিংবা প্রতারণা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আদর্শ বিবর্জিত ইসলামে নিষিদ্ধ এ কাজটি দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামি শরিয়তে ধোঁকা বা প্রতারণায় ৩টি মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়। এ কারণে ধোকাবাজ সম্পর্কে কঠিন ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবি। একাধিক হাদিসে তিনি বলেছেন-

১. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (মুসলিম)



২. অন্য হাদিসে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'এরূপ করাও প্রতারণা যে- তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।'

৩. মানুষকে কেনা-বেচায় ধোঁকা দিতে নিষেধ করেছেন বিশ্বনবি। হাদিসে পাকে এসেছে-

'বাজারে পৌঁছার আগেই (অল্প দামে) কেনার জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ (শলা-পরামর্শ) করবে না। পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং কেউ অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার অপচেষ্টা করবে না।' (তিরমিজি)

শুধু তা-ই নয়, বেচার সময় ওজনে কম দেওয়া এবং নেওয়ার সময় ওজনে বেশি নেওয়া দুনিয়া ও পরকালের জন্য মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ - أَلَا يَظُنّ ُ أُولَئِكَ أَنَّهُم
سِجِّينٍ لَفِي الفُجَّارِ كِتَابَ إِنَّ كَلَّا - الْعَالَمِينَ لِرَبِّ النَّاسُ يَقُومُ يَوْمَ - عَظِيمٍ لِيَوْمٍ - مَّبْعُوثُونَ

'যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহা দিনে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জিনে আছে।' (সুরা মুতাফফিফিন: আয়াত ১-৭)

ধোঁকা-প্রতারণা এক মারাত্মক ব্যাধি। রাষ্ট্রীয় আইনেও এটি জঘন্য অপরাধ। দেশের প্রচলিত আইনে ৪১৫ ও ৪২০ ধারায় এ অপরাধ চিহ্নিত। এ ছাড়াও ৪০৬, ৪০৮ এবং ৪০৯ ধারায় বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ দমন করা হয়। ধোঁকা-প্রতারণায় ৪২০ ধারায় সবচেয়ে বেশি মামলা হয়। এ আইনে যার শাস্তি সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব অপরাধে ১০ বছর পর্যন্ত কারদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে।

আর ইসলামি শরিয়তে ধোঁকা বা প্রতারণায় ৩ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। যার প্রতিটি মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত। তাহলো-

১. হারাম

প্রথমত এটি নীতি বিবর্জিত হারাম কাজ হলো ধোঁকা বা প্রতারণা। হারাম ও অনৈতিক কাজ হওয়ার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন-

مِنَّا فَلَيْسَ غَشَّنَا مَنْ

'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় বা প্রতারণা করে সে আমাদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভূক্ত নয়।' (মুসলিম)

২. হক্কুল ইবাদ নষ্ট

দ্বিতীয়ত অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি করা কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার কারণে এটি হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার হরণের শামিল। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অনেক ভয়ংকর অপরাধ। যে অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

যার হক নষ্ট করা হবে তার সঙ্গেই সমঝোতা করতে হবে। ধোঁকা-প্রতারণায় বান্দার হক নষ্ট করার যথাযথ সমাধানে ব্যর্থ হলে পরকালে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ফলে পরকালে বিচারের দিন মহান আল্লাহ ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ধোঁকা বা প্রতারণাকারীর নেকিগুলো যার সঙ্গে ধোঁকা দেওয়া বা প্রতারণা করা হয়েছে তাকে দিয়ে দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়- প্রতারিত ব্যক্তির গোনাহগুলো ধোঁকাবাজ-প্রতারকের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং ধোঁকাবাজ-প্রতারক হয়ে পড়বে আমলহীন-নিঃস্ব। অবশেষে প্রতারক ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবে। আর যদি প্রতারক বা ধোঁকা দেয়া ব্যক্তি দুনিয়ায় প্রতারণার সম্পদ ও সংঘটিত বিষয়ের সমাধান করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে এ অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। পরকালের এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে।

৩. শান্তি বিনষ্টকারী অপরাধ

তৃতীয়ত ধোঁকা-প্রতারণা প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন ও শান্তি বিনষ্টকারী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দেশের প্রচলিত আইনে ৪১৫ ও ৪২০ ধারায় এ অপরাধ চিহ্নিত। এ ছাড়াও ৪০৬, ৪০৮ এবং ৪০৯ ধারায় বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ দমন করা হয়। ধোঁকা-প্রতারণায় ৪২০ ধারায় সবচেয়ে বেশি মামলা হয়। রাষ্ট্রীয় আইনে যার শাস্তি সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব অপরাধে ১০ বছর পর্যন্ত কারদন্ডের বিধান রয়েছে।

জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকারের উপর অর্পিত। তাই রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যদি অন্য কোনো নাগরিকের সঙ্গে বস্তু, সম্পদ বা যে কোনো বিষয় নিয়ে ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নেয় তবে ওই ব্যক্তির শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এ দুইটি ধারায় শাস্তি ও জরিমানার বিধান রেখেছে রাষ্ট্র।

প্রতারক বা ধোঁকা দেয়া ব্যক্তিকে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করে থাকে। সে কারণেই দুনিয়ার সব দেশেই ধোঁকা বা প্রতারণা ঠেকাতে জেল-জরিমানাসহ কঠোর শাস্তির

বিধান রয়েছে। মনে রাখতে হবে ধোঁকা বা প্রতরণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে দান-সহযোগিতা, ধর্মীয় কাজ কুরবানি, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট-কালভার্ট নির্মাণ কোনোটিই বৈধ নয়। আর এতে সাওয়াবও মিলবে না।

কেননা দান-সহযোগিতা, সমাজ সংস্কারসহ জনকল্যাণমূলক কাজ কোনো ব্যক্তির জন্য আবশ্যক নয় বরং তা মোস্তাহাব বা নেকির কাজ। আর ইসলামে ধোঁকা ও প্রতারণা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ।

সে কারণে ধোঁকা ও প্রতারণায় অর্জিত সম্পদ ধর্মীয় যে কোনো কাজে ব্যবহারের যেমন কোনো নিয়ম নেই তেমনি দুনিয়ার কল্যাণমূলক কোনো কাজেও তা ব্যবহার যোগ্য নয়। আর তাতে সাওয়াব লাভেরও কোনো সুযোগ নেই।

হারাম কাজের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে মোস্তাহাব বা নেকির কাজের দিকে ধাবিত হওয়া কোনো মুমিন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। বরং ধোঁকা ও প্রতারণার সব কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখা সাওয়াব ও নেকির কাজ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা বা প্রতারণার মতো জঘন্য নিষিদ্ধ ও দুনিয়ার শাস্তিযোগ্য কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। হাদিসের নির্দেশনা মোতাবেক ধোঁকা ও প্রতারণামুক্ত থেকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলভূক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র: https://www.jagonews24.com/religion/news/695369

ইসলামের দৃষ্টিতে ঠকবাজি ও প্রতারণার শাস্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা যেমন জঘন্য অপরাধ। তেমনি ধোঁকাবাজরা তাদের অপকর্মের মাধ্যমে শুধু অপরকেই প্রতারিত করে না। বরং নিজেদেরকে এই অপরাধ বলয়ের মধ্যে জিম্মি করে ফেলে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন -

بِاَهْلِهِ اِلَّا السَّيِّئُ الْمَكْرُ يَحِيْقُ لَا

'ধোঁকা ধোঁকাবাজদেরই ঘিরে ফেলে।' (সূরা ফাতির: ৪৩)

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে প্রতারণা ও প্রতারক, উভয়ের ব্যাপারে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে,

لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ

يَسْتَوْفُونَ النَّاسِ عَلَى اكْتَالُواْ إِذَا الَّذِينَ

يُخْسِرُونَ وَّزَنُوهُمْ أَو كَالُوهُمْ وَإِذَا

'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের থেকে মেপে নেয়ার কালে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য মাপে বা ওজন করে, তখন কম দেয়।' (সূরা মুতাফফিফীন: ১-৩)

এমনিভাবে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণা থেকে সতর্ক করেছেন এবং প্রতারকের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَل يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের এক স্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি খাবারের স্তুপে হাত প্রবেশ করালেন, তার আঙুলগুলো ভিজে গেল। তাই তিনি বললেন, 'হে খাবারওয়ালা, এটা কী? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, তাতে বৃষ্টির পানি পড়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কী তা খাবারের উপরে রাখতে পারলে না, যাতে মানুষ তা দেখে? যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।' অন্য রেওয়ায়েতে আছে 'যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'। অপর রেওয়ায়েতে আছে 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়।' (ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন) । সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২।



প্রতারণা ও জালিয়াতির অসংখ্য উপায় ও মাধ্যম সমাজের মাঝে প্রচলিত। দীনী পরিবেশের অনুপস্থিতি ও দুর্বলতাই এর প্রধানতম কারণ। ঈমানের অনুপস্থিতি, আল্লাহকে হাজির না ভাবার কারণে তারা প্রতিনিয়ত প্রতারণা ও জালিয়াতীর আশ্রয় নিচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত আছে, তিনি বলেছেন, 'যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'। হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, যেকোনো কাজে-কর্মে প্রতারণা রাসূলের এ উক্তির আওতাভুক্ত। প্রতারণার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে

কোনো বিষয়েই কেউ প্রতারণা করতে পারবে না, এটি সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে গণ্য হবে। এ হাদীসটি এবং সমঅর্থভুক্ত অন্যান্য হাদীস এ ব্যাপারে উত্তম দলীল।'

সুতরাং রাসূল (সা.) এর উক্তি 'আমাদের দলভুক্ত নয়' প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। প্রতারণা, প্রতারণার নোংরা এলাকায় পা বাড়ানো, তার ভয়াবহ ঘেরাটোপে আটকে পড়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এ উক্তিই আমাদেরকে সরল পথ দেখাবে।

প্রতারণার ক্ষতি

প্রতারণার রয়েছে নানাবিধ ক্ষতি, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

১. প্রতারণা মানুষকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দেয়, নিক্ষেপ করে তার ভয়াবহ ও স্থায়ী আগুনে।

২. প্রতারণা ব্যক্তির আত্মিক নীচুতা ও মানসিক কলঙ্কের পরিচায়ক। সুতরাং চরম নীচু মানসিকতার অধিকারীই কেবল তা করে থাকে, এবং স্থায়ী ধ্বংসে পতিত হয়।

৩. প্রতারক ক্রমে আল্লাহ ও মানুষ থেকে দূরে সরে যায়।

৪. প্রতারণা দোয়া কবুলের পথ বন্ধ করে দেয়।

৫. তা সম্পদ ও বয়সের বরকত ধ্বংস করে দেয়।

৬. তা ঈমানের দুর্বলতা ও কমতির পরিচায়ক।

৭. অব্যাহত প্রতারণা ও জালিয়াতী প্রবণতার ফলে প্রতারক গোষ্ঠীর উপর যালিম ও কাফিরদেরকে চাপিয়ে দেয়া হয়।



ইবনে হাজার হায়সামী বলেন, এ ধরণের মন্দ প্রবণতা অর্থাৎ প্রতারণার ফলে আল্লাহ তাদের উপর যালিমদেরকে চাপিয়ে দেন, ফলে তারা তাদের ধন-সম্পদের ছিনতাইকারীতে পরিণত হয়। তাদের সম্মান হানী করে। এমনকি কখনো কখনো তাদের উপর কাফিরদেরকে চাপিয়ে দেন, তারা তাদেরকে বন্দী করে ফেলে, তাদেরকে দাসে পরিণত করে এবং তাদেরকে আক্রান্ত করে সর্বাত্মক শাস্তি ও সীমাহীন লাঞ্ছনা।

মুসলমানদের উপর কাফিরদের এই আধিপত্য, তাদেরকে বন্দী করা, দাসে পরিণত করা আধুনিক যুগের এ সকল সমস্যার অধিকাংশ ঘটছে, যখন ব্যবসায়ীরা নানাবিধ প্রতারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে, নানা উপায়ে মানুষকে তারা ঠকাচ্ছে, জালিয়াতী করে মানুষকে সর্বস্বান্ত করছে। এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ তায়ালার ভয় শূন্য হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

উল্লেখিত কিংবা অনুল্লেখিত যেকোনো প্রকার প্রতারণায় যে ব্যক্তি লিপ্ত হয়েছে, তার প্রতি আমাদের করুণ আবেদন হলো: হে আমার ভাই, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, যাবতীয় গোপন বিষয়ের অধিকারী সর্ববিষয়ে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক হও, সাবধান হও। তার শাস্তি ও আযাবের কথা স্মরণ কর। এবং জেনে রাখ, দুনিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে পরকালে সে হিসেব নেয়া হবে। ভালো বা মন্দ যত ক্ষুদ্রই হোক, পরিণতিতে তা প্রভাব রাখবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا

'যারা তাদের পশ্চাতে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেছে, যাদের উপর তারা ভীত, তারা যেন ভয় করে। অতএব, তারা যেন আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তারা যেন সোজা কথা বলে।'

(সূরা নিসা: ৯)

যে এই আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা করবে সে অবশ্যই তার সন্তানদের ব্যাপারে ভীত হবে এবং মন্দ কর্ম হতে বিরত থাকবে।

তথ্যসূত্র: https://www.daily-bangladesh.com/religion/91754

ইন্টারনেট প্রযুক্তি

এটা বিশ্বকে একই নেটওয়ার্কের মধ্যে এনেছে। এটাও অপব্যবহারের শিকার। ফলে এই প্রযুক্তির কুফলও অধিক। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কিশোররাও সহজেই পর্ণোগ্রাফীতে নিমজ্জিত হচ্ছে। এর খারাপ প্রভাব পড়ছে কিশোরদের মন-মগজে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অশ্লীল অডিও, ভিডিও প্রচারের ফলে অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি হচ্ছে। ফলে নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, হত্যা-গুম ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই প্রযুক্তির অবদানকে খুব কম মানুষই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে। আগে এসব ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো বিরল ছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে তা হাতের মুঠোয় এসেছে। কিছুদিন আগের এক জরিপে জানা যায়, বিপুল সংখ্যক স্কুল শিক্ষার্থীরা পর্ণোগ্রাফীর সাথে জড়িত। এছাড়া স্মার্ট ফোনের ওয়াইফাই শেয়ারিং (shareit, anyshare etc.) ও ব্লুটুথের (Bluetooth) মাধ্যমে এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে সহজেই তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। পরিবারের প্রধানদের যথাযথ মনিটরিং-এর অভাবে এগুলো আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।



তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/1370

প্রযুক্তির নতুন ফাঁদ, শপিং সেন্টারে ভয়ংকর বিপদ!

প্রযুক্তির ছোয়ায় মানুষের জীবন যাপনে এসেছে নতুন গতি। আবার এর অপব্যবহারে বাড়ছে মহাবিপদ। প্রযুক্তির অপব্যবহারে খুব সহজেই আপনি ও আপনার আপনজন হতে পারেন নোংরামির শিকার। বিপদ এড়িয়ে আপনি হয়তো বাঁচার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে অপরাধীরা আপনাকে ফাঁদে ফেলতে কোমর বেধে নিচ্ছে প্রস্তুতি। এসব ভয়ংকর বিপদ এড়িয়ে চলতে সাবধানতার বিকল্প নেই। প্রযুক্তির হাত ধরে বদলেছে পুরোনো অভ্যাস। কেনাকাটায় যোগ হয়েছে দারুণ সব সুযোগ। শপিং বা কেনাকাটায় সচেতনতা বাড়াতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ংকর বিপদ।

বর্তমানে অধিকাংশ শপিং সেন্টারে থাকছে ট্রায়াল রুম। সেখানে পছন্দের পোশাকটি ঠিকঠিক গায়ের মাপে কি না তা দেখে নেয়া যাচ্ছে। কিছু কুরুচিপূর্ণ মানুষ সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সমাজে ঘটাচ্ছে নানা রকম নোংরামি।

প্রয়োজনীয় ট্রায়াল রুম বা পাবলিক টয়লেটে সেট করছে গোপন ক্যামেরা। আর গোপনে ভিডিও করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। এমন পরিস্থিতিতে আপনি বা আমি কতটুকু নিরাপদ? তাই দরকার আগেই গোপন ক্যামেরা শনাক্ত করা।

শপিংমলের ট্রায়াল রুমে যে আয়না থাকে সেটা আসল নাও হতে পারে, এটিও গোপন ক্যামেরার মতই মারাত্মক! প্রযুক্তির অপব্যবহারে আসল আয়নার মাঝে এখন যুক্ত হয়েছে নকল আয়না, যাকে বলা হয় দ্বিমুখী আয়না। এই আয়নায় আপনি আপনার চেহারা দেখতে পারবেন, কিন্তু ভুলেও বুঝতে পারবেন না যে অন্য পাশ হতে কেউ আপনাকে দেখছে!

শপিংমলের ট্রায়াল রুমে পোশাক পাল্টানোর সময় হিডেন বা পিন হোল ক্যামেরায় ছবি উঠে যাওয়ার ঘটনাতো সবাই জানেন। কিন্তু এবার নতুন বিপদ! ট্রায়াল রুমে আপনি যে আয়নার সামনে পোশাক পাল্টাচ্ছেন সেই আয়নার মধ্য দিয়েই হয়তো আপনার গোপন মুহূর্ত দেখে নিচ্ছে অন্য কেউ।

বিভিন্ন শপিংমলে, দোকানের ট্রায়াল রুমে এক শ্রেণির বিকৃত মনের অসাধু মানুষেরা এসব গোপন ক্যামেরা রেখে প্রতিদিন আপনার আমার অজান্তেই ধারণ করছে মেয়েদের নগ্ন ছবি-ভিডিও! যার ভয়ানক প্রভাব আমাদের কারোই অজানা নয়।

খুব সহজেই তারা মেয়েদের কাপড় বদলানোর নগ্ন ভিডিও ধারন করে তা বিভিন্ন ওয়েব পেজে ছড়িয়ে দিয়ে থেকে আয় করছে টাকা।আবার কেওবা স্রেফ বিকৃতির কারনেই ছড়িয়ে দিচ্ছে এসব নগ্ন ছবি। যার ফলসশ্রুতিতে এখন ইউটিউব এবং বিভিন্ন পর্ণ সাইটে লাখ লাখ হিডেন ক্যামেরার ফুটেজ!

কিভাবে বুঝবেন টু ওয়ে মিরর ব্যবহার করা হয়েছে কি না?

শপিং মল অথবা দোকানের যে ট্রায়ালরুমে আপনি চেঞ্জের জন্য ঢুকছেন সেখানে কোন আয়না থাকলে আপনার আঙ্গুল তির্যকভাবে রাখুন। আপনার আঙ্গুলের ছবিতে যদি গ্যাপ দেখতে পান তাহলে ঠিক আছে। এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে এখানো গোপনে আপনাকে কেউ ভিডিও করছে।

রুমে গোপন ক্যামেরার অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় খুব সহজে। কাজটি আপনিও করতে পারেন মাত্র এক মিনিটে। এজন্য ট্রায়াল রুমে ঢুকে আপনার মোবাইল থেকে কাউকে কল দেয়ার চেষ্টা করুন। যদি কল করা যায় ও নেটওয়ার্ক ঠিক থাকে, তাহলে বুঝবেন গোপন ক্যামেরা নেই। আর যদি কল করা না যায় ও নেটওয়ার্ক হঠাৎ করে একদম ডাউন হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন সেখানে অবশ্যই গোপন ক্যামেরা রয়েছে।

তথ্যসূত্র: https://www.janomot.com/news/11273

টিকটক কি?

টিকটক, যা চীনে দৌয়িন নামে পরিচিত (চীনা: 抖音; ফিনিন: Dǒuyīn; আক্ষরিক অর্থে "গলা কম্পন ছোট ভিডিও"), হলো একটি সঙ্গীত ভিডিও প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে চালু করা হয়েছিল। টিকটকের প্রতিষ্ঠাতা ঝাং ইয়েমিং। বর্তমানে এটি এশিয়ার নেতৃস্থানীয় ছোট ভিডিওর প্ল্যাটফর্ম এবং বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় সঙ্গীত ভিডিওর সম্প্রদায় হিসেবে এটি বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অ্যাপটি ২০১৮ সালের জুন মাসে ১৫০ মিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারীর মাইলফকে (৫০০ মিলিয়ন মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী) পৌঁছেছে, এবং ২০১৮ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড করা অ্যাপ্লিকেশন ছিল, আনুমানিক ৪৫.৮ মিলিয়ন ডাউনলোডের হয়।

নাচ, কৌতুক এবং শিক্ষার মতো বিষয়ের ৩ থেকে ৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত সময়সীমার বিভিন্ন ধরণের ছোট ভিডিও তৈরি করার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়।

তথ্যসূত্র:

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%95

টিকটক ভিডিও: কী বলে ইসলাম?

রাতারাতি সেলিব্রিটি হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় এখন টিকটক। অল্প সময়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে অ্যাপটি। বিশ্বের প্রায় ৭৫টি ভাষায় এই অ্যাপটি বানানো হয়েছে। ৮০০ মিলিয়নবারেরও বেশি ডাউনলোড হয়েছে অ্যাপটি। বর্তামানে ফানি ও শর্ট ভিডিওর সর্ববৃহৎ অ্যাপ এটি। বিভিন্ন গানের অংশ, সিনেমা, নাটক বা কৌতুকের ডায়ালগগুলোর সঙ্গে অভিনয় করে রাতারাতি হাজার হাজার ফলোয়ার পেয়ে যাচ্ছে অনেকেই। সেলিব্রেটি হওয়ার নেশায় কেউ কেউ আবার বিভিন্ন ওয়ায-মাহফিলের অংশবিশেষ দিয়েও টিকটক ভিডিও বানাচ্ছে। কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে নিজের অজান্তেই দীন-ইসলাম নিয়েও ফান করা শুরু করে দিয়েছে। কৌতুক বা হাস্যরসের ছলে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী মুসলমানরা। জাতির প্রাণশক্তি বলা হয় যে তরুণ সমাজকে, তারাই যদি সব বাদ দিয়ে জীবনটাকে নিবেদিত করে কৌতুক আর হাস্যরসের পেছনে, তাহলে জাতির কী অবস্থা হবে?

ইসলামের দৃষ্টিতে এসবকিছুই মারাত্মক গুনাহের কাজ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এসব অনর্থক কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا **خَلَقْنَا** السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ‘আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, আমি তা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।’ [সুরা আম্বিয়া, ২১: ১৬]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

‘একশ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশে ‘লাহওয়াল হাদিস’ তথা অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।’ [সুরা লুকমান, ৩১: ৬]

সুতরাং অশ্লীলতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপে পরিপূর্ণ এসব ভিডিও তৈরি করা অত্যন্ত জঘন্য পাপ। দুনিয়া ও আখিরাতে যার জন্য ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা এসেছে। যতজন এই ভিডিওগুলো দেখবে সবার পাপের একটা অংশ ভিডিওনির্মাতা পেতে থাকবে। এমনকি মৃত্যুর পরও এই গুনাহ জারিয়াহ বা চলমান হিসেবে আমলনামায় যোগ হতে থাকে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن دَعَا إلى هُدى، كَان لَه مِنَ الأَجر مِثل أُجُور مَن تَبِعَه، لاَ يَنقُصُ ذلك مِن أُجُورِهِم شَيئًا، ومَنْ دَعَا إلى ضَلاَلَة، كان عَلَيه مِن الإِثْم مِثل آثَامِ مَن تَبِعَه، لاَ يَنقُصُ ذلك مِن آثَامِهِم شَيْئًا».

[صحيح] – [رواه مسلم]

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

'যে ব্যক্তি মানুষকে নেক কাজের দাওয়াত দেবে সে ওই লোকদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে; যারা তার দাওয়াত পেয়ে নেক কাজ করবে অথচ তাদের সওয়াবের সামান্যও হ্রাস পাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে গুনাহের কাজে আহ্বান করবে সে ওই লোকদের সমপরিমাণ গুনাহ পাবে, যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে গুনাহের কাজ করবে। অথচ তাদের গুনাহ হ্রাস পাবে না।' [মুসলিম, আসসাহিহ: ৬৯৮০]

আবার কিছু ভিডিও হয় কারও প্রতি ট্রল বা ঠাট্টা-বিদ্রুপমূলক। এটিও জঘন্য পাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُنَّ خَيۡرًا مِّنۡهُنَّ ۚ وَ لَا تَلۡمِزُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ لَا تَنَابَزُوۡا بِالۡاَلۡقَابِ ؕ بِئۡسَ الِاسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَعۡدَ الۡاِيۡمَانِ ۚ وَ مَنۡ لَّمۡ يَتُبۡ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۱۱﴾,

'হে ঈমানদাররা, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।' [সুরা হুজরাত, ৪৯: ১১]

পতনের কালে নাকি কোনো জাতি অত্যধিক মাত্রায় ভোগ-বিলাস আর আত্মপ্রমোদে লিপ্ত হয়ে যায়। ইতিহাস তাই বলছে। আজকে দেশ, জাতি, সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহ কী নিদারুণ পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে দিনানিপাত করছে। এই পরিস্থিতিতে বিশাল সংখ্যক মুসলিম যুবক এরকম হাসি-ঠাট্টা, মওজ-মাস্তিতে লিপ্ত থাকাটা উম্মাহর জন্য বড় ব্যর্থতা বৈ কি!

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ يَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِهِمۡ وَ يَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَهُمۡ ؕ ذٰلِكَ اَزۡكٰى لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا يَصۡنَعُوۡنَ ﴿۳۰﴾

"মুমিন পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।" [সূরাতুন নূর (২৪): আয়াত ৩০]

কাজেই দৃষ্টি সংযত করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এটা আমরা জানি এবং স্বীকারও করি। তবে এর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। বাস্তব জীবনে দৃষ্টির সংযম কীভাবে করতে হবে তা জানতে হাদীসের দিকে যাওয়া যাক।

জারীর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো মহিলার ওপর আমার আচমকা নজর পড়ে গেলে আমি কী করবো?" তিনি জবাব দিলেন, "তোমার নজর ফিরিয়ে নাও।" (আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

আরেকটি হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত)নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়।" (আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী) তাছাড়া কুদৃষ্টিকে তিনি চোখের ব্যভিচার হিসেবেও অভিহিত করেছেন। (মিশকাত)

সুতরাং আমরা বুঝতে পেরেছি আসলেই ননমাহরামদের দিকে বিনা ওজরে তাকানো কত বড় গুনাহ। আর আমরা TikTokএ দেখতে পাই প্রায় ৯০% ভিডিওই অশ্লীল বা খারাপের দিকে আহবান করে সামান্য ১০% ভালো বা ভালো আর খারাপের মাঝামাঝি আর এটি এমন এডিক্টেট করে, যেটা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে পেলে। সুতরাং বুঝতেই পরতেছেন এটা কিভাবে আল্লাহ বিমুখতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটিকে আপনি নির্দিধায় হারাম বলতে পারেন।আর টিকটক কাউকে রেফার করলে তা আরো ভয়নকর পাপ।আপনি যেটার দিকে আহবান করতেছেন কেউ যদি আপনার রেফারে সাড়া দিয়ে টিকটক দেখা শুরু করে তবে সে যতটুকু গুনাহ করবে ঠিক ততটুকু গুনাহ আপনার খাতায়ও লেখা হবে সে আজীবন করলে আপনিও আজীবন বা মরার পরও গুনাহ পেতে থাকবেন।বিনিময়ে আপনি সামান্য কিছু টাকা পাবেন।

তথ্যসূত্র: https://www.odhikar.news/religion-and-life/92385

রেডিও

পরিবারের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বহু বছর থেকে রেডিও ও টেলিভিশন স্থান দখল করে রেখেছে। মাঝে রেডিওর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেলেও এফ. এম রেডিও-এর মাধ্যমে এটির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে এই মাধ্যমে ইসলামিক কোন কিছুই প্রচার হয় না। এটা অনৈসলামী কার্যকলাপের অন্যতম হাতিয়ার। কোন প্রকার তার বা সেট ছাড়া মোবাইলে চালু করা যায় বলে সমাজে এর প্রভাব অনেক বেশী। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ভাষারও বিকৃতি হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।



তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/1370

টেলিভিশন

বাড়ীর চারদেয়ালের মধ্যে বিনোদনের মাধ্যম টেলিভিশন আজকাল 'শয়তানের বাক্সে' পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের মহিলারা এখন জাতীয় ও বিজাতীয় সিরিয়ালে আসক্ত। ফলে অপসংস্কৃতির সয়লাব সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসব সিরিয়ালের ফলে নারীরা বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজা-পার্বণ, ভাষা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। পরিবারের নারী সদস্যদের দেখে দেখে শিশুরাও এতে আকর্ষিত হচ্ছে। এই মাধ্যমে ভালো কোন ইসলামিক চ্যানেল না থাকায় এগুলোর প্রভাব আরো বেশী ত্বরান্বিত হচ্ছে। অধুনা খ্যাতিমান দাঈ ডা. যাকির নায়েক পিসটিভি চালু করার মাধ্যমে এটার বিপক্ষে একটি সুস্থ-ধারা প্রচলনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিছুদিন চলার পর অনৈসলামী শক্তির প্রভাবে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এই চ্যানেল ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করছিল।



তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/1370

টিভি দেখার ক্ষতিসমূহ:

টিভি, বিশেষ করে হিন্দি সিরিয়াল এবং ভি সি আর ইত্যাদি দেখার দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল, যাতে তার ভয়াবহ পরিণাম দেখে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

১। চোখের যিনা: সিনেমা টিভি দেখার সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য হল মহিলাদের সৌন্দর্য দ্বারা পুরুষদের মনোরঞ্জন করা। নারীদেরকে অশ্লীল আর নির্লজ্জভাবে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে উপস্থাপন করা হয়। যা দেখার কারণে চোখের যিনা হতে থাকে। তদ্রূপ পুরুষদের দেখে মহিলারাও চোখের যিনায় লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হচ্ছে। হাদীসে এসেছে চোখও যিনা করে, আর তার যিনা হচ্ছে বেগানা মহিলাদেরকে দেখা। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)

২। কানের যিনা: সিনেমা ও টিভির পর্দায় গান-বাজনা, কাওয়ালী, যুবতী মেয়েদের উলঙ্গ নাচ আর নায়িকাদের মনোহারিণী আওয়াজ। ঢোল-তবলা, সেতারা বেহালার মনোমুগ্ধকর ঝংকার। গানের সুরলহরী, প্রেম ভালবাসার অশ্লীল ডায়ালগ ইত্যাদি সব কানের যিনা। হাদীসে এসেছে কানও যিনা করে, আর যিনা হচ্ছে গায়রে মাহরামের আওয়াজ শ্রবণ করা। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)

৩। অন্তরের যিনা: সিনেমা টি ভির পর্দায় উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ, টাইটফিট পোশাক বেগানা মহিলাদেরকে দর্শন করা আর গান-বাজনার বিভিন্ন আকর্ষণীয় আওয়াজে পুলকিত হওয়া, আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে অন্তরের সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া, তার যৌনতা আর চিত্তাকর্ষকতা কল্পনা করে মনে মনে শিহরিত হওয়া এবং মজা অনুভব করা ইত্যাদি সবই অন্তরের যিনা। হাদীসে এসেছে অন্তরও যিনা করে, আর তার যিনা হচ্ছে কল্পনা আর কামভাব পূরণের আশা করা। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)

৪। লজ্জা-শরমের বিলুপ্তি: পরিবারের সকল সদস্য; পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন সকলে একত্র বসে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ ছবি দেখতে থাকে। যার দ্বারা হায়া-শরম খতম হতে থাকে। অথচ লজ্জা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। (বুখারী শরীফ হা: নং ৯)

৫। অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনার ব্যাপকতা: যে সকল লোকেরা সিনেমা ও টিভি দেখায় অভ্যস্ত হতে থাকে, চরিত্রগত দিক দিয়ে তাদের মন ও মস্তিষ্ক সব নিম্নস্তরে নেমে আসে। তাদের নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতার মাপকাঠি পরিবর্তন হয়ে যায়। গতকাল পর্যন্ত যে বিষয়টিকে সে উলঙ্গপনা আর অশ্লীলতা বলে জানতো আজ সেটাকে নিতান্তই সাধারণ বা এটাকেই মডার্ন মনে করছে। অথচ অশ্লীলতা আল্লাহ তা 'আলার নিকট মারাত্মক ঘৃণিত। (সূরায়ে আনআম১৫১)

৬। অসৎ সঙ্গতা: সিনেমা ও টিভি দেখার কারণে অসৎ বন্ধু তথা সিগারেট ও মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি, মাতা-পিতার অবাধ্য, স্কুল-কলেজের অসৎ চরিত্রের ছাত্র-ছাত্রী এবং মেয়েদের সাথে চলাফেরা আরম্ভ করে এবং সৎ লোকদের সংশ্রব থেকে দূরে সরে থাকে। (সূরায়ে তাওবাঃ১১৯, সূরায়ে আনআমঃ৬৮)

৭। খারাপ অভ্যাসের জন্ম: ছেলে-মেয়ের সমকামিতা পুংমৈথুন, হস্তমৈথুন এবং ব্যভিচারের মত নানা অভিশপ্ত বদ অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করে দেয়। অথচ আল্লাহ তা' আলা সৎ লোকদের সংশ্রবে থাকার আদেশ করেছেন এবং কুরআন হাদীসে সকল হারাম কাজের প্রতি মারাত্মক ধমকি এসেছে। (সূরায়ে আনকাবূত: ২৮, তিরমিযী হা: নং ১১৬৭, শামী: ২/৩৯৯)

৮। যৌন কামিতার শিক্ষা: প্রায় সকল চলচ্চিত্রের বিষয়ই থাকে অবৈধ প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, যৌন চাহিদা পূরণ করার নানা কৌশল শিক্ষা দেয়া। অথচ কুরআনের স্পষ্ট নিষেধ যে, তোমরা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোন ভাবেই অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হইওনা এবং এগুলোর প্রচার করো না। (সূরায়ে আনআম: ১৫১, সূরায়ে নূর: ১৯)

৯। চরিত্রের অবনতি: চরিত্র বিনষ্টকারী কথা-বার্তা, অনর্থক কল্পকাহিনী, গীবত, মিথ্যা, পরশ্রীকাতরতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কুদৃষ্টি ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে মারাত্মকভাবে চরিত্রের অবনতি ঘটে। অথচ চরিত্র মানব জীবনে অতি মূল্যবান সম্পদ এবং হাশরের ময়দানে সবচেয়ে ওজনদার হবে তার উত্তম চরিত্র। (সূরায়ে হুজরাত:১১-১২, আবূ দাউদ হা: নং ৪৭৯৯)

১০। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা: চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ব্যভিচার, ছিনতাই, হত্যা-লুণ্ঠন, রাহাজানি-ধর্ষণ ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধ বিভিন্ন পদ্ধতিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে সিনেমা টিভির পর্দায় দেখানো হয়। পরবর্তীতে দর্শকরা এগুলোকে সাধারণ মনে করতে করতে নিজেরাও এগুলোর সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। অথচ এগুলো সবই হারাম এবং কবীরাহ গুনাহ। (সূরায়ে মুমতাহিনা: ১২)

১১। পর্দাহীনতার ব্যাপকতা: বর্তমান সমাজের নারীরা চলচ্চিত্রের পর্দাহীনতা দেখে নিজেরাও পর্দাহীনতা শিখছে। নায়িকাদের অনুসরণে নিজেরা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ ইসলামী শরী 'আতে মহিলাদের জন্য পর্দাবিধান পালন করা ফরয। এটা না থাকলে সংসারের সমস্ত শান্তিই বিনষ্ট হয়ে যায়। (সূরায়ে আহযাব: ৩৩,৫৯)

১২। অবৈধ বিবাহ: সিনেমা ও টিভি দেখার কারণে ধর্মীয় অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে না। পরকালের চিন্তাও থাকে না। মাসআলা-মাসাইলের গুরুত্বও শেষ হয়ে যায়। এমনকি একজন মুসলিম ছেলে অমুসলিম মেয়েকে বিবাহ করতে অথবা মুসলিম মেয়ে অমুসলিম ছেলের সাথে বিবাহ বসতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। বরং এটাকে উদারপন্থী সংস্কৃতি ও আধুনিকতা মনে করে। অথচ এ সূরতদ্বয়ের কোনটাতেই বিবাহ সহীহ হবে না। এর পরেও ঘর-সংসার করলে যিনা হবে এবং তাদের থেকে যে সন্তান হবে সবই হারামজাদা হবে। (সূরায়ে বাকারা: ২২১)

১৩। ফ্যাশন পূজা: সিনেমা টিভি দেখার কারণে পুরুষেরা দাঁড়ি মুণ্ডানো, টাখনুর নীচে কাপড় পরা, টাইট পোশাক পরা আর মহিলারা মাথার চুল খাটো করা, চুলে বিভিন্ন কালার করা, নেল

পালিশ, লিপস্টিক ইত্যাদি শরী 'আত বিবর্জিত ফ্যাশনে লিপ্ত হয়। অথচ এসব নাজায়িয। (সূরায়ে আ 'রাফ ২৫-২৬, মায়িদা:৬, বুখারী হা: নং ৬৮৯২,৫৭৯৫, শামী:৬/৪০৭)

১৪। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষতি: সিনেমা টিভি দেখার কারণে যুবক ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে হৃদকম্পন, ক্যান্সার, ব্লাড প্রেশার, স্বপ্নদোষ, দুর্বলতা ও শরীরের ব্যথাসহ বহুরোগে আক্রান্ত হয়। অথচ স্বাস্থ্যের হেফাযত করাকে আল্লাহ তা 'আলা জরুরী করেছেন। এর ব্যতিক্রম করলে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর আদালতে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। (তিরমিযী হা: নং ২৪১৬)

১৫। চোখের ক্ষতি: চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এ কথাটি পরীক্ষিত যে, যত অধিক পরিমাণ সিনেমা ও টিভি দেখা হবে তত দ্রুত চক্ষু খারাপ হয়ে যাবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে থাকবে। (সাঈদ মুহাম্মদ লিখিত সিনেমা টিভি দেখার ভয়াবহ পরিণতি: ৬১)

১৬। সিনেমা ও টিভি দেখা একটি আত্মার ব্যাধি: যখন কোন ব্যক্তির সিনেমা ও টিভি দেখার অভ্যাস মাত্রাতীত হয়ে যায় এবং সেটা ব্যতীত জীবন চলা কঠিন হয়ে পড়ে তখন সে হয়ে যায় একজন আত্মিক রোগী। তখন ঐ ব্যক্তির কাছে চিত্র জগতের প্রত্যেকটি বিষয় খুব ভাল লাগে। সিনেমা ও টিভি দর্শন তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ হয়ে যায়। এ মারাত্মক ক্ষতির কারণে এ লোক ধর্মের কোন কাজ পছন্দই করতে পারে না। দুনিয়ার কাজের জন্যও সে নিষ্কর্মা। আর হারামকে মনে প্রাণে ভালবাসার কারণে তার ঈমান যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারে। (সাঈদ মুহাম্মদ লিখিত সিনেমা টিভি দেখার ভয়াবহ পরিণতি: ৬১)

১৭। আল্লাহ ও রাসূলের অসন্তুষ্টি: আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ও দীনদার লোকদের মুহাব্বাত ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ (যা তার জন্য জরুরী) পরিবর্তে অভিশপ্ত নায়ক নায়িকাদের মুহাব্বাত ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে পয়দা হয়। যার ফলে তাদের মুহাব্বাতে দুনিয়াতে অনেক সময় আত্মহত্যার মত মহাপাপ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আখিরাতে তাদের সাথী হয়ে জাহান্নামী হওয়ার আশংকা থাকে, যদি সে তাওবা না করে নেয়। (সূরায়ে আনফাল:৪৬)

১৮। পিতা-মাতার অবাধ্যতা: শিশুরা পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে যায়। যে সকল শিশু অনবরত সিনেমা ও টিভি দেখতে থাকে তারা আস্তে আস্তে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে যায়। বরং কতক সময় তাদের সাথে অশ্লীল কথা-বার্তা বলে ফেলে এবং অসামাজিক আচরণ করে বসে। সিনেমা দেখা ও সিডি ক্রয় করার জন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়। যদি পিতা-মাতা পয়সা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি চুরি-ডাকাতিও শুরু করে, আবার কখনো মায়ের উপর হামলা করে বসে। অথচ পিতা-মাতার বাধ্য হওয়া এবং তাদের কথামত চলা সন্তানদের জন্য ওয়াজিব। (সূরায়ে বনী ইসরাইল:২৩-২৪)

১৯। পড়া-লেখার বিঘ্ন সৃষ্টি: এগুলোর আসক্তির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখার দারুণ ব্যাঘাত ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে পড়া-লেখাই নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে পড়া-লেখা, কাজ-কর্ম সবকিছু উপেক্ষা করে সিনেমা টিভি দেখে দীন-দুনিয়া বরবাদ করে দেয়। অনেক সময় এ কারণে পরীক্ষায় ফেল করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

২০। নামায বিনষ্ট হয়: টিভি দেখতে গিয়ে বেনামাযীর কথা তো বাদই, নামাযী লোকদেরও নামায ছুটে যায় অথবা কমপক্ষে জামা 'আত ছুটে যায়। অথচ নামায আল্লাহ তা 'আলার গুরুত্বপূর্ণ বিধান। যা তিনি বান্দার উপর ওয়াক্তমত ফরয করেছেন এবং তার জন্য জামা 'আঁতকে করেছেন অতীব জরুরী এবং ওয়াজিব। (সূরায়ে নিসা: ১০৩, বাকারা:৪৩)

২১। টাকা পয়সার অপব্যয়: সিনেমা ও টিভি সকল মন্দ ও অশ্লীল কর্ম-কাণ্ড প্রশিক্ষণ দেয়ার এক ট্রেনিং স্কুল। অতএব তা দেখা অবৈধ ও হারাম। সুতরাং এ হারাম কাজে টাকা-পয়সা ব্যয় করা অপব্যয়। আর অপব্যয়কারীকে কুরআনে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। (সূরায়ে বনী ইসরাঈল:২৭)

২২। সময়ের অপচয়: এ অবৈধ এবং হারাম কাজে টাকা-পয়সা খরচ করা যেমন অপব্যয় তেমন তার জন্য মূল্যবান হায়াত থেকে মূল্যবান সময় দেয়া সময় অপচয় করারই নামান্তর। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা 'আলা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন। (তিরমিযী হা: নং ২৪১৬)

২৩। হারাম কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ: সিনেমা এবং টিভি দেখলে পর্দাহীনতা, মহিলা-পুরুষের স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা, অবৈধ প্রেম ও ভালবাসা, ব্যভিচার, মদ্য পান, ফ্যাশন পূজা, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি হারাম ও অবৈধ কর্ম-কাণ্ডের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়। এজন্য বর্তমানে টিভির কারণে ঘরে ঘরে চোর-ডাকাত, হাইজ্যাকার, ছিনতাইকারী সৃষ্টি হচ্ছে এবং সরকারের সন্ত্রাস বিরোধী সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। (সাঈদ মুহাম্মদ লিখিত সিনেমা টিভি দেখার ভয়াবহ পরিণতি: ৬১)

২৪। বিপদ ও মুসীবতের কারণ: সিনেমা টিভির কারণে বহু কবীরাহ গুনাহ ব্যাপক হয়। আর হাদীসে এসেছে: যখন গুনাহ ব্যাপক হয় তখন আল্লাহ তা 'আলার আযাব ও শাস্তিও ব্যাপকভাবে হয়। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ:৪/২৬৮)

সর্বোপরি সিনেমা, টিভি দেখার মধ্যে কমপক্ষে ২৪ টি হারাম কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং এতগুলো হারাম কাজ পাওয়া যাওয়ার পরেও সেটা দেখা মানে নিজের মূল্যবান হায়াতকে ধ্বংস করা ও আখিরাতকে বরবাদ করা।

আল্লাহ তা 'আলা আমাদেরকে আমাদের ছেলে মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও সকল মুসলমানকে চলমান এ ফিতনা থেকে বেঁচে থেকে সঠিক পন্থায় আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে সচেষ্ট হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র: https://adarshanari.com/article/research/muftimansoor/7548/

প্রিন্ট মিডিয়া

সাধারণ অর্থে, মিডিয়া শব্দ মাধ্যমের বহুবচন। গণসংযোগে, গণমাধ্যম গণ যোগাযোগের মৌলিক মাধ্যমকে বোঝায়, যা সাম্প্রতিক সংবাদ, শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন এবং পণ্য ও পরিষেবাদির প্রচার সম্পর্কিত বার্তাগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোকের কাছে ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে helps । গণমাধ্যমের তিনটি বড় রূপ রয়েছে, যেমন প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সম্প্রচার মিডিয়া।

পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্রোড়পত্র প্রভৃতিতেও ইসলামী কোন কিছু তেমন প্রচার হয় না বললেই চলে। প্রতি সপ্তাহে ছোট কলামে ভিতরের লেখা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। এছাড়া পত্রিকা খুললেই অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষের ছবিতে এতটাই পূর্ণ থাকে যে, এখন সংবাদপত্র পড়ার জো নেই। বাজার-ঘাট, রাস্তার আশেপাশে বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ডেও অনৈসলামিক বিষয়গুলোর প্রাধান্য চোখে পড়ে।





তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/1370

সোশ্যাল মিডিয়া, নাস্তিক্যবাদ ও আমাদের করণীয়

সন্তান-সন্ততিকে আমরা কীভাবে রক্ষা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নীচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

- মাঝেমধ্যে আলেমদের কাছে ও বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে নিজেও যান, সন্তানকেও নিয়ে যান। যেন তাদের সাথে স্বাভাবিক পরিচয় গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।
- সন্তান-সন্ততিকে কাছে টেনে নিন, ভালবাসুন। তাদের সমস্যাগুলো শুনুন ও পরামর্শ দিন। তাদের সাথে নিজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করুন এবং তাদেরকে নিজের চিন্তা-ভাবনার ধারক হিসেবে গড়ে তুলুন।
- আপনি যদি তাদের দূরে ঠেলে রাখেন তাহলে বিপথগামী লোকেরা ওদের কাছে টেনে নেবে।
- ধীরে ধীরে নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানুন এবং ঘরেও তা আলোচনা করুন।
- ছেলে-মেয়ে ছোট হলে তাদের জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করুন।
- অতি প্রয়োজন ছাড়া বাচ্চাদের হাতে স্মার্টফোন দেয়া থেকে বিরত থাকুন নিজেও তা থেকে বিরত থাকুন।
- একান্ত দিতে হলে শর্তসাপেক্ষে দিন, অসময়ে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করুন। রাতে সবার ফোন নিজের কক্ষে জমা রাখুন। এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করুন।
- বিনা কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো থেকে নিজেও বাঁচুন, ছেলে-মেয়েকেও বাঁচান।
- ছেলে-মেয়ের সামনে সবসময় ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- যে কোনো প্রশ্ন বা সংশয়ের জবাব পেতে ইন্টারনেটের সামনে না বসে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হোন।
- ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সাফল্য, ঈমানকে নিরাপদে কবরে নিয়ে যাওয়া। ছেলে-মেয়েকে ঈমান-লুটেরাদের কবল থেকে রক্ষা করুন। যেন আমাদের আগামী প্রজন্মের মাঝেও দ্বীন ও ঈমান বাকি থাকে।
- আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন- আমীন।

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/2541/

প্রযুক্তির অপব্যবহার ঠেকাতে হবে

এক সম্ভাবনাময় দেশের নাম বাংলাদেশ। তরুণদের ইন্টানেটের অবাধ অপব্যবহার, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন ও সাইবার ক্রাইমের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে আমাদের সম্ভাবনাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। মা-বাবার অগোচরে অনেকেই সাইবার ক্যাফে বা স্মার্টফোন দিয়ে অপরাধমূকল কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছে। তাদের মন থেকে দিন দিন সম্মানবোধ, বিবেক-বুদ্ধি ইত্যাদি লোপ পেতে থাকে। এর কারণেও সমাজে চুরি, ডাকাতি, খুন, স্মাগলিং, সন্ত্রাসী, ধর্ষণ, ইভটিজিং ও প্রতারণার মতো ঘৃণ্য কিশোর অপরাধ ও অপরাধী চক্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইদানীং স্মার্ট মোবাইল ফোন ও কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফির মারাত্মক বিস্তার ঘটেছে। এ কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে স্মার্ট মোবাইল ফোন। দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট আইন বা নির্দেশনা নেই। সাইবার ক্রাইমের শিকার হচ্ছে ১৬ থেকে ২৫ বছরের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের অনেকেই।



এই আসক্তির ফলে যা হচ্ছে, নিজের সম্পর্কে অতিরিক্ত শেয়ার, যখন-তখন কারণ ছাড়াই ফেসবুকে ঢোকা, প্রোফাইলের ছবিটি নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করা। এই আসক্তির ফলে যা ঘটে তা আরও ভয়াবহ। যেমন- আবেগ-অনুভূতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, হতাশা ও দুশ্চিন্তা পেয়ে বসে, একাকী বোধ হয় ও নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করে আসক্ত ব্যক্তি, কাজের সময় ঠিকঠাক থাকে না, কাজের আগ্রহ হারিয়ে যায়।

তারা সাইবার ক্রাইমের ফাঁদে ফেলছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নিরীহ মানুষদের। আবার কৌশলে জিম্মি করে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। এমনকি মানুষের ইজ্জত-সল্‌ফ্‌ভ্রমও তাদের কারণে নিরাপদ থাকছে না। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভিকটিম হচ্ছে তরুণীরা।

ঢাকা মহানগর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে পাহাড়সমান অভিযোগের কারণে রীতিমতো চাপে আছেন তারা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একটি অভিযোগের তদন্ত শেষ করতে না করতেই আরও অভিযোগ জমা হচ্ছে। ফেক আইডি ব্যবহার করার কারণে অপরাধীরা সহজে ধরা না পড়ায় পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে, তাদের বেশিরভাগের বয়স ১৬ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এমনটি অনাকাঙ্ক্ষিত। বর্তমানে পৃথিবীর ৪৪.২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। বিটিআরসির হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৬ সালের আগস্টে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় সোয়া চার কোটি। ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়েছে। প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে, যেটা বাংলাদেশের জন্মহারের চেয়েও বেশি। অন্য এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইন্টারনেট তথ্যভাণ্ডারের প্রায় ২৫ শতাংশই পর্নোগ্রাফি। বর্তমানে ইন্টারনেটে মোট ২০ কোটির অধিক ওয়েবসাইটের মধ্যে পাঁচ কোটি পর্নোগ্রাফি ওয়েবসাইট রয়েছে। এই ভয়ংকর থাবার বিস্তার থেকে আমাদের তরুণ সমাজের মুক্তি রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কিশোর, তরুণ ও যুবসমাজের বড় একটি অংশ আশঙ্কাজনকভাবে জড়িয়ে পড়ছে নানা সাইবার ক্রাইমে। সাইবার ক্রাইম থেকে পরবর্তীতে ঘটছে বড় ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। সংবাদমাধ্যমের তথ্যে জানা যায়, অনেক উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সন্তান অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও কিশোর অপরাধীদের সিংহভাগই হচ্ছে দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অপরাধ বিশ্লেষকদের মতে, দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় পেটের দায়ে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা সঙ্গদোষ, লোভ ও অভিভাবকের সঠিক পরিচর্যার অভাবে এবং উচ্চবিত্তের সন্তানরা সার্বিক পরিচর্যা ও যথাযথ নজরদারির অভাব এবং আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে নানা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়। সন্ত্রাসী গডফাদাররা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোরদের দ্বারাই মূলত বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত করছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভয়ংকর সন্ত্রাসীরা এদের নিয়ন্ত্রণ করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

এদের গ্রেপ্তার করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে দু-একদল ধরা পড়লেও অধিকাংশই থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সামাজিক অস্থিরতাসহ নানা কারণে শিশু-কিশোররা সন্ত্রাসী গডফাদারদের স্বার্থের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া সমাজ পরিচালনা শক্তির অসহযোগিতা, উদাসীনতা এবং নিষ্ক্রিয়তা, দারিদ্র্যের বিস্তার, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও হতাশা প্রভৃতি শিশু-কিশোরদের অপরাধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। সাইবার ক্রাইম একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এ সমস্যা প্রতিরোধের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আলাদা কমিশন গঠন করতে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রথম অ্যান্টিভাইরাস কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এসব হচ্ছে। তাদের দমন করলে সাইবার অপরাধ অনেকাংশে কমে যাবে। এ ছাড়া সাইবার অপরাধ দমনের জন্য যুগোপযোগী আইন ও শক্ত নীতিমালা প্রয়োজন।

প্রয়োজন আরও ব্যাপক হারে সাইবার বা ভার্চুয়াল পুলিশ বাড়ানো এবং দেশব্যাপী কঠোর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হ্যাকিংকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে কঠোর হস্তে দমন করা; পর্নো সাইট একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া। পর্নো সাইট তৈরিকারকদের কঠোর আইনের আওতায় আনা জরুরি। বন্ধ করে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোর আইপি অ্যাড্রেস। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট ব্যবহার জরুরি। তবে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে তার আদরের সন্তান কোন কোন সাইট ব্রাউজ করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কোথায় যাচ্ছে, মূল্যবান সময় কোথায় ব্যয় করছে, কী করছে, কখন ফিরছে ইত্যাদি। অভিভাবকদের শিশুকাল থেকে সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং সুষ্ঠু বিনোদনে অভ্যস্ত করতে হবে।

সামাজিকভাবে সচেতনতার অভাব, পরিবারের উদাসীনতা, সুফল-কুফল বিচার-বিবেচনা না করেই প্রযুক্তির ব্যবহার, সঙ্গদোষ, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবই মূলত সাইবার ক্রাইম সংঘটনের মূল কারণ। সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও অপরাধ ঠেকাতে ইতোমধ্যে 'সাইবার নিরাপত্তা হেল্পলাইন' চালু করা হয়েছে। সপ্তাহের সাত দিন সাইবার নিরাপত্তা (০১৭৬৬৬৭৮৮৮৮) হেল্পলাইনে ২৪ ঘণ্টা ফোন করে সাইবার সংশ্লিষ্ট হয়রানির অভিযোগ দায়েরের পথ খোলা হয়েছে। এ ছাড়া সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রত্যেক জেলায় 'সাইবার ক্রাইম কন্ট্রোল কমিটি' গঠন করা হচ্ছে। সাইবার অপরাধ-সংক্রান্ত সব অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করতে প্রতিটি থানাকে পুলিশ সদর দপ্তরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। যদিও সরকার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) মাধ্যমে লেভারেজিং

গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের আওতায় সাইবার নিরাপত্তায় প্রশিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে, এটি ইতিবাচক দিক বলে মনে করি।

তথ্যসূত্র:

https://samakal.com/chaturango/article/201245449/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87

প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব

বিজ্ঞান এর ব্যবহারিক রূপকে প্রযুক্তি হিসেবে ধরা হয়। বিজ্ঞান এর দ্বারা আবিষ্কার করা সকল তথ্য সমুহকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার এর প্রয়োজন সম্পুর্ন করার জন্য যেসকল ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তাই হলো তথ্য প্রযুক্তি।

তথ্য প্রযুক্তি আপনার জীবনকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে নিয়ে যেতে পারে ঠিক একই ভাবে এই তথ্য প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব আপনার জীবনকে ধ্বংসের সর্ব নিন্ম স্থরেও নিয়ে ফেলতে পারে। প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেনো প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব আপনার জীবনে পরিলক্ষিত হতে না পারে।

আজ আমরা আলোচনা করবো তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর দিক গুলো নিয়ে এবং তার পাশাপাশি কিভাবে এই সকল প্রকার প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা যায় তার উপায় সমূহ নিয়ে.



তথ্য প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক গুলো কি?

তথ্য প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং সহজলভ্যতার কারনে প্রযুক্তির অপব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আর এই অপব্যবহার থেকেই তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর দিক উঠে এসেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক তথ্য প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক গুলো সম্পর্কেঃ

১) একটি দেশের জন্য যুবক সমাজ মহা মূল্যবান। তারাই ভবিষ্যতে দেশের হাল ধরবে, নেতৃত্ব দিবে। সেই যুবক সমাজ, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি তে পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল ভিডিও দেখে দেখে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

২) তথ্য প্রযুক্তির কারনে অযথাই অনলাইনে থেকে বিপুল পরিমানে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, প্রতি গড় সংখ্যায় ১০০ জন মানুষের মধ্যে অন্তত পক্ষে ৬৪ জন মানুষ প্রতি দিন মিনিমাম চার ঘন্টা করে সময় অনলাইন স্ক্রীনের সামনে সময় অতিবাহিত করে থাকে।

৩) প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অপরাধ তৈরী হচ্ছে, যা আর থামার নাম ই নিচ্ছে না। এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা।

৪) তথ্য প্রযুক্তি মানুষের অনেক কাজই সহজ করে দিয়েছে, যার ফলে ঘরে বসেই বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে ফেলা যাচ্ছে। কিন্তু সেজন্য মানুষ প্রতিনিয়ত আলসে হয়ে যাচ্ছে সব সময় বাসায় বসে থাকার কারনে।

৫) নতুন নতুন অনেক হ্যাকার তৈরী হচ্ছে। যারা বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট, ডিভাইস, তথ্য এবং আরও অনেক কিছুই হ্যাক করে নিচ্ছে। যার ফলে ব্যাক্তি জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

৬) প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব এর মধ্যে অন্যতম হলো কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ভাইরাস ছড়ানো। এর ফলে ডিভাইস ব্যবহার করা ঝামেলা পূর্ন হয়ে গিয়েছে।

৭) বর্তমান প্রযুক্তির কারনে বিভিন্ন গোপন সংবাদ বা তথ্য এক সেকেন্ড লিক হয়ে যাচ্ছে এবং তা পরবর্তীতে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। এতে করে ব্যাক্তি জীবনে বিরাট পরিমানে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

৮) এমন অনেক উঠতি বয়সের যুবক আছে যারা বিভিন্ন অনলাইন গেমস এর প্রতি আসক্ত হয়ে যাচ্ছে, যেমনঃ ফ্রি- ফায়ার, পাবজি, লুডু ইত্যাদি। এর ফলে পড়াশুনায় মন দিতে পারছে না এবং পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯) ফেসবুক, ইমু, ভাইবার, লাইকি, টিকটক, ইন্সটাগ্রাম এর মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাপস গুলোর মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে।

১০) অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকারের প্রতারণার হার বাড়ছে।

১১) বৈদেশিক সংস্কৃতির দিকে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ধাবিত হচ্ছে এবং বিদেশী সিরিয়াল, ছবি, সিরিজ এর প্রতি আসক্তি বাড়ছে।

তথ্যসূত্র:

https://chandpurinfo.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE/

জ্ঞানবৃক্ষ শীর্ণ হচ্ছে প্রযুক্তির অপব্যবহারে

ধর্মীয় বিষয়ে অনেকেই একইভাবে ভাইরাল করাতে বিবেকের চর্চা করেন না। অথচ ফেক আইডি খুলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখে আসছেন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, কুৎসা ও অপপ্রচার রটনা করে যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের যাচাই বাছাই না করে কেউ কেউ মিথ্যা অপপ্রচারে অংশ নিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের উৎকর্ষের কারণেই গত কয়েক দশকে মানুষ বিজ্ঞানচর্চা করেই প্রযুক্তির বহুমুখী উদ্ভাবন ঘটিয়ে চলছে। একারণেই বলা হয়ে থাকে এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তি এখন মানুষের হাতে হাতে চলে এসেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার কে কীভাবে করবে সেটি তার জ্ঞান, সচেতনতা, চিন্তাভাবনা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সচেতনতা, চিন্তাভাবনা, জীবনবোধ, বিশ্বকে দেখা, নিজেকে অধিকতর উন্নত জীবনের অধিকারী করা ইত্যাদি নির্ভর করে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য- প্রযুক্তি ইত্যাদি থেকে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি অন্যতম একটি গুরত্বপূর্ণ বাহন- যা অনেক কিছুকে সহজে মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে পেতে সাহায্য করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান মানুষকে উন্নত জীবনযাপন-আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, সুখশান্তি-মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদিতে জীবন গড়ার অপরিহার্য উপায় হিসেবে বিবেচিত।

বিজ্ঞানচিন্তা একদিকে মানুষকে উন্নত চিন্তার অধিকারী করে, অপরদিকে মানুষই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়ে সবকিছুকে নিজেদের আয়ত্তে আনার সুযোগ সৃষ্টি করছে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যত উন্নতিই মানুষ লাভ করতে থাকুক না কেন, মানুষকে অতীত অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অজানা জ্ঞানবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, জীবনবোধ ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় অধিকতর উন্নত স্তরে যেতে হলে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে অনেক কিছুই আমরা সাধারণ মানুষরাও ব্যবহার করছি। মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ওয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি এখন সহজলভ্য হয়ে গেছে। এগুলোর মাধ্যমে অনেক কিছু জানা, শেখা, বোঝা, উপলব্ধি করা এবং জীবনকে সহজতর করা খুবই স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষ খুব বেশি লেখাপড়া না জেনেও এসব প্রযুক্তি অনায়াসে ব্যবহার করতে শিখেছে। যারা ব্যক্তিগত জীবনকে নানা কাজে ও উদ্ভাবনী শক্তিতে উদ্ভাসিত করতে চায় তারা এসব প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে অনেক

কিছুই ঘরে বসে সাধন করতে পারে। বিশ্ব যেন এখন তার হাতের মুঠোয়। এই মানুষটি ইচ্ছে করলেই তথ্যপ্রযুক্তির ফেসবুক ব্যবহার করে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে। এটি তার জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বিপরীত চিত্রটিও ঘটছে অনেকের জীবনে যারা ফেসবুকে নিজেকে সারাদিন ডুবিয়ে রেখে শুধু নানা ধরনের অর্থহীন, জীবনের তাৎপর্যহীন বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে ক্রমেই আসক্তিতে জড়িয়ে ফেলেছে।

নিজের জীবনের গুরত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে ফেসবুকে এটা ওটা দেখা, নানা রকম মন্তব্য জুড়ে দিয়ে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করা। কিন্তু একবারও ভাবেন না এর শেষ অর্জন তার ব্যক্তিগত জীবনে কী বয়ে নিয়ে আসবে? অনেক কিশোর, তরুণ এবং যুবক দীর্ঘদিন ফেসবুকে দিনের উল্লেখযোগ্য সময় কাটাতে গিয়ে একসময় তার ব্যক্তিজীবনের অর্জন, শেখা, গড়ে তোলা বিষয়াদির খাতা ফাঁকা হয়ে যায়। অথচ সে যদি এই প্রযুক্তিটিকেই নতুন তথ্য-উপাত্ত, জ্ঞানের আধার অনুসন্ধানে ব্যবহার করত তাহলে এই প্রযুক্তিটি তাকে অনেক বেশি মেধা, মনন ও চিন্তাশীলতায় সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখত। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ হয়ে ওঠার আগেই নতুন প্রযুক্তি হাতে নিয়ে কিশোর-তরুণ বা যুবকটি শেষপর্যন্ত প্রযুক্তির অভিশাপকে নিজের জীবনে যুক্ত করে ফেলে, আশীর্বাদ তার জন্য অধরাই থেকে যায়।

আমাদের দেশে এখন অসংখ্য শিশু-তরুণ বা যুবক এমনকি বয়স্ক ব্যক্তিও ফেসবুকে ছবি দেয়া, অন্যের লেখার ওপর স্থূল মন্তব্য করা, চটুল কথাবার্তা লিখে ফেসবুকে নিজেকে জাহির করা, বিজ্ঞান ও যুক্তির বিষয়কে না বুঝে যা খুশি তাই লিখে দেয়ার মধ্যে নিজেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। অনেকেই কী লেখে, কেন লেখে তাও খুব একটা স্পষ্ট নয়। ভুল বানান, বাক্যের ক্রটি, চিন্তার বিচ্যুতি একেবারেই হাস্যকর পর্যায়ে তাকে নিয়ে যায়। এটিও অনেকে বুঝতে পারে না। এর মূল কারণ হচ্ছে যারা ফেসবুকে না বুঝে শুনে মন্তব্য লিখছে তাদের আসলে পড়াশোনার গণ্ডি কতটা সীমিত তাও তারা জানে না।

ফেসবুকে অনেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যা খুশি তা লেখেন। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করতে খুবই উৎসাহী অনেককে দেখা যায়। রাজনীতি তারা কতটা পড়াশোনা করে বোঝেন, জানেন এবং লেখেন তাও তাদের মন্তব্য কিংবা লেখা পড়ে বুঝতে কষ্ট হয়। অনেকে আছেন কোনো কিছু যাচাই বাছাই না করেই লাইক ও কমেন্ট দিয়ে থাকেন। কে কোথা থেকে কী লিখল, লাইভে কী বলল, তার উদ্দেশ্য কী তা না জেনেই অনেকে হইহই রইরই করে ফেসবুকে ভাইরাল করিয়ে দেয়। এর ফলে সমাজের লাভ হবে না কি ক্ষতি হবে তার কোনো দায় দায়িত্ব তিনি বোধ করেন না। ধর্মীয় বিষয়ে অনেকেই একইভাবে ভাইরাল করাতে বিবেকের

চর্চা করেন না। অথচ ফেক আইডি খুলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখে আসছেন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, কুৎসা ও অপপ্রচার রটনা করে যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের যাচাই বাছাই না করে কেউ কেউ মিথ্যা অপপ্রচারে অংশ নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের জাতীয় জীবনে যারা সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগ আমাদের জন্য বরণ করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও কেউ কেউ নানা অপপ্রচার, বানোয়াট কথাবার্তা লিখে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। দেশ ও বিদেশে বেশ কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা ফেসবুকে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-রাজনীতি, রাষ্ট্রের দর্শন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে অনেক মিথ্যাচার ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই একটি গোষ্ঠী সামাজিক এই মাধ্যমটিকে অপব্যবহার করছে। উঠতি অনেক তরুণ-তরুণী এসব অপপ্রচারের রহস্য ভেদ করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে পারছে না। তারা দারুণভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত তাদেরকে দিগভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছে। অথচ এরা যদি ফেসবুকের এসব বানোয়াট যাচাই বাছাইহীন বিকৃত তথ্য-সংবলিত লেখালেখি না পড়ে, গুগল, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া ইত্যাদি সার্চ করে নিজের অনুসন্ধিৎসু মনকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করত তাহলে তারা নিজেরাই লাভবান হতে পারত।

ফেসবুকে তাদের চটুল, মনগড়া, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর, ভুল বানান ও বাক্যে ভরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা ও মন্তব্যে সময় না কাটিয়ে যদি প্রযুক্তির আসল মাধ্যমগুলো ব্যবহার করত তাহলেও তাদের জানা ও শেখার সুযোগ অনেক বেড়ে যেত। বুঝতে হবে ফেসবুক ভালো মানুষরাও যেমন ব্যবহার করে, খারাপ-অসৎ, অযোগ্য এবং প্রতারক মানুষরাও তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে।

সেকারণে ফেসবুককে এখন অনেকেই সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন। কারণ এই প্রযুক্তিটি অপব্যবহারকারীদের কারণে দেশে দেশে সবচাইতে সমালোচিত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনেক রাষ্ট্রই ফেসবুককে বেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নিয়েছে কারণ নিয়ন্ত্রণহীন ফেসবুকের মাধ্যমে সভ্যতা বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে। এটি বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোও উপলব্ধি করতে পেরেছে।

অনেক উন্নত দেশের নাগরিকরা এখন আর ফেসবুকের সামনে বসতে উৎসাহী নন, অনেকে ব্যবহার ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এ বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ফেসবুক ব্যবহার করে অনেকেই ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমে নানা অঘটন ঘটিয়েছে। তাতে মানুষের জীবন, সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নানা ঘটনা ঘটেছে। অথচ ফেসবুকে প্রচারিত সব প্রচারণাই মিথ্যে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জানা যাচ্ছে। সুতরাং ফেসবুক ব্যবহারে আমাদেরকেও উন্নত দুনিয়ার মতো হিসেবি ও পরিণত বোধের পরিচয় দিতে হবে।

ফেসবুক যত বেশি মানুষই ব্যবহার করুক না কেন, নিজেকে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী ও সৃষ্টিশীল মানুষ করার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প থাকতে পারে না। প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ বই পড়েই চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী, জ্ঞানী-গুণী হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছে। এখনও উন্নত দুনিয়ায় মানুষ বই কিনছে, পড়ছে এবং লিখছে। করোনার এই অতিমারিকালে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে বইপড়ার অভ্যাস বেড়েছে এমন পাঠকের সংখ্যা গণমাধ্যমে সংবাদ হয়ে এসেছে। ঘরে বসে ওরা ফেসবুক নিয়ে সময় কাটায়নি বরং নিজের পছন্দের বই পড়ে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে।

সাহিত্য না পড়ে কেউ কখনও ভাষাজ্ঞান, কল্পনাশক্তি, সমাজ সচেতনতা, মানব মনের নানা খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না। ইতিহাস-সমাজ, দর্শন-অর্থনীতি, নৃ-বিজ্ঞান, জাতিতত্ত্ব-মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক বই না পড়ে কেউ কোনোদিন মানব সভ্যতার অর্জন, সমস্যা, সংকট ও উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞানের জটিল বই পড়ে মানুষ আজকের দুনিয়ার জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করছে। গবেষণা ও লেখালেখিতে উন্নত দুনিয়ার মানুষ আগের চাইতে বেশি মনোযোগী হচ্ছে। সেই তুলনায় আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি।

আমাদের শিক্ষার্থীদের হাতে এখন আগের মতো সাহিত্য-দর্শন, ইতিহাস-সংস্কৃতি, সমাজ ও বিজ্ঞানবিষয়ক বই পুস্তক নেই। বই পড়ার অভ্যাস এখন আগের তুলনায় আমাদের সমাজে দ্রুতই কমে যেতে দেখা যাচ্ছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বই খুব একটা বিকোচ্ছে না। অথচ চটুল, হালকা, স্থূল নানা মনোরঞ্জন-বিষয়ক বই-পুস্তক চলছে বলে প্রকাশকরা বলে থাকেন। ধর্মের মৌলিক গ্রন্থ না পড়ে হালকা বই পড়ার প্রবণতা মোটেও সুখকর নয়।

মৌলিক গ্রন্থ পড়া ছাড়া কেউ কখনও চিন্তার গভীরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিক কিংবা মৌল বই পড়ার পরিবর্তে নোটবই, গাইডবই পড়ার

ঝোঁক প্রবলভাবে বিরাজ করছে। এমনকি সব ধরনের সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য বাজারে নোটবই, গাইডবই দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষা দেয়ার আশায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশই গাইডবই সংগ্রহ বা খোঁজার চেষ্টা করে থাকে । তাদের মধ্যেও এখন মৌলিক বই পড়ার অভ্যাস কমে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের কর্নার যতটা সরগরম, মূল লাইব্রেরি ততটাই ছাত্রশূন্য হয়ে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনে মৌলিক বই পুস্তকের গুরত্ব অনেকটাই কমে গেছে। একুশের মেলায় প্রতিবছর কয়েক হাজার বই প্রকাশিত হয় বলে দাবি করা হয়। কিন্তু মৌলিক চিন্তাশীল, মননশীল বই প্রকাশের সংখ্যা হিসাবে নিলে কষ্ট পেতে হবে।

আমাদের সমাজে এখন মননশীল, চিন্তাশীল মৌলিক গ্রন্থ পড়ার পাঠকের সংখ্যা কমে গেছে। এটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বড় ধরনের অশনিসংকেত। এখনই গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় সবধরনের মৌলিক বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরত্বকে স্থান দিতে হবে। তাহলেই ফেসবুকের হালকা চটুল লেখা, স্কুল-কলেজের গাইডবই, নোটবই থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে মুক্ত করে আনা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র: https://www.newsbangla24.com/column/163004/The-tree-of-knowledge-is-being-eroded-by-the-misuse-of-technology

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা

তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও তার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবন প্রবাহকে বেগবান করেছে। আর ইসলাম মানুষের জন্য যে কোন কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। তথ্য ও প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার হচ্ছে। কোন জিনিসের ভুল ব্যবহার হ'লে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব মানুষকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার জবাব আলেমদের পক্ষ থেকেই আসা উচিত। ইসলামের নামে অসংখ্য নতুন নতুন ফিৎনা, বিভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করার দায়িত্ব আলেম সমাজের উপরই বর্তায়। সাপ্তাহিক জুম'আর খুৎবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যরূরী। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি যতটা তৎপর, অধিকতর ঈমানের অধিকারী আলেম সমাজ তার চেয়ে বেশী তৎপর হবেন এটা আমাদের একান্ত কামনা। ইসলামের সঠিক দিক বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্য ইন্টারনেট, টিভি, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য মিডিয়া ব্যবহার করা নাজায়েয বলে ঘোষণা করা 'মাথা ব্যথা হ'লে মাথা কেটে ফেলার' নামান্তর।

প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ইসলাম বিরোধীরা অনলাইনে নির্জলা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতাকে উসকে দিচ্ছে। নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মে অযথা অবিশ্বাস তৈরি করছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আলেম সমাজের। মানবজীবনের জন্য অতীব যরূরী আমলগুলো তথ্যসূত্রসহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

আরবের আলেমরা ফেসবুক ব্যবহার করে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। লাখ লাখ মানুষ তাদের পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো পাঠ করছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলেমরা ফেসবুককে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারেন। কুরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের

আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলো যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা প্রচারে আলেমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আলেম সমাজেরই দায়িত্ব প্রযুক্তির এই দিকহারা জাহাজের পাল টেনে ধরার। সেই সাথে মানুষকে তার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। ইসলামের খেদমতে প্রযুক্তিকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যরূরী। কারণ এখন মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর। অফিস-আদালত, বই-পুস্তক, দোকান-পাঠ সবই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা যেন আমাদের ধ্বংসের কারণ না হয়। আল্লাহর এই অমূল্য নে'মতগুলো যাতে তাঁর নাফরমানীতে ব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই প্রযুক্তিকে আল্লাহর নির্দেশ মত ব্যবহারের উপযোগী করা আলেমদেরই দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন, إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً- 'আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে' (কাহফ ১৮/৭)।

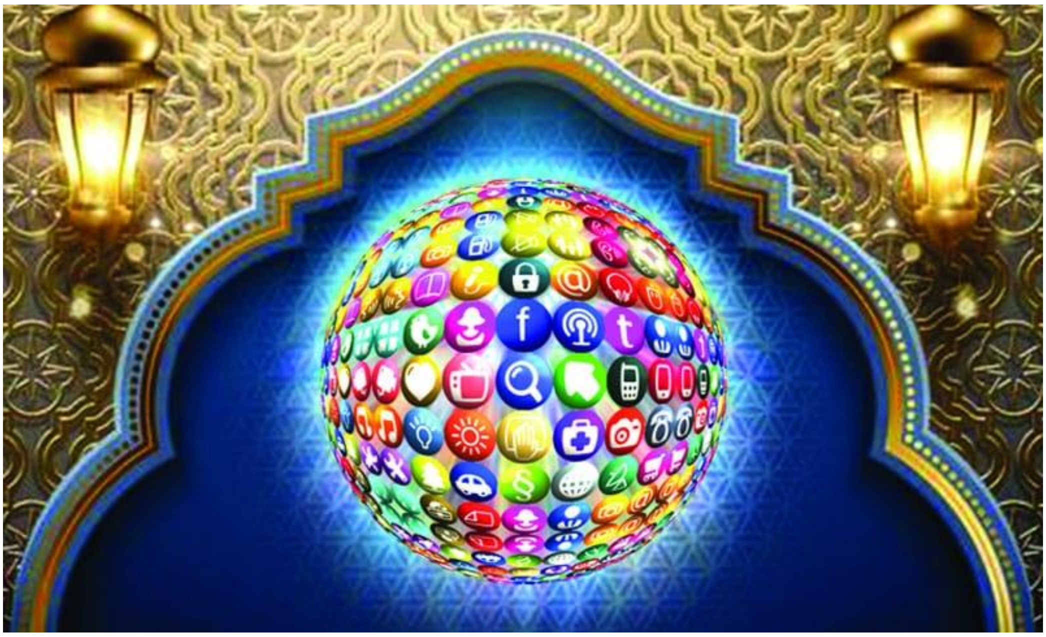
তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/1370

ইসলাম প্রচারে প্রযুক্তির ব্যবহার

আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে লাখ-কোটি শুকরিয়া যে মহান রব্বুলআলামীন আমাদেরকে ইসলমের মত একটি মুকাম্মাল দীনের উপর উম্মতে মুহাম্মদী করে প্রেরণ করেছেন। বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ সাধন, ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জন-এর একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ এবং তাঁররাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করা এবং পরিপূর্ণআনুগত্য প্রকাশের কোন বিকল্প নেই। সুতরাং এই মুহূর্তেইসলামী জীবন বিধান এবং ইসলামী হুকুম আহকামের ব্যাপক এবং নিখুঁত প্রচার প্রসারের বিশেষপ্রয়োজন। প্রয়োজন সম-সাময়িক আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার গবেষনামূলকসঠিক উত্তর এবং জ্ঞান চর্চার। একথা সর্বজন স্বীকৃতযে, ব্যাপক প্রচার প্রসারেরক্ষেত্রে বর্তমান প্রযুক্তির ব্যবহার একটি অপরিহার্য্য বিষয়। ইরশাদ হচ্ছে,

أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ سَبِيلِرَبِّكَ إِلَى ادْعُ

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপোদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বির্তক কর' -সুরা নাহল-১২৫।



বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে বিশ্ব। মিডিয়ার ফলেই মূলত এটি সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যধিক। মিডিয়া দুই ধরনের ক. প্রিন্ট মিডিয়া খ ইলেকট্রিনিক মিডিয়া। তবে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান এবং দৃশ্যসম্বলিত হওয়ায় ইলেক্ট্রানিক মিডিয়ার প্রভাব একটু বেশি। আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সর্বাধুনিক ও সর্বাধিক ক্রিয়াশীল বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে ইন্টারনেট। এর দ্বারা দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তের কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। প্রযুক্তির উপহার ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার নেটওর্য়াক। এক জরিপে দেখা গেছে সব মিলিয়ে ষাট হাজার নেটওয়ার্ক এবং দশ মিলিয়ন কম্পিউটার ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। ১৪০ টি দেশের প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ এর আওতাভুক্ত। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব মানুষ এ আওতায় এসে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সামরিক কারণে ইন্টারনেটের আবিষ্কার হলেও বর্তমানে শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, তথ্যপ্রবাহ, গবেষণা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এই প্রযুক্তি। এগুলো ছাড়াও নিজস্ব চিন্তাধারা, মতবাদ, কৃষ্টি, কালচারকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম হিসাবেও ইন্টারনেট কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বে তুলনা মূলক ভাবে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার হয় না বললেই চলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের গতিশীল ব্যাখ্যা ও প্রকৃত সত্য তুলে ধরা সময়ের দাবি। বর্তমানে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির এই সফল আবিষ্কার ইন্টানেট হতে পারে বড় একটি মাধ্যম। আমাদেরকে স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী যুগের আবস্থার উপর ভিত্তি করেই কাজ করে যেতে হবে। কলমের মোকাবিলায় যেমন কলমের ব্যাবহারই প্রযোজ্য, ঠিক তদ্রƒপ প্রযুক্তির

মোকাবেলয় প্রযুক্তির ব্যবহারই যুক্তি সংজ্ঞত। কারণ সিংহের মোকাবেলায় বকরী যেমনটি অযোগ্য বা হাস্যকর, যে কিনা জয় বয়ে আনবে তো দূরে থাক নিজের অস্তিতকেই হারিয়ে ফেলবে। অনুরূপ ভাবে বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে বস্তু প্রসারতার চরম উন্নতি লগ্নে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা। যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ও বিধান বটে, ইরশাদ হচ্ছে,

أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ إِلَى ادْعُ

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের প্রতিআহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বির্তক কর' -সুরা নাহল-১২৫।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া সৃষ্টির লগ্ন থেকে অদ্যবধি যত নবী রাসূলকে প্রেরণ করে ছিলেন তাঁদের সকলকেই তৎকালীন সময়ের সমূহু জ্ঞান দিয়েই প্রেরণ করে ছিলেন যা কুরআনে করীমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে অর্থাৎ আলোচ্য সুরা নাহলের আয়াতে কারীমায় ইসলামের দাওয়াতকে কোনো নিদিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক রাখা হয়েছে। এতে দাওয়াতের সব মাধ্যম ও উপকরণ অন্তর্ভুক্ত। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই যে বর্তমান বিশ্বে মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে কৌতূহল বাড়ছে। ইসলামকে জানতে ও বুঝতে সবাই উদগ্রীব। বিশেষত দেশে দেশে অমুসলিম যুব শ্রেণী অগ্রহী হচ্ছে ইসলামের অমীয় সৌন্দর্য্যরে প্রতি। কিন্ত তাদের কাছে সত্যের পয়গাম না পৌঁছার কারণে তারা এতে সাড়া দিতে পারছে না। এসব লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যাবহার। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল নিভুল ভাবে দ্রুততম ও বিশ্বস্ত মাধ্যম হল প্রযুক্তির উপহার ইন্টারনেট। এ প্রযুক্তি পুরো দখল এখন পশ্চিমাদের হাতে। তারা এ মিডিয়াকে ব্যবহার করে ধর্ম প্রচারের সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। নিম্নে আমি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন তুলে ধরছি। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী ১০ তারিখে দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, সেটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট যে সব ধর্ম যাজক তাদের বাণী বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের জন্য নতুন নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ধর্ম যাজকদের

ওয়েব সাইটে নিজস্ব ব্লগ খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। পোপ গত শনিবার ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য এবং অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকজনের সঙ্গে কথা বলার জন্য সম্ভব হলে সব মাল্টিডিয়া টুল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। পোপ বেনেডিক্ট এক বার্তায় বলেন, শুধুই মেইল ব্যবহার বা ওয়েব সার্চ করাই যথেষ্ট নয়, নিজেদের প্রকাশ করা এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নের্তৃত্ব দেয়ার জন্য ধর্ম যাজকদের সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিৎ। ভ্যাটিকান থেকে প্রকাশিত বার্তায় ৮২ বছর বয়সী পোপ আরও বলেন, তরুণ ধর্ম যাজকদের নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে বেশি করে পরিচিত হওয়া উচিৎ। তিনি বিনোদন গনমাধ্যম গুলোর যৌনতা ও সহিংসতাকে উস্কে দেওয়ার প্রবনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন পোপ। তিনি বলেন প্রযুক্তি মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার"।

খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা বিশ্বে খ্রিস্টবাদ প্রচারে সচেষ্ট হলেও দীনে হকের ধারক-বাহক উলামা সমাজ এ ব্যাপারে চরম উদাসীন। সাহাবায়ে কেরাম যুগের সমরাস্ত্র এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তারা তরবারির বিরুদ্ধে তরবারি হাতেই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতেন এবং তরবারির নিপুণ ব্যবহারে শত্রুকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। সুতরাং বর্তমন সাহাবায়ে কেরামের উত্তরসূরী দাবিদারদের এগিয়ে আসতে হবে। যুগের হাতিয়ার প্রযুক্তির সফলতম ব্যবহার শিখে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। রপ্ত করতে হবে প্রযুক্তি ব্যবারের কল-কৌশল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ

অর্থাৎ আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না" ।

সুতরাং প্রযুক্তির মোকাবেলায় প্রযুক্তিই যথাযথ। দীনে ইলাহীর মোকাবেলা করতে যারা যে ভাবেই অবির্ভাব হবে তাদেরকে সেই ভাবে প্রতি হত করাই উত্তম পন্থ। বলা হচ্ছে ' যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যরে মধ্যে' সুতরাং যখন মানুষ ক্লিক এর মাধ্যমে সব সমাধান পেতে অভ্যস্থ। তাই এখন অতি সহজে ঘরে বসে বিশ্বের মানুষের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুলে ধরা যায় শ্বাশত দীনের আহবান। সাথে সাথে বে-দীনদের মোকাবেলাও হয়ে যায় । সুতরাং দীন প্রচারের ক্ষেত্রে যুগের আবস্থার উপর ভিত্তি করে বৈধ সকল পন্থাই অবলম্বন করার অনুমতি আছে। এ প্রসংঙ্গে সংক্ষিপ্ত রূপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি।

এক. বর্তমান যুগে ইন্টারনেট আঙ্কিত হয়ে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে এক যুগেরও বেশী সময় ধরে। তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে এর জনপ্রিয়তা এখন শীর্ষে। ইন্টারনেট মিডিয়াই একমাত্র মিডিয়া যেখানে লেখক ও পাঠকের মধ্যে সরাসরি তাৎক্ষনিক অনুভূতির আদান প্রদান সম্ভব। (যা দীন বুঝানোর ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য একটি বিষয়) । ফলে সর্বস্তরের মানুষের কাছে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ইন্টারনেট মিডিয়াই এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় মিডিয়া।

এখন বুঝতে হবে দীন প্রচারের ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তির প্রয়োগটা কিভাবে হবে?

লক্ষণীয় বিষয় হল যে, মিডিয়া সবসময়ই দুই পক্ষের মাঝে মাধ্যম হিসবে কাজ করে। প্রিন্ট মিডিয়া বলেন আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ওয়েব মিডিয়াই বলেন না কেন সবকটির ক্ষেত্রে একই কথা। দুই পক্ষের প্রথম পক্ষ লেখক, প্রেরক বা উপস্থাপক, আর দ্বিতীয় পক্ষ পাঠক বা প্রাপক। প্রথম পক্ষ এটাকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায়, দ্বিতীয় পক্ষের কাছে তা সেভাবেই কাজ করে। নৈতিকতার অবক্ষয়টা এখানেই ঘটে। প্রথম পক্ষ যদি একে মানবতা ও নৈতিকতার পক্ষে কাজে লাগাতে চায় , দ্বিতীয় পক্ষের কছে সে কাজটিই তুলে ধরে মিডিয়া। আবার প্রথম পক্ষ যদি একে অশ্লীলতা ও নোংড়ামির কাজে লাগাতে চায়, দ্বিতীয় পক্ষের কাছে মিডিয়া তা-ই তুলে ধরে। কাজেই মিডিয়া একটি নিরীহ বিষয়, যে যেভাবে তাকে ব্যবহার করতে চায়, সে নিঃসংকোচে নিজেকে সেভাবেই ব্যবহৃত হতে দেয়। এ বিবেচনায় মিডিয়াকে নিরপেক্ষ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না বলে মনে হয়। যেমন একটি কলম, খোদ্রাদোহীর হাতে উঠলে নাস্তিকতার বিষপাষ্প ছড়ায়, আবার খোদাপ্রেমিকের হাতে উঠলে তার কালীতে মানবসভ্যতার মুক্তি রচিত হয়।

দুই. ওয়েব মিডিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান খুবই দুর্বল। বিশেষ করে নৈতিকতার চর্চা এখানে খুবই নগণ্য। পূর্বেও বলা হয়েছে যে অমুসলিম ও ইয়াহুদিদের সাইট মুসলমানদের সাইটের তুলনায় ১২০০ গুণ বেশি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমনটিই দেখা যায়। অশ্লীলতা ও নীল ছবির সায়লাব এত বেশি যে অল্প কিছু মুসলিম সাইটের অবস্থান সে তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য।

আর উলামা ও দীনদার মুসলিমের সাইট তো হাতে গোণা কয়েকটি ছাড়া নেই বললেই চলে ।

আজ যে নীতি নৈতিকতার চরম অক্ষয় চলছে। তরুণ সমাজের হৃদয়ের কোমল ভূমিতে ধর্মদ্রোহিতার অঙ্কুরোদগম হচ্ছে। এর জন্য অনৈসলামিক ওয়েব সাইটগুলোর ধর্মদ্রোহী ও নগ্ন আগ্রাসণই দায়িÑএকথা বলে আলেম-উলামা ও দীনদার সম্প্রদায় দায় এড়াতে পারেন না। কেননা যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, এই নৈতিক অক্ষয় রোধে তুমি কি দায়িত্ব পালন করেছিলে? তখন আমাদের উত্তর কি হবে? একটু নীরবে চিন্তা করুন তো জুম 'আর মিম্বারে আমার ওয়াজের ধ্বনি কি অশ্লিল পাড়ায় পৌছায়? হাদীস- তোমাদের মধ্য হতে যে কোন নিষিদ্ধ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা, আর এটাই হলো ঈমানের সর্ব নি¤œ স্তর। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৬) । এই হাদীস দ্বারা কি সাধ্যানুযায়ী নাহী আনিল মুনকার করার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না? । লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি টাকা এক একটি মাদরাসায় বছরে খরচ করার সাধ্য হলেও ৫/১০ হাজার টাকা খরচ করে একটি ওয়েব সাইট চালু করার সাধ্য কি আমাদের নেই? বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও দীনদার সমাজের ভাবা উচিত।

তিন. ইসলাম বারবার সৎ কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا

"যে ব্যক্তি মানুষকে কোনো ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে, তাকে তার অনুসারীর ভালো কাজের সমান সওয়াব দেয়া হয়, অথচ ঐ ব্যক্তির সওয়াব কোন অংশে কমে না। আর যে ব্যক্তি

কোনো খারাপ কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তার ওপর তার অনুসারীর খারাপ কাজটির সমান গুনাহ দেয়া হয়, অথচ তার অনুসারীর পাপের অংশও এতটুকু কমে না" (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

النعم حمر من لك خير واحد رجل بك يهدى لأن فوالله

"আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে একটি লোকও যদি হিদায়াত লাভ করে, তবু তা লাল উটনীর চেয়েও উত্তম" (লাল উটনী তৎকালীন সময়ে মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ছিল. এ দিয়ে যে কোন প্রিয় বস্তু বোঝানো হয়েছে) বুখারী ২৭৮৩।

আল্লাহ তা 'আলা ইরশাদ করেন...

الصَّلاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ َيَأْمُرُون بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী" । সুরা তাওবা-৭১

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন....

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম আর কার কথা হতে পারে? (৪১:৩৩)

আলোচ্য হাদীস ও আয়াতে কারীমাহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বস্তু জগতে মানুষকে ভালো কাজের উৎসাহ দেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ওয়েব জগতে সেই গুরুত্ব আরো বেশি বলে মনে হয়।

কারণ বর্তমান প্রজন্মের কমিউনিটি গুলো গড়ে উঠেছে ওয়েব জগতেই। তাদের ভালো কাজও খারাপ কাজগুলো ওয়েব কেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। অন্তত ভাল খারাপ কাজের প্রেরণা তারা ওয়েব থেকেই পেয়ে থাকে। কাজেই উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের নির্দেশনা বা তবায়নের ক্ষেত্র বর্তমানে ওয়েব জগৎও। কারণ এখানকার মানুষজনের কার্যক্রম খুব এফেক্টিভ হয়ে থাকে। এ জগতের উৎসাহ-প্রেরণায় বাস্তব জগতে তারা ভালো বা খারাপ কিছু করে থাকে। কাজেই, এ জগতের বাসিন্দাদের ভালো কাজের পরামর্শ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে সর্তক করা বিশেষ করে ওলামায়েকরাম ও সর্বস্তরের ইসলামপ্রিয় মানুষের অপরিহার্য্য দায়িত্ব।

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমরা ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে পারি, প্রযুক্তির আবিষ্কার ওয়েব মিডিয়ায় আমাদের কীরূপ ভূমিকা হওয়া উচিৎ, কীভাবে ওয়েব মিডিয়ায় ইসলামের দাওয়াতের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি, নিম্নে সে সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করছি।

উলামায়ে কেরামের প্রতি:

১. যাদের মাদরাসা আছে (মাদরাসার প্রিন্সিপাল/ কার্যকরী কমিটির সদস্য) তারা মাদরাসার ওয়েবসাইট করে সেখানে মাদরাসার সব ইনফরমেশন রাখতে পারেন, মাদ্রাসায় পড়া কেন প্রয়োজন, এতে দেশ ও মানবতার কীরূপ সেবা হয়, এ ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাতে থাকতে পারে।

২. মাদরাসার সকল শিক্ষককে প্রতিমাসে/দুই মাসে ন্যূনতম একটি করে ছোট গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে বলা হবে, সে গুলো দায়িত্বশীল বিজ্ঞ কারোর সম্পাদনার পর ইন্টারনেটে মাদরাসার ওয়েবসাইট এ দিয়ে দেয়া হবে।

৩. মাদরাসার কার্য্যক্রম, সিলেবাস, বার্ষিক মাহফিল ইত্যাদি সবকিছু ওয়েবসাইটে থাকবে। কারণ মাদরাসাগুলোর সিলেবাস সহজলভ্য না হওয়ার কারণে এর শিক্ষা পদ্ধতি মানুষের কাছে অনেকটাই অস্পষ্ট, যার কারণে অনেক ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। যার ফলে বর্তমান প্রজন্মের অনেক সন্তানই দীন শিক্ষার অন্তরালে রয়ে যাচ্ছে।

৪. মাদরাসার ইসলাহী মজলিসে বক্তাদের বক্তব্য ও আলোচনা ওয়েবসাইটে দেয়া হবে।

৫. ওয়েব সাইটে প্রশ্ন করার অপশন থাকবে। যেন পাঠক/ভিজিটরগণ সহজেই প্রশ্ন করতে পারেন এবং যে কোন বিষয়ে ইসলমী সমাধান পেয়ে যেতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এখন এই বিশ্বগ্রামের মানুষের কাছে মাদ্রাসায় গিয়ে স্কলারদের কাছে ইসলামী সমাধান চাওয়ার কল্পনা করা প্রায় অবস্তব। মানুষ এখন মাউসের ক্লিকে সবকিছু করতে অভ্যস্ত। কাজেই ইসলামী সমাধান পাওয়াও তাদের কাছে সহজ করে দেয়া এখন সময়ের দাবী এবং উলামায়েকরামের দায়িত্বও বটে।

৬. গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞ ওলামাদের লিখিত প্রকাশিত বইগুলোর ভূমিকা, সূচী, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি সাইটে দেয়া যেতে পারে। যেন ভিজিটরগণ চাইলে সহজেই বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। সম্ভব হলে আপনার সাইটের মাধ্যমে সরাসরি বই বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করতে পারেন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি কোন দানশীল ব্যক্তির মাধ্যমে বিনামূল্যে বই পড়া বা বিতরণের সুযোগ করে দেয়া যায়। উল্লেখ্য, লেখকদের প্রাকশিত বইগুলো দেশের মানুষের কাছেই সবখানে পৌঁছে না। আর যারা বিদেশে আছেন, তাদের কাছে পৌঁছানোও অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু ওয়েব সাইটের কোন ভৌগলিক সীমা নেই। বাংলাদেশের এক প্রান্তে বসেও যদি একটি বই ওয়েব সাইটে তুলে দেয়া হয় তাহলে সারাবিশ্বের মানুষ বইটি পাঠ করতে সক্ষম হবে। সবচেয়ে বড় কথা, বিনামূল্যে বই পড়ার সুযোগ করে দিলে ইসলামের অনেক বড় খিদমাত হবে। যা নিঃসন্দেহে যে কোন ইসলামী লেখকের প্রথম বাসনা হওয়া উচিত।

বিশ্বমানচিত্র থেকে ইসলাম ও মুসললিমের নাম-নিশানা মুছে ফেলার লক্ষ্যে কুফুরী শক্তি সমর আগ্রাসনের সাথে সাথে মিডিয়া আগ্রাসণও চালাচ্ছে ব্যপকভাবে। সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে দেশ দখল করছে আর মিডিয়া আগ্রাসন চালিয়ে দখল করছে দিল। কেড়ে নিচ্ছে দীন ও ঈমান

হক্কানী আলেমগণের উনুপস্থিতিতে আজ ভ্রান্ত আকীদাধারী ও বিদআত পন্থীরা মিডিয়া জগতে ইসলামের প্রকৃত ধারক-বাহকরূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। ফলে তারা আজ মিডিয়াতে ইসলামের নামে মনগড়া সব অপব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। যার দরুন সাধারণ মানুষ যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে, তেমনি অসংখ্য বিদআতের সায়লাব হচ্ছে সমাজে। যদিও বর্তমানে জুমআার খুতবা, মাদরাসা

মাসজিদে ভিবিন্ন প্রোগ্রাম করে মানুষকে সহীহ্ দ্বীন বুঝানোর জন্য উলামাগণ আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । কিন্তু এর ফল আমরা ঘরে তুলতে পারছি না। কারণ এ প্রজন্মের মানুষ যতটা না মনোযোগী সাধারণ বয়ান-খুতবায় তার চেয়ে হাজারও গুণ বেশী মনোযোগী মিডিয়ার পাতায়। তারা মাসজিদে ইমাম সাহেবের বক্তব্যকে বাসায় এসে ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাচাই করার চেষ্টা করেন। সুতারং যখনি তারা দুটোকে একত্রিত করে তখন মিডিয়ায় প্রচারিত বিদআত পন্থীদের বাহ্যিক গেটাপ দেখে তারই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং হক্বকে পিছনে ফেলে বিদআত গ্রহণ করছে। শুধু তাই নয়; তাদের যুক্তির কবলে পরে আলেমগণের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করতেও দ্বিধা করছে না। কারণ তাদের বর্ণনা, উপস্থাপনা এত সাজানো যে হক্কানী বিজ্ঞ উলামা ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বুঝা আদৌ সম্ভব নয়।

আল্লাম সাইয়েদ আবূল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, আল্লাহর নিয়ামত মনে করে প্রযুক্তিকে দাস রূপে ব্যবাহার করতে হবে; প্রযুক্তির দাসে পরিণত হওয়া যাবে না।

মোটকথা, প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে পারলে প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। কাজেই কোন আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ কাজে এগিয়ে আসলে ইসলামের একটি বড় খিদামাত হবে। এবং তারা সদক্বায়ে জারিয়ার সওয়াব পাবে ইনশা-আল্লাহ । আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন এবং সকলের মেহনতকে কবুল করুন। আমীন

তথ্যসূত্র:

https://mahadbd.com/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0/

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের জন্য কল্যানকর; আল্লাহর অপার নিয়ামত

মনে রাখা প্রয়োজন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোনো আবিষ্কার তথা প্রযুক্তি কোনোটিই খারাপ নয়। তবে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে চাইলে যে কেউ এসব আবিষ্কার বা প্রযুক্তি সঠিক কাজে লাগাতে সক্ষম। আবার চাইলে মন্দ কাজেও ব্যবহার করতে সক্ষম।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে চিন্তা ও গবেষণা সবার জন্যই অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

তারা নিজেরা কি ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।' -সুরা রূম: আয়াত ৮

কেননা আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগত এমনি এমনি সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টি গুরুত্ব উপলব্ধি করতেই আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টি জগত ঘুরে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।' -সুরা আনকাবুত: আয়াত ২০ সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য কল্যাণকর। এর চিন্তা-ভাবনা-গবেষণাও কল্যাণকর। এর সঠিক ব্যবহারও কল্যাণকর। প্রযুক্তিকে মানুষ যখনই কল্যাণমূলক কাজ তথা

সঠিক কাজে ব্যবহার করবে তখনই এটি মানুষের জন কল্যাণকর হবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রযুক্তি থেকে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই।



প্রযুক্তি আল্লাহর অপার নিআমতঃ

প্রযুক্তি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামাত। সমগ্র বিশ্ব এমন একটি সময় অতিবাহিত করছে যেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করছে। বিশ্বব্যাপী গবেষকরা গবেষণা করে নতুন নতুন আবিষ্কারাদি আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে।

সমুদ্রের সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনে এসেছে,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। -সুরা নাহল: আয়াত ১৪

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা সমুদ্র সৃষ্টি করে তাকে অসংখ্য মঙ্গলের ও উপকারের জন্য বৃহৎ ও প্রশস্ত করেছেন। সমুদ্র থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়ে থাকি। এরপর আল্লাহ তাআলার নিপুন হিকমত দ্বারা মনি-মুক্তাকে মানুষের ব্যবহারের জন্য গভীর পানিতে ঝিনুকের গর্ভে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالْمَرْجَانُ اللُّؤْلُؤُ مِنْهُمَا يَخْرُجُ

'উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল।' -সুরা রহমান: আয়াত ২২

আলোচ্য আয়াতে যে প্রবালের কথা বলা হয়েছে এ সম্পর্কে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এটিও একপ্রকার মনি-মুক্তা, যা মুক্তা থেকে হালকা ও ক্ষুদ্রাকার হয়ে থাকে।

আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের সমূদয় আবিষ্কার হচ্ছে কোরআনের ম্যাসেজের ফলাফল মাত্র। আমরা কোরআন পড়ি না বলেই এসব আবিষ্কারাদি আমাদের কাছে নতুন নতুন মনে হচ্ছে। কুরআন পড়লেও এর ভেদ-রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির, উপলব্দি করার চেষ্টা করি না। যার ফলে প্রযুক্তি থেকে বিশ্ব মুসলিম এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

কোরআন যে বিজ্ঞানময় তার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ বলেন,

الْحَكِيمِ وَالْقُرْآنِ

বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম।` -সুরা ইয়াসিন: আয়াত ২

অথচ এই বিজ্ঞানময় কোরআন নাজিল হয়েছে মুসলমানদের ওপর কিন্তু মুসলমানরাই কুরআনকে রিসার্চ না করার ফলে তারা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আল্লাহ বলছেনে, 'তিনি আকাশকে খুলে দিবেন।' তাই যারা এ কথার মর্ম বুঝতে পেরেছে তারা তার সদ্ব্যবহার করেছে। যারা বুঝেনি তারা অন্ধকারে পড়ে রয়েছে।

বর্তমানে আমরা শুধু তোতা পাখির মত কোরআন মুখস্ত করছি কিন্তু কোরআনের মূল বাণী, ভেদ-রহস্য, শিক্ষা সম্পর্কে গাফেল রয়েছি। যেহেতু আমরা কোরআনের শিক্ষাকে কাজে বাস্তবায়ন করছি না তাই আমরা অন্যান্য জাতি-ধর্ম থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা মুসলিম উম্মাহকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পথে ধাবিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। গোড়ামি, কূপমন্ডুকতা এবং অন্ধ অনুসরণের বিপথগামী পথ পরিহার করে মানবতার কল্যাণে তাদেরকে কাজ করার হিম্মত ও সাহস দান করুন। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবনে বিশ্বমন্ঞ্চে তাদের হারানো গৌরবময় আসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

তথ্যসূত্র:

https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/NatunNakib/30319574

শেষ কথা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাওয়াতের পদ্ধতি এক দিকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের হওয়া দরকার। অন্য দিকে সমকালীন বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মত যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে উপরোক্ত মাধ্যমগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে দাঈ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথে আহবানকারীদের জন্য তাওহীদের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। ইসলামের অপার সৌন্দর্য সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে কুরআনের আলো। আর সে প্রচেষ্টায় সবারই অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

Assignment prepared by

Mrs. Mehnaj Parvin

Batch-201

Roll no.- 20103321

Islamic Online Madrasah

Address- 36/1, M. R. Paradise, Tomchom Bridge, Cumilla

Phone- 01712392808

